বিবাহ-বিধায়না

(জন্মশত-বার্ষিক সংস্করণ)

সৎসঙ্গ

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

বিবাহ-বিধায়না

SATSANG PUBLISHING HOUSE

SATSANG

বিবাহ-বিধায়না

(জন্মশত-বার্ষিক সংস্করণ)

SATSANG PUBLISHING HOUSE
SATSANG

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক :
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর (বিহার)

©প্রকাশক-কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ : ১লা মাঘ, ১৩৭০
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১লা আশ্বিন, ১৩৭৯
তৃতীয় প্রকাশ : ১লা শ্রাবণ, ১৩৮৮
চতুর্থ প্রকাশ : ১লা ভাদ্র, ১৩৯৪

মুদ্রক : ইম্প্রেসিভ ইম্প্রেশন
১০, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

ফটোকম্পোজিং :
পাইকা ফটোসেটারস্
১১২সি, আনন্দ পালিত রোড
কলিকাতা-১৪

প্রুফ-রীডার :
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

Bibaha-Bidhayana
By **Sri Sri Thakur Anukulchandra**
4th. Edition

মূল্য—কুড়ি টাকা

Price—Rs.20.00

ভূমিকা

মানব-বিবর্ত্তন এগিয়ে চলেছে যুগল পদবিক্ষেপে। এই অগ্রযাত্রার এক পদ বীজগত উৎকর্ষ আর-এক পদ তপোগত উন্নতি। তপঃপ্রাণতার মূলেও আছে তদনুকূল বীজবাহী জৈবী-সংস্থিতি ও জন্মগত শুভ-সংস্কার, আর তপস্যার সার্থকতাও হ'লো যখন তা' সত্তাকে উন্নীত ক'রে সত্তাসঙ্গত হ'য়ে সাধকের বীজ-দেহকে সমৃদ্ধতর ক'রে তোলে। প্রকৃতপ্রস্তাবে, মানুষ তার পূর্ব্বপুরুষের বীজ-সম্পদ্ তথা গুণ-সম্পদের ধারক, বাহক ও অস্থি-স্বরূপ। মনুষ্যদেহ সাধারণতঃ চিরস্থায়ী নয়। তাই, পিতৃপরম্পরাগত বীজ-বৈভব ও গুণৈশ্বর্য্যকে স্বীয় সাধনায় আরো সমুন্নত ক'রে অবিকৃতভাবে তা' সন্তানে সঞ্চারিত ক'রে যাওয়া মানুষের বিধিদত্ত দায়-বিশেষ। এই সন্তানলাভের জন্য প্রয়োজন দারকর্ম্ম অর্থাৎ বিবাহ। তাই বলে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'। কোন্-কোন্ নীতি-বিধির অনুসরণে বিবাহ সত্তার পোষণ, বর্দ্ধন ও সুপ্রজননে সার্থক হ'য়ে ওঠে, তারই কার্য্যকারণসমন্বিত বিশদ নির্দ্দেশ শ্রীশ্রীঠাকুর-কথিত 'বিবাহ-বিধায়না' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

বিবাহ অর্থাৎ পুরুষ-নারীর মিলন-সংঘটন বিজ্ঞানের নানা বিভাগের সমবায়ী এক পরম জটিল ফলিত বিজ্ঞান বিশেষ। জীববিজ্ঞান, বংশগতি, দেহবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, যৌনবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জননবিদ্যা, কান্তিবিদ্যা, ললিতকলা, নন্দনতত্ত্ব, আত্ম-সংযমনবিদ্যা, শিক্ষাতত্ত্ব, সংস্কৃতি, বিবর্ত্তনবাদ ইত্যাদি নানা বিজ্ঞান ও কলার সুসমন্বিত ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রয়োজন হয় একটি বিবাহকে ও বিবাহিত জীবনকে নিখুঁত, সুসঙ্গত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক ক'রে তুলতে। প্রধান জিনিস হ'চ্ছে পুরুষ ও নারীর পরস্পরের বৈধানিক সংস্থিতি, কুলসংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির মধ্যে সুগভীর সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি। তার সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষের চাই প্রবৃত্তি-পরভেদী শ্রেয়নিষ্ঠা যা' কিনা তার ব্যক্তিত্বকে অখণ্ডতা দান করে, আর নারীর চাই অকাট্য স্বামী-অনুরক্তি, যা' কিনা তাকে যোগ্যা, মনোবৃত্ত্যনুসারিণী, সতী, সাধ্বী, সহধর্ম্মিণী ক'রে তোলে। এমনতর দম্পতির জীবন উদ্বর্দ্ধন ও সুপ্রজননে সার্থক হ'য়ে ওঠে। অচ্ছেদ্য প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, ত্যাগ, তপস্যা ও

ক্লেশসুখপ্রিয়তায় তারা সংসারকে স্বর্গ ক'রে গ'ড়ে তোলে। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সর্ব্বাবস্থায় একাত্ম হ'য়ে সুকেন্দ্রিক বিস্তারের অভিগমনে তারা জীবনে এক অপূর্ব্ব অমৃতের স্বাদ অনুভব করে। অঘটন-ঘটনকুশল অনুরাগের যাদুস্পর্শে তাদের প্রাণ খুলে যায়, মন ভ'রে ওঠে, সুপ্ত শক্তি বাধানির্ম্মুক্ত হ'য়ে ওঠে; সাহসের সঙ্গে জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'য়ে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী জয়মাল্য আহরণ করে তারা। এমনতর হর-পার্ব্বতী-আশিস্-সম্বুদ্ধ পবিত্র দাম্পত্য-মিলনের মাধ্যমেই ঘরে-ঘরে আবির্ভাব হয় ধীমান, বীর্য্যবান, বিশালহৃদয়, প্রতিভাদীপ্ত, শ্রদ্ধাবান্, সুকেন্দ্রিক, সেবাপ্রাণ, কুশলকর্ম্মা, পরাক্রমী, পরার্থপর দেবসন্তানের, যারা বংশ, সমাজ, দেশ ও জগতের গৌরবস্বরূপ হ'য়ে ওঠে। জগতে আজ মানুষের মত মানুষের অভাব বড় বেশী। তাই পরিণয় ও প্রজনন-পরিশুদ্ধির উপর শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছেন। কারণ, বিবাহ যদি ঠিকমত না হয়, এবং মানুষ জন্মসূত্রে যদি বিশুদ্ধ জৈবী বিধান ও শুভ সংস্কারের অধিকারী না হয় তবে দীক্ষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পারিবেশিক সম্পোষণায় সে লাভবান্ হ'তে পারে কমই। তাই, বংশ, সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ ও জগতের সর্ব্বতোমুখী কল্যাণ যাঁরা চান, তাঁদের শ্যেনদৃষ্টি রাখতে হবে উন্নতির এই ভিত্তিপ্রস্তরের দিকে। গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে কিছুই হবে না। তথাকথিত গণতন্ত্র বা যে-কোন তন্ত্র ও সমান অধিকারের দোহাই দিয়ে বিধি-বিজ্ঞান ও বৈশিষ্ট্য-বিগর্হিত পন্থায় যথেচ্ছভাবে নারী-পুরুষের বিবাহ হ'তে দিলে প্রকৃতি আমাদের রেহাই দেবে না। তাই, শ্রীশ্রীঠাকুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-সহকারে বারংবার তারস্বরে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন প্রতিলোম ও সর্ব্বপ্রকার ব্যত্যয়ী বিবাহের বিরুদ্ধে। তিনি যুক্তি সহকারে দেখিয়েছেন—প্রতিলোম-জাতক কেন বিকেন্দ্রিক, শ্রেয়শ্রদ্ধাহারা, ইষ্ট-কৃষ্টিঘাতী, অব্যবস্থ, অবিশ্বস্ত, অসুরবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রবৃত্তিপরায়ণ ও হীনম্মন্য-গর্ব্বেপ্সা-অভিভূত হ'য়ে ওঠে। তাদের ভিতর আরো যে-সব সমাজবিরোধী, সংহতি-বিধ্বংসী করাল বিকৃতি আত্মপ্রকাশ করে, সে-সবও তিনি নানাভাবে ইঙ্গিত করেছেন। দ্রষ্টাপুরুষগণ যুগে-যুগে তাঁদের নিরাসক্ত, অভ্রান্ত, অখণ্ড, শাশ্বত সত্যদৃষ্টির আলোকে মানুষকে তার কল্যাণের পথ বাতলে যান, তা' অনুসরণ করা না-করা মানুষের ইচ্ছাধীন। তবে মঙ্গলের বিধিকে অবমাননা ক'রে যে মঙ্গলের অধিকারী হওয়া যায় না, এ তো স্বতঃসিদ্ধ কথা।

সবর্ণ বিবাহ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের নানা বিধি-বিধান-সম্বন্ধে এই পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সুসন্তান লাভের পন্থা, পণপ্রথার অপকারিতা, সন্তানের চরিত্র-গঠনে পিতা ও মাতার স্ব-স্ব দায়িত্ব, আহার, বিহার, আচরণ, সাত্বত কুলপ্রথা, ঘটকের করণীয়, ভ্রষ্টা নারীকে সংশুদ্ধ ক'রে নেওয়ার পন্থা, নিবাহ, অসিদ্ধ বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও নারীর পত্যন্তর গ্রহণের বিষময় পরিণতি, পুরুষের বহু-বিবাহ সমর্থনীয় কোন্ ক্ষেত্রে, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সত্তাপোষণী সমীচীন পদ্ধতি, নারী-পুরুষের সম্মানযোগ্য ব্যবধান, যোগ্যতার অভ্যুদয়, জাতীয় সংহতি, জাতীয় সম্বর্দ্ধনা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বহু বিষয় এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই পুস্তকে যে-সব নির্দ্দেশ দিয়েছেন, বাস্তবে আমরা সেগুলি যদি পালন করতে পারি, তাহ'লে অদূর ভবিষ্যতে মানব-ইতিহাসে এমন এক অধ্যায়ের আবির্ভাব হবে, যখন মানুষের অযোগ্যতা, অপরাধ-প্রবণতা, বিকেন্দ্রিকতা, স্বল্পায়ু, শারীরিক ও মানসিক অপটুতা, রোগ, ব্যাধি, নির্ব্বুদ্ধিতা, মেধাহীনতা, চেতনার জড়তা, অস্থিরমতি, স্বার্থান্ধতা, প্রবৃত্তি-অভিভূতি, দ্বেষ, হিংসা, অশ্রদ্ধা ইত্যাদি বহুল পরিমাণে নিরাকৃত হ'য়ে পৃথিবীতে মানুষের জীবন অনেক বেশী সুস্থ, সুন্দর, সমৃদ্ধ, সুসমঞ্জস, সুখকর ও আনন্দমধুর হ'য়ে উঠবে। আসুন, আমরা তাঁর নীতি-নিয়মনায় পরিণয় ও প্রজননকে সাত্বত-পরিস্রবা ক'রে তুলি, আর তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ প্রবৃত্তিপ্রহত, ধূলিমলিন, ক্লেদাক্ত মানব-সমাজ দিব্যোজ্জ্বল জীবনবিভায় উদ্ভাসিত হ'য়ে চলুক। —বন্দে পুরুষোত্তমম্।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ, দেওঘর (বিহার)
৫ই পৌষ, শনিবার, ১৩৭০
২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

বিবাহ সম্বন্ধে বাণীর সংকলণ 'বিবাহ-বিধায়না'র চতুর্থ সংস্করণ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হ'ল। এই গ্রন্থের সম্যক পঠন, পাঠন ও অনুশীলন মানুষের দাম্পত্য, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে তুলুক, এই আমাদের প্রার্থনা।

সৎসঙ্গ, দেওঘর

১লা ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৯৪

প্রকাশক

ইষ্টার্থসন্দীপনায়
তোমাদের বিবাহ সার্থক হোক,
ইষ্টানুগ চলনে
কৃতার্থ হ'য়ে উঠুক তোমাদের জীবন,
বংশপরম্পরায়
কৃতার্থ হ'য়ে ওঠ তোমরা—
কেন্দ্রায়িত ইষ্টানুগ অভিগমনে,
সার্থক হও তুমি—
সার্থক হোক তোমার সম্প্রদায়, সমাজ,
দেশ ও রাষ্ট্র—
সমন্বয়ী একসূত্রসার্থক সঙ্গতির
বৈশিষ্ট্যপালী, শুভ, সক্রিয় দীপনায়,
সুস্থিতে, সুখে
সুদীর্ঘ জীবন লাভ কর তোমরা,
পৃথ্বীকে তোমরা উপভোগ কর—
পৃথ্বীও তোমাদের উপভোগ করুক।

বিবাহ

সমীচীন বিবাহের ভিতর-দিয়ে
সুষ্ঠু সন্তানের আমদানী কর,
তবে তো শিক্ষা। ১।

সুজননই যদি প্রত্যাশা কর—
বিবাহকে
বৈশিষ্ট্যপালী সুসংস্কৃত ক'রে তোল,
সতীত্বকে স্বর্গীয়-মর্য্যাদাসম্পন্ন ক'রে তোল—
পূজার্হ কর তা'কে। ২।

শ্রেয়নিষ্ঠ পিতার অবদান—
সুষ্ঠু বোধতান্ত্রিক স্বভাব
অর্থাৎ, সত্তানুস্যূত স্বতঃসিদ্ধ ভাব,
স্বামিকেন্দ্রিক জননীর অবদান—
তদনুগ প্রকৃতি ;
ব্যত্যয়ে বিপর্যয়ই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৩।

কুল মানবে না
বিয়ে দেবে,—
ভুল ছাড়বে না,—
খানায় পড়বে,
উপঢৌকন পাবে অভিঘাত। ৪।

উচ্চ বা সমপর্য্যায়ের যা'রা
তা'দের সঙ্গেই মেয়ে বিয়ে দিও—
যদি পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের কুলসংস্কৃতি
ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির
পারস্পরিক সঙ্গতি থাকে,
অথচ সগোত্র না হয়। ৫।

বিধিবিধায়িত
সদ্‌বংশসঞ্জাত
সদাচার-সমন্বিত
সদৃশ বংশে বিবাহই হ'চ্ছে—
শিষ্ট ও সুষ্ঠু সন্ততির
শুভপ্রসূ আকর। ৬।

মানেই যদি সমৃদ্ধ হ'তে চাও
তবে সদৃশ ঘরে বিয়ে কর—
বিবাহ্য ভিন্ন গোত্রে,
পূর্ব্বপুরুষের সমস্ত খতিয়ান জেনে-শুনে,
তা'র সঙ্গতি ক'রে। ৭।

তোমার পরিণয় ও প্রজননক্ষেত্র
সেখানেই—
যা'র কৌলিক তাৎপর্য্য
ও চরিত্রগত প্রকৃতি
তোমার পর্য্যায়ী ও পরিপোষণী,
কিন্তু গোত্র বিভিন্ন। ৮।

নারী পুরুষকে যে-ভাবে
প্রেরণাদীপ্ত ও অনুরঞ্জিত করে
কৌলিক সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির
অনুপোষণী উদ্দীপনায়,—
সন্তানও
তৎপ্রকৃতিসম্পন্ন হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
কারণ, কামানুপ্রেরণা হ'তেই
পুরুষের পুংবীজ
সক্রিয় প্রভবান্বিত হ'য়ে থাকে। ৯।

কুলকৃষ্টিতে
বিপর্য্যয়, বিকৃতি
বা সুষ্ঠু সামঞ্জস্য
কোথায় কতখানি
তা'র নিদর্শন হ'চ্ছে—
চারিত্রিক লেখার ভিতর
কা'র কতখানি
নমনীয়তা বা অনমনীয়তা,
সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য বিদ্যমান। ১০।

কোন্ মাটি
কোন্ বীজের পক্ষে
পুষ্টি ও সমৃদ্ধিকারক,
তা'র সাদৃশ্যকে পরিপোষণ ক'রে
শিষ্ট ও সুন্দর ক'রে তোলে,—
দেখে-শুনে

বুঝে-সুঝে

সে-বীজের জন্য
সেই-মাটিই সংগ্রহ ক'রো—
যদি সুফল পেতে চাও ;

এর ব্যতিক্রম
ফলকে
সঙ্কীর্ণ ও ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তোলে । ১১ ।

বিপ্র বা বিপ্রবর্গেরই হোক,
ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়বর্গেরই হোক,
বৈশ্য বা বৈশ্যবর্গেরই হোক,
বা যে-কেউই হোক,
কা'রও নিজের বর্ণ বা বর্গের ভিতর
সগোত্র-বিবাহ হওয়া ঠিক নয়,
কারণ, তা'তে
সমজাতীয় রক্তের সংমিশ্রণে
সুজাতকের সম্ভব হওয়া
সুকঠিনই হ'য়ে থাকে ;
জাতকর্ম্মে পরিপোষক নূতন রক্তের
সংমিশ্রণই শ্রেয় । ১২ ।

এমনতর বিবাহ করতে যেও না,—
যেখানে তা' সত্তাস্বার্থী, সত্তাসংরক্ষণী
ও সত্তাসম্বর্দ্ধনী না হ'য়ে
কামশুদ্ধই
তোমার পক্ষে প্রাণান্তকর হ'য়ে ওঠে । ১৩ ।

যে-বিবাহে
কুলমর্য্যাদা অপঘাতদুষ্ট হয়,—
তা' পৈশাচিক ও ব্যভিচারদুষ্ট,
আর, যা'তে কুলমর্য্যাদা
উচ্ছল ও উন্নতিপ্রসূ হ'য়ে ওঠে,—
তা' শুভপ্রসূ ও মঙ্গলপ্রসন্ন । ১৪ ।

স্ত্রী-পুরুষের বিবাহে যদি
তুল্য সংযোজনা না হয়—
তাহ'লে, মস্তিষ্কের
বোধসন্দীপী গুণবাহিনী যে-মাংসপেশী
তা'র শক্তি
সব দিক্-দিয়ে
সব রকমে
পরিপুষ্টি লাভ করে না । ১৫ ।

আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, বর্ণ, কুল
ও আচারের সাথে
সঙ্গতিবিহীন যে-বিবাহ,
সেই বিবাহই অসিদ্ধ—
বারচারিবৎ,
আর, অসিদ্ধ বিবাহ
চিরদিনই অপধ্বংসী,
তাই, তা' নিন্দনীয়, পাতিত্যজনক—
বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে । ১৬ ।

বৈধী সাত্বত পরিচর্য্যা,
বর্ণ ও বিবাহে

ব্যতিক্রম যতই ঘটবে—

তোমার পরিবার
তোমার সমাজ
তোমার দেশের প্রতিপ্রত্যেকে
ততই জীয়ন্ত মরণে
আত্মসমর্পণ করতে থাকবে,

আপদের সময় দেখতে পাবে—
লোক আছে,
কিন্তু কেউ নেই কা'কেও বাঁচাতে । ১৭ ।

বর্ণাশ্রম
বিহিতভাবে অনুসৃত যেখানে হয়নি—
পৃথিবীর ভিতর এমনতর যা'রা আছে,
তা'দের কা'রও কন্যার
কুলসংস্কৃতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য
যদি বর্ণাশ্রমভুক্ত কোন বর বা পুরুষের
কুলসংস্কৃতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের
অনুপোষক হয়,
বিহিত পরিশুদ্ধিতে ঐ তা'দিগকে
পঞ্চবর্হির অনুশ্রয়ী ক'রে,
আর্য্য-পুরশ্চরণে
অনুলোমক্রমে গ্রহণ করা যেতে পারে—
ঐ আর্য্য-সংস্কৃতিতে সংস্কৃত ক'রে,
এবং বিহিতভাবে সদাচারশুদ্ধ-হওতঃ
তপপ্রবণ পরিস্রুতিতে সংশুদ্ধ হ'লে
তা'দের অন্নপানীয়ও
তেমনতর দোষাবহ নয়কো । ১৮ ।

বর্ণ, কুল ও মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ বা সমান,
এমনতর কোন পাত্রে কন্যাদান না ক'রে
যদি অশ্রেয় কোন পাত্রে দান করা যায়—
তবে সে-কন্যা
অমনতর সাহচর্য্যের ফলে
হ্রস্বদৃষ্টিসম্পন্ন, স্বার্থসন্ধিৎসু,
দুষ্কর্ম্ম-গোপন-স্বভাব,
আত্মসুখী, অশ্রেয়বুদ্ধিপরায়ণ,
কুৎসিত, কুটিল, পরশ্রীকাতর,
কৃতঘ্ন, প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ,
অশ্রদ্ধা-ও-অবজ্ঞা-তৎপর হ'তে থাকে ক্রমশঃ,
তৎপ্রসূত জাতকও
যত বড় বিদ্বান ও কৃতিমান হোক না কেন,
সে নীচমনা, বিকেন্দ্রিক, শ্রেয়শ্রদ্ধাহারা,
অসুরবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে থাকে,
পুরুষও অপগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
শরীরে, মনে
ও মস্তিষ্কের বোধি-তাৎপর্য্যে,
তাই, অমনতর বিবাহ অবৈধ এবং অসিদ্ধ । ১৯ ।

শুধু অর্থ, বিত্ত বা শিক্ষায় নয়কো,
কৃষ্টি ও কৌলিক মর্য্যাদায়
যা'রা তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ,
কন্যাকে বিবাহ দিতে হ'লে,
তা'দের ঘরেই দিও ;
আর, শ্রদ্ধাশীল, সদাচারসম্পন্ন, কৃষ্টিতপা
কৌলিক সংস্কৃতি যা'দের

তোমার কৌলিক সংস্কৃতির অনুপোষক,
এমনতর সৎ
ও তোমা হ'তে একটু নীচু ঘর থেকেই
মেয়ে নিও,

ছেলেপুলের বিবাহে মনে যেন থাকে—
কন্যার কুল এবং চরিত্র যেন
বরের কুল ও চরিত্রের অনুপোষক হয়—
সশ্রদ্ধ আনতিসম্পন্ন হ'য়ে,
যা'তে বিবাহকে
উভয়ে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ব'লে
গ্রহণ করতে পারে,
কৃপার অবদান ব'লে গ্রহণ করতে পারে,
সুখী হবে সকলে,
সন্তান-সন্ততিও সুখসন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে। ২০।

প্রত্যেক পরিবারেরই কুলপরিচয়
অর্থাৎ, বিবাহসংস্রব-সম্পর্কিত কুলপরিচয়
যথাযথভাবে রক্ষা করা উচিত,
এতে যোটকবিচারে
উৎকর্ষী জাতক-সংশ্রয়ের
বিহিত পন্থা-নির্দ্ধারণে
সুবিধা ও সুযোগ হ'য়ে ওঠে,
ও সংস্কৃতিসমন্বিত কৌলিক
উর্ব্বর আভিজাত্য-স্মারিণী
লিপিবদ্ধ থাকে ;
ফলে, ভবিষ্যৎ বংশধরেরা
তা' হ'তে উৎকর্ষী জীবনের
পোষণ পেতে পারে,

আর, এ না হ'লে
পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি
ক্রমশঃই ব্যর্থ বিলোপে
সমাহিত হ'তে থাকে,
এবং বিবাহের সম্বন্ধনির্ণয়-ব্যাপারেও
অসুবিধা হ'য়ে পড়ে। ২১।

বিশাসিত বৈশিষ্ট্যের উদ্গমই—
বর্ণানুগ আভিজাত্য, কুলাচার
ও সাংস্কৃতিক সার্থক সঙ্গতিশীল
সুবিনায়িত ব্যক্তিত্বের ভিতর-দিয়ে,
এর বিকৃতি যেখানে
বিশেষত্বও বিকৃত সেখানে,
তাই, পরিণীত হও—
বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত ক'রে নয়,
বরং বজায় রেখে,
উন্নীত ক'রে ;
বিশেষত্ব ব্যাহত হওয়াই পাপ। ২২।

অবকৃষ্ট সমাজ ও জাতির ভিতরেও
যোগ্য পরিণয়ের ভিতর-দিয়ে
যে-জাতকের আবির্ভাব হয়,
তা'র কাছেও
পরিবার, পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র
অনেক প্রত্যাশা করতে পারে—
বৈশিষ্ট্যপালী শুভ-সম্বর্দ্ধনী অনুদীপনার,
কিন্তু উৎকৃষ্ট সমাজ ও জাতির ভিতরে

অযোগ্য বা অবৈধ পরিণয়ের ভিতর-দিয়ে
যে-সন্ততির আবির্ভাব হয়,
তা' দুনিয়াকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে—
বিকৃতির বিক্ষুব্ধ চারণ-চর্য্যায়,—
পরিবার, পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
সংক্রামিত ক'রে। ২৩।

যারা
বিশাসিত মানুষে সমাবর্ত্তিত হ'য়ে
জন্মগ্রহণ করে না—
তা'রা তা'দের ঐতিহ্যে
কুলাচারে
বৈশিষ্ট্যে
কটাক্ষপাত ক'রেই থাকে,
ব্যতিক্রমে শ্রদ্ধাশীল হওয়া—
তা'দের সহজ প্রবণতা,
নিষ্ঠায় তা'রা সুসংহত নয় ব'লে
পিতামাতা-আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও
তা'দের শ্রদ্ধা
পরিচর্য্যা-প্রবণতা
ব্যতিক্রান্তই হ'য়ে থাকে,—
আর, ঐ গুলিতেই দেখে নিও—
ব্যক্তিত্বের মোটাসোটা লক্ষণ। ২৪।

যে-কৃষ্টি, আচরণ ও বৈশিষ্ট্য
পুরুষ-পরম্পরায় বহনস্রোতা
হ'য়ে চলতে থাকে,—

তা'ই হ'চ্ছে কুল;
যে অনুরঞ্জনায়
পুরুষানুক্রমে বিস্তৃতি লাভ করা যায়—
সংস্কার-সংহিতি নিয়ে,—
তা'ই বর্ণ,
কৃষ্টি, চরিত্র ও প্রবণতাই হ'চ্ছে
তা'র বিশেষ বিভূতি;
সুসঙ্গত সমীচীনভাবে
কুল ও কৃষ্টির অভিসারণায়
তুমি যা'র বৈশিষ্ট্যকে বহন করতে পার
বা যে তোমার বৈশিষ্ট্যবাহিনী
হ'য়ে চলতে পারে—
সুসদৃশ, সঙ্গতিশীল জীবনস্রোতা হ'য়ে—
বিবাহের মর্য্যাদা কিন্তু সেখানে। ২৫।

কন্যা বা তাঁ'র অভিভাবকের
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত আত্মপ্রসাদী আত্মোৎসর্গ বা দান
যে-বিবাহের নিয়ামক,
সেই বিবাহই শ্রেয়—
যেমন, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও ব্রাহ্ম বিবাহ,
এ-সব বিবাহ সুফলপ্রসূই প্রায়শঃ,
তাই, শাস্ত্রকারেরা
ঐ-জাতীয় বিবাহগুলিকে
প্রশংসনীয় ব'লে গিয়েছেন,
কারণ, তা' প্রত্যাশাপীড়িত আত্মোপভোগমত্ত নয়কো,
সেখানে আছে
সমর্থনী সেবা-সম্বর্দ্ধনা

ও গুরুগৌরবী শ্রেয়-প্রতিষ্ঠা

সুকেন্দ্রিক, সমঞ্জস,
অন্বয়ী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
আত্মবিকাশ
ও সত্তাপোষণী কামসঙ্গতি ;

আবার, কাম-অধ্যুষিত লোলুপতার ভিতর-দিয়ে
প্রলুব্ধ পরিবেক্ষণে
প্রবৃত্তি-উপভোগ-তাৎপর্য্যে
নিজেকে মোহমুগ্ধ ক'রে
যে-বিবাহ নিষ্পন্ন হয়—
তা' শ্রেয়সন্দীপী নয়কো,
সুফলপ্রসূও নয় প্রায়শঃ,
তাই, সেগুলি নিন্দনীয়—
যেমন গান্ধর্ব্ব, আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস বিবাহ ;
কিন্তু নিম্ন পর্য্যায়ের মধ্যে
বৈশিষ্ট্যপালী, কুলসংস্কৃতিপোষণী
গান্ধর্ব্ব বিবাহই শ্রেয় । ২৬ ।

যে-মেয়ের
বিবাহের কথা উত্থাপন করা হয়েছে,
বিশেষতঃ বয়স্কা মেয়েকে
বিভিন্ন পাত্র স্বয়ং এসে
বারে-বারে দেখা
এবং পরীক্ষা করা ইত্যাদি ব্যাপার
খুব সুষ্ঠু নয়কো,
কারণ, ঐ মেয়ের কোন পুরুষের প্রতি

আকর্ষণ সৃষ্টি হ'লে—
যদি ঐ পুরুষের সাথে বিবাহ না হ'য়ে
অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ হয়,
সেই স্মৃতি
তা'র স্বামীর প্রতি সলীল টানকে
ব্যাহতই ক'রে থাকে,
এমন-কি
স্বামীর প্রতি বিরাগ ও বিতৃষ্ণাও
সৃষ্টি করতে পারে,
আর, ঐ চিন্তা ও কথা
মেয়েরা অবদমিত করতে বাধ্য হয়,
ফলে, সেটা ক্রমশঃই
মন বা মস্তিষ্কের অবচেতন ভূমিতেই
স্থান লাভ করে,
তা' হতেই একটা বিকৃত চলনের সৃষ্টি হয়,
আর, সন্তান-সন্ততির প্রকৃতির ভিতরও
সেটা অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে চলে,
ফলে, বোধ ও প্রকৃতির
অসঙ্গতি সৃষ্টি হ'য়ে থাকে,
শরীর, মন ও বোধের সঙ্গতির
ব্যতিক্রমই হয় তা'তে,
সেজন্য সন্তান-সন্ততির উপচয়ী চলনও
অনেকখানি ব্যাহতি লাভ করে ;
তাই, পাত্র নিজে মেয়ে না দেখে—
তা'র শ্রেয় বা গুরুজনের দ্বারা মেয়ে দেখানো
সুষ্ঠু ব'লে মনে হয়,
ঐ হিসাবে প্রণয়-প্রার্থী প্রথাও দূষণীয় । ২৭ ।

যেখানেই বিবাহ
চুক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়—
তা' দুঃখপ্রদই হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' শুভ-অনুসৃত যেখানে—
স্ত্রীর
স্বামীর মনোজ্ঞ হবার উৎকণ্ঠাও
সেখানে তেমনতর,
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সম্বৃদ্ধিপরও হ'য়ে ওঠে সে তেমনি,
তাই, লাখ দুঃখের ভিতর-দিয়েও
তা' শুভপ্রসূ ;
ঈশ্বর এই সার্থক সঙ্গতির ভিতর-দিয়েই
তাঁর সৃজনধারাকে
বর্দ্ধনপ্রসূ ক'রে তুলেছেন ;
এই সঙ্গতি যা'তে
সমীচীন ও সার্থক হ'য়ে ওঠে,
ধৃতিমুখর হ'য়ে ওঠে,—
তাই-ই শুভপ্রসূ তপস্যা ;
তাই, শ্রীভগবানের উক্তি—
'ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ !'
অর্থাৎ, ধর্ম্মপ্রসূ কামপূজা তাঁ'রই পূজা ;
ঈশ্বরের নামে
এই সমীচীন সার্থক সঙ্গতির
অভিষেক যেখানে—
তৎশ্রদ্ধায় পরিণয় সংঘটিত হয়েছে যেখানে—
তা'কে বিচ্ছিন্ন করাই মহাপাপ ;
আর, এই পরিণয় যেখানে

সমীচীনতাকে সঙ্কুচিত ক'রে
গর্হিত প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হ'য়ে থাকে—
তা' তা'র ব্যভিচার,
তাই, তা' অসিদ্ধ,
অসিদ্ধ নিষ্পাদনী চলন
শুদ্ধিকে নির্য্যাতিতই ক'রে থাকে,
সমীচীনতার ব্যতিক্রম ক'রে
ঈশ্বরের নামে কিছু করলেই—
তা' সমীচীন হয় না । ২৮ ।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
বৈধী শ্রেয়-অভিধায়িনী বিবাহ,
অর্থাৎ, বর্ণ, কুল, চরিত্র ও যোগ্যতায়
শ্রেষ্ঠ ও সঙ্গতিসম্পন্ন—
এমনতর পুরুষের সহিত
উপযুক্ত নারীর বিবাহের ভিতর-দিয়ে
অভিজ্ঞ অনুচলনে
সার্থক, সুসঙ্গত, অনুচর্য্যী
অনুবেদনী অনুশ্রয়িতার ভিতর-দিয়ে
যদি সুস্থ, শক্তিমান, সংশ্রদ্ধ
বোধপ্রতিভাশীল সন্তানের
বহুল আমদানী করতে না পার—
বিহিত গণ-নিয়মনী অনুচর্য্যায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে সবাইকে,—
তবে অল্পায়ু, অশিষ্ট অপজন্মের ভিতর-দিয়ে
জাতকের বহুল আমদানী
যতই হ'য়ে উঠবে,

ঐ অসংযত, অনাচারী, নিন্দিত চরিত্রের
আমদানীর খেসারতেই
তোমার জাতীয় জীবন
ক্রমশঃই ম্রিয়মাণ হ'তে থাকবে,
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্র
খিন্নই হ'তে থাকবে ক্রমশঃ,
ফলে, তোমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোশুদ্ধ
জাহান্নমে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হবে ;
মনে রেখো—
উদ্বর্দ্ধন-অনুচর্য্যা যেখানে,
ঈশিত্বের অনুচর্য্যাও সেখানে,
বিবর্ত্তনের বিবর্ত্তনী যাগেই
তিনি যজ্ঞেশ্বর। ২৯।

সুকেন্দ্রিক সশ্রদ্ধ সক্রিয় অনুচর্য্যা
কেন্দ্রায়িত আপূরণী তাপস সঞ্চলনে
সুসঙ্গত বোধি-উদ্গমনে
শারীরিক কোষের ধারণশক্তিকে
সংহিত ক'রে
তা'র তৎপরতাকে ক্রমোন্নত ক'রে
বৈধানিক বিবর্ত্তনের নিয়মন করে ;
তাই, বৈধী উপযুক্ত অনুপোষক ও অনুপূরণী
বিবাহের ভিতর-দিয়ে
জাতকের জৈবী-সংস্থিতি
ওরই উপযুক্ততায় সুবিন্যস্ত হওয়ায়
ঐ তাপস অনুচর্য্যা
সুসংস্কৃত সংক্রমণে যত চলে,—

বিবর্দ্ধনী জাতি-পরিণামও
উৎক্রমণ-পদক্ষেপে
উন্নতির ক্রমপর্য্যায়ে
আরূঢ় হ'য়ে চলতে থাকে ততই ;
আবার, ঐ পরিণয় যদি
বিবর্দ্ধনী বা বিবর্ত্তনী না হ'য়ে
কোষের ধারণ-শক্তি-সংহতির
ব্যতিক্রমী হ'য়ে ওঠে,—
তা'হলে জৈবী-সম্ভাব্যতা
ক্ষয়িত হ'য়েই চলে ;
কিন্তু পুরুষানুক্রমে ঐ অমনতর চলন
এবং তদনুগ সংরক্ষণী অনুচর্য্যায়
জাতি ও জন্ম
সুসংহতির
অযুত-দীপ্তিবাহী বোধায়না নিয়ে
সুসঙ্গত অনুক্রমণায়
ভবিষ্যৎকে আরোতরে
প্রভা ও প্রভাবশালী ক'রে তুলতে থাকবে ;
এমনি ক'রেই স্বর্গ মর্ত্তে্য আগমন ক'রে
তা'কে স্বর্গীয় ক'রে তোলে। ৩০।

শুভ-সঙ্গতিশালী বিবাহ
সুজাতকেরই স্রষ্টা হ'য়ে থাকে,
আর, এমনতর সুজাতকই
স্বস্থ আভিজাত্যবাহী হ'য়ে থাকে,
আর, এই আভিজাত্যতেই
সংগর্ভিত হ'য়ে থাকে—

পূর্ব্বপুরুষের অভ্যস্ত অনুশীলনার
অন্বিত সংস্কার ও গুণরাজি,—
যা' দীক্ষা ও শিক্ষার ভিতর-দিয়ে
ব্যক্তিত্বে ফুটন্ত হ'য়ে থাকে,—
যে-স্ফোটনা মানুষকে
যোগ্যতায় সুসজ্জিত ক'রে তোলে—
শ্রদ্ধা, জ্ঞান ও কর্ম্মের
বিচক্ষণ বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তা'র জীবনে
সক্রিয়, তৎপর প্রবণতার সৃষ্টি করে,
তাই, পবিত্র আভিজাত্য
সকলের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়,
এই আভিজাত্য কিন্তু জাত্যভিমান নয়কো। ৩১।

বংশ যদি জননসূত্রে
ব্যত্যয়ী বিক্ষেপদুষ্ট না হয়,
ও সাংস্কৃতিক ব্যত্যয়ী বিক্ষেপের ধারা
বিশীর্ণ না হয়,—
তাহ'লে ঐ বংশানুক্রমিক আত্মসম্মানবোধ
ও অন্তঃস্থ তদুপযুক্ত উপাদানের
বিকৃতি হ'য়ে ওঠে না ;
কিন্তু ওখানে ব্যত্যয় ঘটলে
ঐ বংশের সন্তান-সন্ততির
আত্মসম্মান-পরিপোষণী চলন—
অর্থাৎ, তা'দের পক্ষে
কী করা উচিত বা না-করা উচিত—
এমনতর বোধসম্পন্ন

নিজেদের সম্যক্ ওজন-অনুপাতিক চলন
বিকৃতই হ'য়ে ওঠে ;
তখন তা'রা অন্যের কাছ থেকে
জবরদস্তি ক'রে
নিজেদের সম্মান বা ওজনের
নকল খেতাবী পোষণা আদায় করতে চায়,
ফলকথা, বাস্তবে তা'রা
কীই বা করতে পারে,
কীই বা করতে পারে না,—
তা'র কোন ঠিক-ঠিকানাই নাই,
আর, কী কথায়
কী ব্যাপারে
তা'রা সমর্থন করবে বা করবে না—
তা'র দাঁড়াও তা'দের ঠিক থাকে না ;
যা'র দ্বারা তা'রা অভিভূত হয়—
তা'কেই তা'রা সমর্থন করতে পারে,
বাস্তবে সে যা'ই হোক না কেন ;
কিন্তু আত্মসম্মানবোধ
যা'র ভিতর বেঁচে আছে—
বংশানুক্রমিকতায় প্রবাহিত হ'য়ে,
তা'র চলন-চরিত্র
তদনুপাতিক হ'য়েই থাকে সাধারণতঃ,
ব্যতিক্রমকেও সে বিজ্ঞচলনে
নিজের অনুক্রমী ক'রে নিয়ে থাকে ;
বুঝে, কোথায় কী করতে হবে
ঠিক ক'রে নিও—
সাত্বত উপাদানকে অনুধাবন ক'রে। ৩২।

যে যেমন সদ্বংশজাত,
সমীচীন তাৎপর্য্য
ও সঙ্গতিশীল অনুচলন নিয়ে,

সে তেমন
সুসংস্কৃত আগ্রহ-উদ্যমী
সংস্কার নিয়ে জ'ন্মে থাকে ;

কিন্তু তাই ব'লে
সে যে অপকর্ম্ম করবে না,
কিংবা তা'কে যে সুসংস্কৃত ক'রে নিতে হবে না—
শিক্ষা-দীক্ষায়,
আচার-নিয়মে, পদ্ধতিতে,—
তা' নয় কিন্তু ;

তবে সে যতই অপকর্ম্ম করুক,
সৎ-সংস্রবে লহমায়
তা' পরিহার ক'রে চলতে পারে ;
আর, সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে
সে তা'র অভিজাত সংস্কারের
ইন্ধন সংগ্রহ ক'রে
উত্তরোত্তর একটা চৌকস অধিগতি
লাভ ক'রেই চলতে থাকে—
অনুশীলন, কৃতি-উন্মাদনা
ও প্রাজ্ঞ অনুবেদনার সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
সেগুলিকে বিনায়িত করতে-করতে ;
প্রাজ্ঞ চেতনার প্রজ্ঞা-দর্শন
অনুচলন, অনুশীলন ও কৃতিসম্বেগের ভিতর-দিয়ে
সে অমনতরই কৃতবিদ্য হ'য়ে ওঠে ;
এই হ'ল—সহজাত সৎ-সংস্কার-সম্বুদ্ধ

আগ্রহ উদ্যম
ও তদনুগ শিক্ষার বিহিত তাৎপর্য্য ;
আর, সংস্কার যদি বিধ্বস্ত না হয়,
ব্যত্যয়ী ব্যাঘাতে বিশ্লিষ্ট না হয়,—
তা' নষ্ট হয় কমই,
আর, উপযুক্ত আচার, আচরণ,
অনুশীলন ও কৃতিচলন থাকলে
তা' কমই শীর্ণ হ'তে থাকে,—
যতক্ষণ তা' ব্যত্যয়ী মিশ্রণে
সংক্লিষ্ট বা সম্পিষ্ট না হয় ;
তাই, সে যদি ক্ষুদ্রতরও হয়—
আচারদুষ্ট হ'তে-হ'তে
ক্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
উপযুক্ত পরিচর্য্যায়
আবার সে পুষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে ;
কিন্তু জৈবী-সংস্থিতি
ব্যত্যয়ী ব্যভিচারদুষ্ট হ'লে
তা'র সম্বর্দ্ধনার আশা
নির্ম্মূল হ'য়ে থাকে। ৩৩।

যে-সমাজে বর্ণাশ্রম
বিধিমাফিক গুচ্ছীকৃত ক'রে সাজানো নেই—
ঐকতানিক সমন্বয়ী সার্থকতায়,
তাঁরা যদি
অন্ততঃ, বিবাহ-সংস্কৃতি-ব্যাপারে
কৌল সংস্কৃতিকে দেখে
অর্থাৎ, তা'র কৌলিক আচার-ব্যবহার,

বিনয়, সেবা, নিষ্ঠা, দান,
তপপ্রবৃত্তি, বিদ্যা, বৃত্তি ও কৃতিত্ব
এবং তা' কোন পথে
উৎকর্ষী অভিদীপ্ত কিনা!—
শুধু শিক্ষার তক্‌মাই যেন
এর পরিমাপক না হয়—
বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে দেখে
নিজ কুলসংস্কৃতির অনুপূরক কিনা—
তা' নির্দ্ধারণ ক'রে
এবং পাত্রপাত্রীর চারিত্রিক দ্যুতি
পরস্পরের পরিপোষক ও পরিপূরক কিনা
নির্দ্ধারণ ক'রে
মেয়েদের বিবাহ
উৎকর্ষী বংশ বা কুলের সহিত
সম্পাদন করেন—
স্ব-গোত্র বা বংশ না হয় তা'তে নজর রেখে,
তাহ'লেও বর্ণাশ্রমী সুপ্রজননের
অনেকখানি সুবিধা পেয়ে
উর্দ্ধনী জৈবী-সংস্থিতিওয়ালা জাতকের
আবির্ভাব আমন্ত্রণ করতে পারেন
একটা সুষ্ঠু পরিণয়ে,
তা'তে নিজ বংশ, গণ, সম্প্রদায়,
সমাজ ও রাষ্ট্র
সর্ব্বতোভাবে উপকৃত হ'য়েই চলবে। ৩৪।

কুলশীল ও বোধিদীপনায় শ্রেয়—
এমনতর পুরুষ ও তৎ-সংশ্রয়ী নারী,

উভয়ের বিহিত বৈধী
প্রীতি-উৎসারণী আগ্রহশীল
অনুচর্য্যা-উদ্দীপ্ত লীলায়িত মিলনে
উভয়ের বৈশিষ্ট্য-সন্দীপ্ত
যে হর্ম্মক-নিঃস্রাব হয়,
তা' পরস্পরেরই বিধানে পরিশোষিত হ'য়ে
উচ্চেতনী অনুপোষণী উদ্দীপনার
সৃষ্টি করে,
তা' নারী-পুরুষ উভয়েরই বিধানের
অন্তর্নিহিত জীবন-সম্বেগকেই
উদ্বুদ্ধ ক'রে থাকে,
ফলে, আয়ু, বীর্য্য, বল
যমন ও দীপন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
শরীর ও মনের নিরোধ-ক্ষমতা বেড়ে ওঠে,
প্রতিটি কোষই এই গতি-সম্বেগদীপ্ত হ'য়ে
পোষণপুষ্টই হ'য়ে থাকে,
মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকোষগুলিও
চেতনরাগরঞ্জিত হ'য়ে ওঠে ;
আবার, এর ব্যতিক্রম
বা অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ যেখানে
তা' বিষক্রিয় হ'য়ে
নানাপ্রকার স্নায়ুবিকারের সৃষ্টি করতে পারে,
তাই, তা' ধর্ম্মের অভিঘাতক ;
ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ঐ বিহিত বৈধী মিলন-লালনা
উভয়েরই পুষ্টিপ্রদ,
স্বতঃ-উজ্জ্বী, প্রত্যাশাক্ষুব্ধ নয়—
এমনতর অনুচর্য্যী উপভোগের ভিতর-দিয়ে

ঐ অনাবিল মিলন
জীবনীয়ই হ'য়ে ওঠে,
নারী-পুরুষ উভয়েরই
সুনিষ্ঠ শ্রেয়রাগসম্বুদ্ধ মিলনের ফলে
উভয়েরই মর্ম্ম-অঙ্কে
অভাবশূন্যতা যতই জেগে ওঠে,—
ভাবদীপনার ভিতর-দিয়ে
তা'রা ততই
পরস্পর পরস্পরের অংশ-স্বরূপ হয়,
একধর্ম্মী হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু দ্বয়ীরাগধুক্ষিত নারী-হৃদয়
কখনও তৃপ্তিলাভ করে না,
তাই, তা'দের অভাববোধও যায় না ;
কামবিকার পাপের,
কিন্তু ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ উপযুক্ত কামলিপ্সা—
যা' শরীর, মন ও বোধিবিধানকে
স্বস্থ ও সতেজ ক'রে তোলে,—
তা' মাত্রানুপাতিক স্বস্তিপ্রদই ;
স্বস্তিই ঈশ্বরের আসন,
আর, জীবনই ঈশী-সম্বেগ,
আর, যোগ্যতাই তা'র ধৃতি । ৩৫ ।

মেয়েরা যদি উপযুক্ত শ্রেয়-পাত্রে
পাত্রস্থ না হয়—
সশ্রদ্ধ অচ্যুত অনুচর্য্যা-আনতি নিয়ে,
তা'দের প্রকৃতি ও কুলকৃষ্টির
অনুপোষণী তাৎপর্য্যে,—

তাহ'লে, মেয়ের মানসিক ও বৈধানিক
অপলাপ তো হবেই,
তা'ছাড়া, প্রসূত জাতকের মধ্যে
মানসিক দুর্ব্বলতা, মানসিক পঙ্গুতা,
মানসিক বিকার বা উন্মত্ততা,
জন্মগত বুদ্ধিবৃত্তির দৈন্য,
অপকর্ষপ্রণবতা, অপক্কমনা বয়োবৃদ্ধতা
উচ্ছল আধিক্যে আত্মপ্রকাশ
করবেই কি করবে ;
আর, ভ্রষ্টা ও নষ্টা নারীর নিবাহ-নিবন্ধন
ও প্রতিলোমাদি অবৈধ অসঙ্গত বিবাহে
জাতি, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র
ব্যতিক্রান্ত সন্ততির আর্বিভাবে
কদাচার, কুসংস্কৃতি ও অপজনন-বাহুল্যে
স্বাস্থ্য, বোধি, আয়ু ও সম্পদ্হীনতায়
নানারূপ ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও দুর্দ্দশায়
আক্রান্ত হ'য়ে
বিকেন্দ্রিকতায় বিনাশের দিকেই
অগ্রসর হ'য়ে চলবে ;
আবার, লোক বাড়লেও
উপযুক্ত বিবাহপ্রথার প্রবর্ত্তনে
সুপ্রজনন যদি না হয়—
অনুলোম-নিয়মতান্ত্রিকতায়,—
তবে দুর্ব্বল-স্নায়ু
ও ক্ষীণ-মস্তিষ্কের সংখ্যাবৃদ্ধিতে
এমন-কি, শ্রমিক ও চমূবাহিনী পাওয়াও
দুষ্কর হ'য়ে উঠবে দিন-দিন ;

আর, এই দুর্দ্দৈবের করাল বিকৃতি
অনতিবিলম্বেই চারিয়ে গিয়ে
কী সাংঘাতিক রূপ ধারণ করবে—
একটু নীরব অপেক্ষায়, ধীর বিবেচনায়
তা' প্রতীয়মান হ'তে দেরী হবে না ;
যদি ভাল চাও তো বুঝে চল। ৩৬।

বিবাহ-ব্যাপারে
তা' সবর্ণেই হোক
আর অনুলোমেই হোক,
প্রথমেই দেখতে হবে—
কন্যার কুলসংস্কৃতি
প্রস্তাবিত বরের কুলসংস্কৃতির
অনুপোষক কিনা,
কন্যার প্রকৃতি
ঐ প্রস্তাবিত বরের প্রকৃতির
অনুপোষক কিনা,
কন্যার পিতৃকুল ও ঐ প্রস্তাবিত বরের পিতৃকুল
সুনিষ্ঠ, সশ্রদ্ধ সদাচারপ্রবণ কিনা,
অথবা অব্যবস্থ স্বৈরী-প্রবৃত্তিসম্পন্ন,
বিশ্বস্ত প্রকৃতি কোন্ পক্ষের কেমনতর,
বোধিবৃত্তি বা কেমন,
হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সা কেমনতর,
বিবেকী কিনা,
ঐ প্রস্তাবিত বরের পিতৃকুলের
ও কন্যার পিতৃকুলের

গড় আয়ু কেমনতর,
কন্যার পিতৃকুলের আয়ু যদি কম হয়
ও ঐ বরের পিতৃকুলের আয়ু যদি বেশী হয়,—
তা'র ফলে সন্ততিদিগের আয়ু
কমের দিকেই যায়,
আবার, কন্যার কুলের আয়ু যদি বেশী হয়,
বর পক্ষের আয়ু যদি কম হয়,
তা'তেও ঐ রকম ফলই প্রসব করে ;
আরো দেখতে হবে—
উভয় পক্ষেরই
রোগ-নিরোধ-ক্ষমতা কেমন,
তা'দের স্বাস্থ্য-সঙ্গতিই বা কেমনতর,
মানসিক স্বাস্থ্য অব্যবস্থ কি সুব্যবস্থ,
কোন পক্ষের
এমন কোন রোগ আছে কিনা
যা' সন্তান-সন্ততিতে সংক্রামিত হ'তে পারে,
পাত্র ও কন্যার
বিদ্যা ও যোগ্যতা কেমনতর,
কর্ম্মপ্রবণতা কেমন,
মানসিক উপপত্তিকে বাস্তবে মূর্ত্ত করার
কুশল-তাৎপর্য্য কেমনতর,
তা'রা বোধিপ্রবণ কর্ম্মকুশল
না যন্ত্রচালিত কর্ম্মঠ প্রকৃতিসম্পন্ন ;—
ইত্যাদি টুকটাকের সঙ্গতি
যতই দেখে নেওয়া যেতে পারে,—
বিবাহ সেখানে তেমনি সাফল্যমণ্ডিত
হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ। ৩৭।

কন্যার কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতি
যদি বরের কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতির
পরিপোষণী হয়,
আর, ইষ্টার্থপরায়ণ সক্রিয় সুকেন্দ্রিকতাকে
অবলম্বন ক'রে
উভয়ের একানুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে
একস্বার্থ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে
বাক্য, ব্যবহার ও সেবানুচর্য্যায়
পালন, পোষণ ও পূরণ-সন্ধিৎসা নিয়ে
পূর্ব্বপুরুষে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ের সহিত
স্বামী-স্ত্রী যদি
স্বস্বেগশালী সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে ওঠে—
সেখানেই সুসন্ততির সম্ভাবনা
আশা করা যায়,
সুস্থি ও দীর্ঘায়ু
আশা করা যায় সেখানে,—
যদি উভয়ের বংশানুক্রমিকতার ভিতর
সুস্থি ও দীর্ঘায়ু অনুক্রমিকতায় চলতে থাকে ;
পিতৃপুরুষে স্বামী-স্ত্রীর সশ্রদ্ধ সম্বোধনা
সুসন্তানেরই আগমনী প্রায়শঃ ;
কথায় আছে, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে
পিতৃপুরুষে উৎসর্গীকৃত পিণ্ডাদির কতকাংশ
শ্রদ্ধাবনত অন্তরে
স্ত্রীগণ যদি আহার করে,
তা'রাও সুপুত্রের জননী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ—
অনেক স্থলে দেখাও যায় তেমনি,
কারণ, পিতামাতার অমনতর অনুষ্ঠাননিরত

সশ্রদ্ধ সক্রিয় চরিত্র
সন্তানের চরিত্রকেও
সুস্থ বিন্যাসে বিশেষিত ক'রে তোলে ;
তাই, সুসন্তান-প্রার্থী হ'লেই
ইষ্টার্থপরায়ণ সুসঙ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে
স্বামী-স্ত্রীর
সব দিক্-দিয়ে সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে ওঠা
একান্ত প্রয়োজন—
পিতৃপুরুষের সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যা নিয়ে ;
যদি সুসন্তানই চাও—
সুসন্ততির আগমনী আচার-নিয়মের
সশ্রদ্ধ পরিপালনে
সন্দীপ্ত হ'য়ে চল। ৩৮।

বিবাহে সার্থকতা ও সাফল্যের প্রাণই হ'চ্ছে—
ইষ্ট ও কৃষ্টি-অনুবর্ত্তী স্বামীর প্রতি
স্ত্রীর শ্রদ্ধানুস্যূত রুচিরাগরঞ্জিত
মনোবৃত্ত্যনুসারী, বৈধী,
শ্রেয়-অভিদীপ্ত আনুগত্য-অনুবর্ত্তিতা,
আর, স্বামীর ইষ্টানুগ স্নেহল-দীপ্ত
হৃদ্য আচরণ-অনুকম্পী পোষণ-প্রবোধনা ;
আবার, তা' হ'তে গেলেই দেখতে হয়—
বরের কুল-সংস্কৃতি,
যা' আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দায়
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে,
তা' মেয়ের
কুল-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দার

অনুপূরণী কিনা ;
অমনতর অচ্যুত শ্রেয়শ্রদ্ধ বরকে
মেয়ে সতৃষ্ণ তৃপ্তিতে বরণ করবে,
তা' হ'তে হ'লেই চাই—
কন্যার চরিত্রগত আচার-ব্যবহার,
চালচলন, রুচি ও বাক্‌-ভঙ্গী
বরের চরিত্রগত আচার-ব্যবহার, চালচলন,
রুচি ও বাক্‌-ভঙ্গীর অনুপোষণী
ও অনুবর্ত্তনী হ'য়ে থাকা ;
আর, এর ভিতর-দিয়েই
স্বামীসত্তাই স্ত্রীর সত্তা হ'য়ে ওঠে,
স্বামীর বর্দ্ধনাতেই স্ত্রী বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,
সেখানে স্বামীর
লোক-দেখানো আচার-ব্যবহারের
প্রয়োজন থাকে না,
প্রশ্নও থাকে না,
তা'র স্বভাব স্বতঃ-অভিব্যক্তি নিয়ে
যে রাগপরিক্রমায় অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে—
তা'ই স্ত্রীর তোষণী, পোষণী
ও তৃপ্তির পরম তীর্থ হ'য়ে ওঠে,
কৈফিয়ত-তলবের কিছু থাকে না,
দু'টি প্রাণী একাত্মদীপক হ'য়ে
সার্থক অভিযানে চলতে থাকে,
আর, যে-মুহূর্ত্তেই স্ত্রী
স্বামিস্বার্থিনী হ'য়ে ওঠে—
অনুচর্য্যাপরায়ণ ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে,—
সেখানে স্বামীর বহু স্ত্রী থাকলেও

স্বামিস্বার্থই সব বিভেদকে নষ্ট ক'রে
তা'দিগকে একসত্তা-অনুস্যূত ক'রে তোলে ;
অন্ততঃ এতটুকু প্রাণবন্ত আকর্ষণ
না-থাকা সত্ত্বেও
যে-বিবাহ নিষ্পন্ন হয়,—
তা' সবর্ণই হোক, আর অনুলোমই হোক—
তা' প্রায়শঃ
অতৃপ্তি ও অসার্থকতাই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
ফলে, তুষ্টিহারা জীবন নিয়েই চলতে হয়। ৩৭।

বিবাহে বর ও কনে
উভয়ের শুভদৃষ্টির সার্থকতাই হ'চ্ছে—
প্রাণনরাগ-পরিবেদনী পরিচিতি নিয়ে
উভয়ে উভয়ের প্রতি
প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপ করা,
যে-দৃষ্টির ভাবানুকম্পী ভঙ্গীই হ'চ্ছে—
স্ত্রী বরকে
নিজের সত্তার প্রতীক ব'লে দেখবে,—
যে-দৃষ্টি ঐ বরকে
অর্থাৎ বরেণ্যকে
স্বামী ব'লে গ্রহণ করবে,
আর, বরও ঐ কন্যাকে
নিজেরই আপালিনী প্রতীক ব'লে
স্নেহদীপ্ত ভাবানুকম্পী অনুবেদনায়
বধূ ব'লে গ্রহণ করবে ;
এই আলিঙ্গন ও গ্রহণের ভিতর-দিয়ে
অনুচর্য্যী অনুদীপনায়

প্রত্যেকের হৃদয়
সহজ স্বতঃ-দীপনায়
ঐ ভাবানুকম্পী যোগাবেগনিবদ্ধ হ'য়ে
অন্যকে নিজেরই বিপরীত অঙ্গ ব'লে
গ্রহণ করবে,
এই গ্রহণ যখনই
সংশ্রয়ী সঙ্গতিশালিন্যে
বৈশিষ্ট্যানুগ অনুপ্রেরণায়
হৃদ্য সাহচর্য্যে
স্বতঃ-পরিচর্য্যামুখর হ'য়ে
উভয়কে উভয়ের
পালনপোষণ-তৎপর ক'রে তোলে—
সর্ব্বতোভাবে,
সক্রিয় তৎপরতায়,—
সম্বন্ধও নিবিড় হ'য়ে ওঠে তখনই ;
তখন তাঁদের প্রাণন-আবেগ
বা জীবন-আবেগ
আর শাঁসহীন ফাঁকা হ'য়ে চলে না,
ধৃতিকুশল ভরণ-প্রদীপ্তির সহিত
স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও কুলমর্য্যাদাকে
তপোবিভাসিত ক'রে
স্বতঃ-সন্দীপনী ইষ্টার্থ-অনুপ্রেরণায়
তা'রা নিজদিগকে
পরিচালিত করতে থাকে,
নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে,
বিনায়িত করতে থাকে—
স্বভাবকুশল সুব্যবস্থ নিষ্পন্নতা নিয়ে

সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে,
আয়ে-ব্যয়ে,
অনুশীলন-তৎপর যোগ্যতার আহরণে,
অর্জ্জনার সেবাপটু দীক্ষায়
নিজদিগকে স্বতঃ ক'রে তুলে ;
উভয়ের এই লীলায়িত ছন্দ
পুরুষকে সুবপী
ও স্ত্রীকে সুপ্রসূ ক'রে
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
জীবন-ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ক'রে তোলে,
আর, উভয়ের ঐ ইষ্টানুগ-চলন
ইষ্টার্থ-উপচয়ী অনুবেদনা
তপোনিরত কর্ম্মানুচর্য্যায়
যোগবাহী হ'য়ে
ক্রম-পদক্ষেপে
ধারণপালনী বিভূতি-বিভবে
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বরই পরম সার্থকতা,
ঈশ্বরই তপসম্বেগ,
ঈশ্বরই
লীলায়িত ছান্দোগ্য চলন-সম্ভূত
প্রাজ্ঞ চেতনা । ৪০ ।

শোন—
বিবাহ-ব্যাপারে আরো বলি—
সদৃশ কৃষ্টি-প্রবাহ-অন্বিত
বর্ণানুগ কুলে তো বিবাহ করবেই,

তা'র সঙ্গে-সঙ্গে
বেশ ক'রে নজর ক'রে দেখো—

বংশানুগ সদ্‌গুণগুলি
সেই কুলে বা সংসারে
সক্রিয়ভাবে উচ্ছ্রিয়মাণ
অর্থাৎ, বাড়তি বিকাশের দিকে,
না অপস্রিয়মাণ
অর্থাৎ কমতির দিকে,

বা উচ্ছৃঙ্খল বিন্যাসহারা
ছেদশীল ব্যক্তিত্বের কাঠামো নিয়ে চলৎশীল ;

এই দেখে
অনেকটা ঠাওর করতে পারবে
বংশের মর্য্যাদা কেমনতর—
তা' উৎকর্ষে চলৎশীল
না অপকর্ষপ্রবণ ;

মেয়ের দিকেই হোক,
আর, ছেলের দিকেই হোক,
এটা বেশ ক'রে খতিয়ে দেখো—
সঙ্গতিশীল অবলোকনে ;
ছেলের বেলায় অর্থাৎ পুরুষের বেলায়
সদ্‌গুণগুলি যদি
উচ্ছ্রিত বা সুসঙ্গতভাবে উৎকর্ষশীল হয়,
সক্রিয় তাৎপর্য্যে চলৎশীল হয়,
আর, তা' যত হয়—
তা'ই ভাল,
কিন্তু ওর উল্টো হ'লে
তেমনতর সুবিধার নয় ;

মেয়ের দিকেও অমনি ক'রে দেখো—
তা'র প্রকৃতি, বোধ-ঐশ্বর্য্য
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
উৎকর্ষে বিকাশমান,
না অপকর্ষী-বোধপরিচর্য্যানিরত,
অপকর্ষী হ'লে
তা'ও কিন্তু সুবিধার নয় ;
ছেলে-মেয়ের এই অপকর্ষের রকম দেখলেই
বংশে ব্যত্যয়ী চলন আছে ব'লে
সন্দেহ করতে পার ;
উভয় পরিবারই উৎকর্ষ-অভিমুখী
এমনতর সদৃশ বিবাহে
শুভই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ
সব দিক্-দিয়ে,
আর, উভয় পরিবারের সদ্‌গুণগুলি
যেখানে অপস্রিয়মাণ—
তেমনতর মিলন
অশুভই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে ;
বেশ একটু ধীইয়ে বুঝে-শুনে
ছেলে-মেয়ে পছন্দ ক'রো,
আর, তা'ই কিন্তু শ্রেয়,
বুঝে চ'লো ;
মনে রেখো—
সদৃশ ঘরে বিবাহেও
ছেলের বংশ সব সময়ই
মেয়ের বংশ থেকে কিছুটা উন্নত হওয়া
বাঞ্ছনীয়। ৪১।

সমাজের উন্নতির পক্ষে
উপযুক্ত পুরোহিত যেমন অপরিহার্য্য,
ঘটকও কিন্তু তেমনি,
তাই, পরিবীক্ষণী সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে
যজমানের শুভানুধ্যায়ী হওয়াই
ঘটকদের চরিত্রগত তাৎপর্য্য ;

সুদক্ষ বংশমর্য্যাদাভিজ্ঞ হ'য়ে
বিভিন্ন বংশের প্রতিটি জাতকের
চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যানুধ্যায়িতায় তৎপর হওয়া
তা'দের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম,
জীববিজ্ঞান, বংশবিজ্ঞান, জ্যোতিষ,
লক্ষণবিদ্যা ও জননবিদ্যায়
সুদক্ষ তৎপরতায়
যতই তা'রা পারদর্শী হ'য়ে উঠবে,—
সমাজে সুবিবাহ ও সুপ্রজননের আধিক্যও
ততই বেড়ে যাবে ;
কোন্ বংশের কোন্ কন্যার সহিত
কোন্ পুরুষের বিবাহে
দাম্পত্যজীবন সুখের হয়
এবং সুপ্রজননে সার্থক হ'য়ে ওঠে,—
খরদৃষ্টিতে সেগুলিকে পরিবীক্ষণ ক'রে
যেখানে যেমন বিহিত হয়,
তা'ই করাই তা'দের বৈশিষ্ট্যশীল জীবিকা,
এটা তা'দের
এমনতরভাবে এস্তামাল করা দরকার—
যা'তে তা'রা
ফলিত গণিত-তৎপরতায়
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্দেশ করতে পারে—
কোন্ যৌটক নিষ্ফল বা সুফলপ্রসূ হবে,
এবং তা'দের
ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততি কে কেমন হবে,
তৎ-সম্পর্কে অনুশীলন, অনুপ্রেরণা
ও তোষণ-পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে তুলে'
প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমাজকে
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলাই হচ্ছে
তা'দের মুখ্য গণসেবা ;

তাই, ঘটকের বোধিদৃষ্টি
বংশ ও জননবিদ্যায় যতই প্রখর হ'য়ে উঠবে—
জাতি ও সমাজের পক্ষে
তা' ততই শুভপ্রসূ হ'য়ে চলবে,
তা'দের আচার-ব্যবহার, চরিত্র
ও হৃদ্য বাক্য-বিন্যাস
মানুষকে
যতই সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারবে,—
জন ও জাতিজীবনও ততই প্রদীপ্ত পথেই
সঞ্চলনশীল হ'য়ে উঠবে ;

তাই, সমাজের পক্ষে
এই ঘটকের কতখানি প্রয়োজন
একটু বিবেচনা ক'রে দেখলেই
বুঝতে পারা যায়,
পুরোহিত যেমন পরিপালনীয় সমাজের পক্ষে—
ঘটকও তেমনি পরিপালনীয়,
পুরোহিত যেমন শ্রদ্ধার পাত্র—
ঘটকও তেমনি শ্রদ্ধার পাত্র ;

তাই বলি, ঘটক !
আবার জাগ্রত হও,
সুসংহত অভিযানে
বিজ্ঞ সুপ্রজননবিদ্যা সঞ্চারণে
জাতিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোল,
জাতি আবার দেবজাতি হ'য়ে উঠুক,
দেবপ্রভ তৎপরতায় দেদীপ্যমান হ'য়ে
দুনিয়াকে
জীবনালোক-সজ্জায়
সুসজ্জিত ক'রে চলুক ;
সার্থক হও তুমি,
সার্থক হোক দাম্পত্য জীবন,
সার্থক হোক সুপ্রজনন,
আর, এই সব সার্থকতা নিয়ে
তুমি আরো সার্থক হ'য়ে ওঠ—
তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
গুরু-পুরুষোত্তমে। ৪২।

পণপ্রথাকে নিরোধ কর,
উচ্ছল হ'তে দিও না,—
নয়তো, মেয়েদের বিবাহ
মানুষকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে তুলবে—
ব্যতিক্রমপন্থী ক'রে তুলবে—
বিপর্য্যয়ের হাত হ'তে এড়াতে পারবে না,
অল্পের পাপে
বহুকেও জর্জ্জরিত হ'তে হবে—
ঐ সংক্রমণে ;
অন্ততঃ অনুগ কুলসংস্কৃতি
ও পোষণী চরিত্র
বিবাহের ঘটক হোক—
তা' সদৃশ সবর্ণের বেলায়ও যেমন,
সার্থক সঙ্গতিশীল
অনুলোমের বেলায়ও তেমনি,
যা'র ফলে, সুপ্রজনন
দিন-দিনই মাথা-তোলা দিতে থাকে ;
যৌতুক
স্বতঃস্বেচ্ছ প্রীতি-সন্দীপ্ত যা'
তা'ই তোমাদের কাছে গ্রহণীয় হ'য়ে উঠুক,
বাক্, ব্যবহার ও সৌজন্যের ভিতর-দিয়ে
কুটুম্বিতা
তোমাদের ভিতরে দৃঢ়তর হ'য়ে উঠুক,
আর, সংহতি বেড়ে উঠুক ঐ পথে,
শ্রেয়-অনুরাগ ও প্রীতি-পরিবেষণ
স্বতঃ-সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠুক তোমাদিগেতে ;
শ্রেয়তে সুনিষ্ঠ অনুধ্যায়ী চলনে
প্রাপ্তি তোমাদিগকে
সম্পদের অধিকারী ক'রে তুলুক,—
শক্তি পরাক্রমী অভিযানে
যোগ্যতায় জন্মগ্রহণ ক'রে
সার্থক ক'রে তুলুক জন্মভূমি তোমাদের। ৪৩।

পণভুক যা'রা,
কিংবা পাত্র ও কন্যা-পক্ষের একপক্ষ
যেখানে অন্য পক্ষের সামর্থ্যকে

লাঞ্ছিত ক'রে
দান-সামগ্রী বা যৌতুক নিষ্কাশিত করে,—
সেখানে তা'দের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করাই
গণকল্যাণপ্রসূ,

তা'দের অন্নজল গ্রহণ করাও
গণ-কল্যাণ-বিরোধী,

অবশ্য, সাধ্যমত
সালঙ্কারা-সদক্ষিণা কন্যাদানই
সব থেকে শ্রেয় এবং শিষ্ট ;

পণভুকরা সঙ্কীর্ণ-স্বার্থ-প্রলুব্ধ হ'য়ে
বর্ণ, কুল, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের
সরাসরি অশুভাকাঙ্ক্ষী,
কল্যাণ-সংঘাতী,
তা'রা নিন্দিত-সত্তা তো বটেই
তা' ছাড়া, গণঘাতী গণদূষক তা'রা,
এদের স্বার্থ-অনুধ্যায়িতা
সমাজ ও রাষ্ট্রকে বঞ্চিত ক'রে
ইতর অনুদীপনাকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে,
ওরা পরিধ্বংসের স্বাগতম্-সুহৃদ ;
তাই, তুমি যদি এ দোষ-আক্রান্ত হ'য়ে থাক—
এখনই তা' পরিহার কর,
ঐ দোষদুষ্টদিগকে নিরাময় ক'রে
সমাজকে স্বস্থ, সমৃদ্ধ
ও সুজাতক-সম্ভাবনা-সন্দীপ্ত ক'রে তোল ;
নয়তো, একটা ঘোড়ার পায়ের নালের জন্য
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি,
যোগ্যতার অভিদীপনা,

এমন-কি, তোমার রাষ্ট্রকেও পর্য্যন্ত
অদূর-অভিষ্যতে হারাতে বাধ্য হবে ;
সাবধান।
ঈশী-সম্বেগ যেখানে সঙ্কুচিত,
জীবনও সেখানে প্রবঞ্চিত। ৪৪।

রক্তসংস্রববিহীন অনুপূরক রক্তে বিবাহ
জৈবী-সংস্থিতির পক্ষে
মঙ্গলপ্রসূই হ'য়ে থাকে। ৪৫।

বৈধী আয়োজিত জৈবী-সংস্থিতি
বংশানুক্রমিকতায়,
আচরণে, আচর্য্যায়
আভিজাত্যবাহী হ'য়ে
তা'র মর্য্যাদায় সুসংস্থিত হ'য়ে থাকে—
দানে, বিতরণে উদ্ভাসিত হ'য়ে ;
আর, এর ব্যতিক্রমের অবদান—
বিকৃতি—
যা' সংক্রমণের ভিতর-দিয়ে
ব্যতিক্রমকে বিতরণ ক'রে চলতে থাকে—
হীনত্বের কলুষ অবদানে। ৪৬।

কৃষ্টিগত অর্থাৎ সত্তা-সংকর্ষণী
কুলাচার-অন্বিতির ভিতর-দিয়ে
অনুশাসন-অনুশীলনায়
যে বিশেষ জৈবী-সংস্থিতির উদ্ভব হয়—
তা'ই হ'চ্ছে বিশাসিত বিশেষ

অর্থাৎ, বৈশিষ্ট্যবান্ বিশেষ ;
আর, যখনই তা' ব্যতিক্রান্ত,—
তখনই তা' হ'তে
ব্যতিক্রমদুষ্ট জৈবী-সংস্থিতির
উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
তা'কে ব্যতিক্রান্ত বা বিকৃতি-বিপতিত বিশেষ
বলা যেতে পারে। ৪৭।

প্রত্যেকের অন্তরেই
তা'র জৈবী-সংস্থিতি
জাতিগত, কৌলিক ও ব্যক্তিগত
সংস্কারের সংস্কৃতি নিয়ে
নানা রকমারির ভিতরে
নানা পর্য্যায়ে পরিষেবিত হ'য়ে
এমনতর দানা বেঁধে উঠেছে,—
যা'তে যে-কেউ
যেমনতরই হোক না কেন—
তা' ভালই হোক আর মন্দই হোক—
ঐ প্রকৃতির প্রগতি নিয়ে
পরিপুষ্ট হ'তে-হ'তে চলেছে,
আর, এই হ'চ্ছে তা'র
স্বয়েরই অভিব্যক্তি ;
আবার, এরই ব্যত্যয় যেখানে যেমন হ'চ্ছে—
সাঙ্কর্য্যও
নানারকম কেন্দ্র নিয়ে
বিভ্রান্ত, বিকেন্দ্রিক, বিপরীত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে
উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠছে। ৪৮।

স্ত্রী ও পুরুষের অন্তর্নিহিত জৈবী-সংস্থিতি,
কুলসংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতি
পরস্পরের অনুপূরক না হ'লে
অর্থাৎ, বিষম হ'লে
স্বভাব ও ব্যুৎপত্তিও
পরস্পরের অনুপূরক হয় না,—
অর্থাৎ, বিষমই হ'য়ে থাকে,
তাই, পরস্পর পরস্পরের স্বার্থও হ'য়ে ওঠে কম,
আর, রক্তবৈষম্যও
ঘ'টে থাকে সেখানে প্রায়শঃ,
এবম্বিধ পরিণয়ে
পরস্পর পরস্পরকে
আপ্তীকৃত ক'রে নিতে পারে যেমন কম,
তেমনই সন্তান-সন্ততিও অল্পায়ু হ'য়ে থাকে,
বুদ্ধিবৃত্তি ও ধী শ্লথ হ'য়ে ওঠে,
সত্তা-সংরক্ষণী প্রতিরোধ-ক্ষমতাও
কম হ'য়ে ওঠে,
চারিত্রিক অসামঞ্জস্যও সেখানে
তেমনই পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে,
অসংযমী প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতাও
অলল সেখানে,
সমাজে এমনতর বিপরীত, বিষম
বা প্রতিলোম-সংশ্রয়
যেমন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের অপলাপী,
সম্প্রদায় বা সামাজিক উৎকর্ষেরও
অপলাপী তেমনি। ৪৯।

কৌলিক একানুধ্যায়ী তপঃ-সংস্কৃতি
ও কুলগত বৈশিষ্ট্য
পুরুষদের ভিতরে
জৈবী-সংস্থিতির সুসংহতি-তাৎপর্য্যে
সার্থক-অন্বিত সমঞ্জস সন্নিবেশে
যেমন ঋজী-সম্বেগে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
তেমনি স্ত্রীদের ভিতরেও রিচী-সম্বেগ
ঐ তাৎপর্য্য-অনুক্রমী হ'য়ে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে ;
আভিজাত্য-অনুপ্রেরিত
সত্তাপোষণী কৃষ্টির
সদাচারী পরিচর্য্যায়
ঐ সাংস্কৃতিক জৈবী-প্রবর্ত্তনাকে
উচ্ছল-স্রোতা ক'রে রাখতে হয়,
অমনতর পরিচর্য্যার অভাবে
ঐ জৈবী-প্রবর্ত্তনা
সমস্ত সম্ভাব্যতা সত্ত্বেও
দিন-দিন ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ হ'য়ে উঠতে থাকে,
আবার, বৈশিষ্ট্য-বিপর্য্যয়ী সঙ্কর-সংমিশ্রণে
তা' একেবারে নষ্ট পায় ;
তাই বিবাহ-ব্যাপারে
কুলসংস্কৃতির সঙ্গতিসম্পন্ন পোষণপূরণী
তাৎপর্য্যের উপর দাঁড়িয়ে
তা'র বৈধী-নিষ্পন্নতা
শুভ ফলই প্রসব ক'রে থাকে। ৫০।

জৈবী-সংস্থিতি যা'দের সুসঙ্গত নয়,—
অবিভাজ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী

তা'রা কমই হ'য়ে থাকে,
সৌরত-সম্বেগও তা'দের
তীক্ষ্ণ সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে না,
বোধিবৃত্তিও দোদুল্যমান হয়,
দ্বন্দ্বীবৃত্তির শিকার হ'য়ে ওঠে তা'রা সহজেই,
শ্রদ্ধাও চ্যুতিপ্রবণ—
তাই, অব্যবস্থও হ'য়ে ওঠে তা'রা সাধারণতঃ,
সুযোগ ও সুবিধাকে সংহত ক'রে
সময়মাফিক প্রস্তুতই হ'তে পারে কম,
ব্যাপারগুলিকে
সুসঙ্গতিসম্পন্ন একসূত্র-তাৎপর্য্যে
যথাসময়ে বিন্যস্ত ক'রে না-তুলতে পারায়
নিষ্পাদনও তা'দের
বিকৃত ভঙ্গীতে চ'লে থাকে,
বাক্যে, ব্যবহারে ও কর্ম্মে
গলতি ও গরমিল থাকায়
আয় ও ব্যয়ের অসঙ্গতি-হেতু
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনা
ক্ষয়িষ্ণু হ'য়েই চলতে থাকে,
ফলে, অকৃতকার্য্যতা ও নৈরাশ্যই
জীবনের বাস্তব দর্শন হ'য়ে ওঠে ;
জীবের জৈবী-সংস্থিতি আবার নির্ভর করে
পিতার ইষ্টার্থপরায়ণতা
এবং মাতার
ইষ্টানুগ সদাচারসম্পন্ন সতীত্বের উপর—
যা' নারী-পুরুষের
কুলক্রমিক বৈধী-সংমিশ্রণের ভিত্তিতে
গঠিত হ'য়ে চলে। ৫১।

যেখানে শুভ বা সার্থক
পরিণয়-সংস্কৃতি হয়নি
বা বিপরীত পরিণয়ী সংস্রব হয়েছে—
এমনতর যা'রা
তা'রা নিজে তো অস্বস্তির উপদ্রবে
দিন কাটায়ই,
পরন্তু তা'দের জাতক
জীবনে জৈবী-সংস্থিতির অসৌষ্ঠব-হেতু
ক্ষীণমস্তিষ্ক ও অসঙ্গত-মনোবৃত্তিসম্পন্ন
হ'য়ে ওঠেই,
তাই, প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধও হয় তা'রা বেশীই,
কোন-কোন বিষয়ে দ্যুতিসম্পন্ন হ'লেও—
অসমঞ্জস মন ও বিবেচনায়
দীর্ঘদর্শিতার অপলাপে
দুর্ব্বল ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে
কৃষ্টিতে ব্যভিচারী-প্রবৃত্তি পোষণ করে—
স্বল্পবোধি আদর্শোৎসারিণী
অনুরাগবিহীন হ'য়ে ;
ন্যায়েরই হোক আর অন্যায়েরই হোক,
যে-সংস্থিতিকে যত
ভয়াল বা প্রমত্ত বীর্য্যবান ব'লে
তা'রা বিবেচনা করে
বা তেমনতর যা'-কিছুর আওতায় আসে
বিশেষতঃ প্রবৃত্তি-পরিপোষণী যা'—
তা'তেই সংশ্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে—
পরিণামবিহীন চিন্তা
ও প্রবৃত্তি-অভিভূতি

আর, সত্তা-সম্বর্দ্ধনার বিপরীত
ক্রূর-কর্ম্ম-আনতিপ্রবণ হ'য়ে,—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সংস্কৃতিতে
সংঘাত সৃষ্টি ক'রে—
উৎক্রমণী গণ-সংহতিতে
ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। ৫২।

তুমি যত বড়ই বিহিত পরিশুদ্ধ কুল-সম্ভূত
হও না কেন,
তোমার জৈবী-সংহতি যেমনতরই
সমঞ্জস ও সুসঙ্গত থাকুক না কেন,
তুমি যদি এমন কোন কন্যাকে গ্রহণ কর—
যে বাহ্যত সমান, অথবা
অনুলোমক্রমিক বিহিত বিশুদ্ধ-কুলসম্ভূতা,
অথচ তা'র কুল-সংস্কৃতি ও প্রকৃতি
যদি তোমার কুলসংস্কৃতি ও প্রকৃতির
অনুপোষক না হয়,
এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে সে যদি
অসঙ্গত জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্না
বা অবৈধ-বিবাহ-উৎসৃষ্ট হবার দরুন
ক্ষীণ-মস্তিষ্ক, অবৈধ-যৌনবৃত্তিপরবশ,
মদ্যপ, অপস্মারী, ছন্ন, উন্মাদ
বা দুষ্কর্ম্মা হয়,
তা'র ফল কিন্তু সাংঘাতিক হ'য়ে
পর্য্যায়ক্রমে চলবে,
তা'তে ক্ষীণ-মস্তিষ্ক, শ্লথচিত্ত,
অবৈধ-যৌনবৃত্তিপরবশ, মদ্যপ, অপস্মারী, ছন্ন,

উন্মাদ, দুষ্কর্ম্মা, অবৈধ সন্ততির
জনয়িতাই হ'য়ে উঠবে,

অমনতর যৌন-সংস্রবের দরুন
তুমি তো নষ্ট পাবেই—
তোমার কুল-বিশুদ্ধিও
ওখানেই খতম হ'য়ে যাবে,
কারণ, তোমার জৈবী-সংহিত সংস্থিতি
যে-স্ত্রীকে অবলম্বন ক'রে
সন্তানে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে—
তা'র প্রকৃতিগত ভালমন্দ যা'-কিছুও
ঐ সন্তানে প্রকটিত হবে,
এর ফলে, তোমার পরিবার,
তোমার সম্প্রদায়,
তোমার সমাজ ও রাষ্ট্র
ক্রম-সংক্রমণে আক্রান্ত হ'য়ে উঠবে,
প্রবৃত্তিপরবশতায় শুধু নিজের ক্ষতি ক'রেই
থেমে যাবে না,
এ-ক্ষতি গজিয়েই চলবে ক্রমশঃ,
এবং তা'তে
ক্ষতিগ্রস্ত হবে কালে-কালে অনেকেই ;
কুৎসিত আচার
বা অন্তঃক্ষেপিত প্রতিলোম-সংস্রবের ফলে
ধারাবাহিকতায়
এমনতরই হ'য়ে চলে সাধারণতঃ,
বুঝে সাবধান হও। ৫৩।

যে-বাদ নিয়েই মাথা ঘামাতে চাও,
আর, যেমনতরই করতে ইচ্ছা হয়,
কর—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়নিষ্ঠ
চ্যুতিহীন-সুকেন্দ্রিক, সুক্রিয়, তৎপর,
সার্থক সঙ্গতিশালিন্যে ;
—সুকেন্দ্রিক হ'তে হবে এই জন্য,
যে, নচেৎ কোন করারই কোন দাম হবে না,
সবই বিকেন্দ্রিক ছিন্নতা ও ছন্নতায়
অবলোপেই পর্য্যবসিত হবে,
বোধসত্তায় বিনায়িত হ'য়ে উঠবে না কিছুই—
অর্থনায় অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে ;
আর, স্মরণ যেন থাকে—
সব করাগুলিই যেন
অস্তিবৃদ্ধির পালনপোষণী হ'য়ে
তা'র আপূরণ-তৎপর হ'য়ে চলে—
সুপ্রজনন-প্রগতির অনুশাসনগুলিকে
পরিপালন ক'রে,
—সত্তাপোষণী অনুশাসন-অনুধ্যায়ী স্বাচ্ছন্দ্যের
পরিপোষণায় ;
কারণ, জীবনের আদিম আকৃতিই হ'চ্ছে
বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলা,
আর, এই বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলার
মূল ভিত্তি হ'চ্ছে জনন-প্রগতি,
এই জনন-প্রগতিকে যদি
শুভ-সম্বুদ্ধ ক'রে না তোল—
শুভপ্রসূ অনুনয়নে,
তোমার ঐ অস্তিবৃদ্ধি

ক্লিন্নতায় অবশায়িত হ'য়ে চলবে ;

আর, এই বাঁচাবাড়ার আসল ভিত্তি—
যা' দিয়ে তোমার জৈবী-সংস্থিতি
সংগঠিত হয়,
তা'কে যদি অনুশাসন-বিনায়নায়
সুপ্রসূ ক'রে তুলতে না পার,
অর্থাৎ, তোমার ঐ জৈবী-সংস্থিতির
মূল বুনিয়াদকেই
যদি সুপ্রসূ ক'রে তুলতে না পার,
তবে ঠিক জেনো—
সবশুদ্ধ খাবি খেয়ে
ছন্নতায় আত্মবিলোপ করতে থাকবে। ৫৪।

জীবের জৈবী-সংস্থিতির
অন্তর্নিহিত জনি
যেমনতরভাবে সংঘাতসংক্ষুব্ধ
বা সংঘাতসন্দীপ্ত হ'য়ে
বিন্যাস লাভ করে—
বিকৃতি বা সংস্থিতি নিয়ে,
জীবনেও ঐ-জাতীয় প্রবণতা বা লোলুপতা
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
দেখতে পাওয়া যায়,—
কোথাও অন্তঃকরণে চিন্তার ভিতর-দিয়ে,
কোথাও চিন্তা ও প্রকৃতির
সমন্বয়ী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে ;
বীজকোষ ও ডিম্বকোষের
সঙ্গতি যেখানে যেমনতর হ'য়ে ওঠে,—

জীবনে প্রবণতাও তেমনি
কৃতিমুখর হ'য়ে ওঠে,
সে
হয় আরাধী-অনুচর্য্যা-তৎপর হ'য়ে ওঠে,
বা অপরাধ-অনুক্রমণায়
নিজের জীবনকে পরিচালিত ক'রে তোলে—
সুশৃঙ্খল বা বিশৃঙ্খল অনুচলনের ভিতর-দিয়ে,
ব্যক্তি, গোষ্ঠী, গোত্র ইত্যাদির
অন্তর্নিহিত বিক্ষোভ-বিকৃতি
বা শুভ-সংস্কৃতি
যা'ই হোক না কেন,
তা'র মূল ওখানে ;

তাই, সুক্রিয় সুকেন্দ্রিক তপোনিরতি-অনুচর্য্যা
উপচয়নী তৎপরতায়
জীবনকে যে-বিন্যাসে
নিয়োজিত ক'রে তোলে,
বোধি ও ব্যক্তিত্বকে তা'
অমনতর ক'রে উন্নতি-অনুগ ক'রে
উর্দ্ধন-অনুশ্রয়ী চলৎশীলতায়
প্রগতির পথে পরিচালিত ক'রে চলে ;
তাই, যদি শুভই চাও,
মাঙ্গলিক বর্দ্ধনাতেই যদি
তোমার ঈপ্সা আলম্বিত থাকে,
তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
শ্রেয়-অনুশ্রয়ী হ'য়ে
অনুরতির আবেগ-উদ্দীপনায়
তদুপচয়ী কর্ম্মনিরত ক'রে তোল নিজেকে,

অশুভকে অতিক্রম ক'রেও
শিবসুন্দরই তোমার কাছে
সত্য হ'য়ে উঠবে। ৫৫।

মানুষের কুলকৃষ্টির
সৌষ্ঠব-অন্বিত চলন
বা বিকৃতি-বিড়ম্বিত অনাসৃষ্টির
ব্যত্যয়ী বিকাশ—
যা'র ভিতর-দিয়ে
জৈবী-সংস্থিতি
জীবনে সংস্থিত হ'য়ে
জীবন-বিকিরণার ভিতর-দিয়ে
পুরুষানুক্রমিক
বা ঐ বিকৃতি-অনুক্রমিক
যে রেখাগুলির সৃষ্টি ক'রে থাকে,—
বাহিরের সংঘাত-অনুপাতিক
সে তেমনতর
উদ্বেলিত বা উত্তেজিত হ'য়ে থাকে,
বা সাম্য-সন্দীপনায়
সেগুলিকে সহ্য ক'রে
বিনায়িত ক'রে চলে,
স্বাভাবিক যোগ্যতাও
তেমনতর হ'য়ে থাকে তা'র ;
সমীচীন সঙ্গতিশীল কুলকৃষ্টি হ'তে
যে জৈবী-সংস্থিতির উদ্ভব হ'য়ে থাকে
তা' সবগুলির সামঞ্জস্য নিয়ে
অচ্ছেদ্য শ্রদ্ধার সৃষ্টি ক'রে
জীবনকে
তেমনতর উপঢৌকনে বিভূষিত ক'রে তোলে—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী সাম্য-চলন নিয়ে,
তা' সে যে-কোন অবস্থায় পড়ুক না কেন ;
আবার, অশুদ্ধ বা বিকৃত কুলাচার যা'র—
সে দুঃখ-সংঘাত
বা প্রলোভনের ভিতর প'ড়ে
ভয়, লোভ, অসহিষ্ণুতা
বা অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি
তমোরেখার প্রাধান্যে
শ্রেয়শ্রদ্ধা হ'তে চ্যুত হ'য়ে
নিজেকে দুষ্কৃতির ইন্ধন ক'রে তোলে,
তা'র গুণগুলিকে সে
সঙ্গতিশীল অর্থনায়
বিনায়িত করতে পারে না,
হয়তো সে পণ্ডিত হ'য়েও
চৌর্য্যস্বভাব-সম্পন্ন,
কিংবা বিচারপতি হ'য়েও
লাম্পট্য-স্বভাবদুষ্ট,
অকৃতজ্ঞ,
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়-হারা হ'য়ে
একটা বিকট বিকৃতি নিয়ে
ঐ-জাতীয় তৎপরতায় মত্ত হ'য়ে চলে,
মিথ্যা আত্মগৌরবে
নিজেকে বিভূষিত করতে চায়,
আবার, যা'কে ধ'রে সে বিভূষিত হয়—
তা'কে অবজ্ঞা করতেও কসুর করে না,

দাসদাসীর মত
অবলেহী-বৃত্তি তা'কে পেয়ে বসে,

মেয়েই হোক,
আর, পুরুষই হোক,
এমনি ক'রে
নিষ্ঠা ও চারিত্রিক সাম্যকে হারিয়ে ফেলে ;

ফলকথা,
সব হৃদয় দিয়ে
সব কর্ম্ম দিয়ে
কোন-কিছুতে
তা'র সমস্ত দুনিয়াকে সংহত ক'রে তুলে
সার্থক করতে পারে না ;
এগুলি দেখে বোঝা যায়,
তা'র নিজের জীবনে
কৃষ্টিগত সাম্য
অথবা বিকৃতি-বিড়ম্বিত ব্যত্যয়ী অনাসৃষ্টি
কোথায় কেমন ক'রে
কী রূপ ধ'রে
পারিবেশিক বা পরিস্থিতির
সংঘাতের ভিতর আত্মপ্রকাশ করছে ;
আবার, যেখানে কুলগত বা কৃষ্টিগত সঙ্গতি
মোটামুটি ঠিক আছে,
অথচ বিবাহ-সঙ্গতি সুবিহিত নয়,—
সেখানে জীবন-পরিস্রবা
কৌলিক গুণ-রেখাগুলির মধ্যে
কিছু-কিছু রেখা অপুষ্ট থাকবেই,
ফলে ঐ বংশের জাতকদের মধ্যে

ভাবা, বলা, করার সুষ্ঠু সঙ্গতি
পরিলক্ষিত হবে না,
এবং কুলগত বিশিষ্ট গুণগুলির
ব্যঞ্জনাও ক্ষীণতর হতে থাকবে,
তবে জৈবী-সংস্থিতির বিকৃতির থেকে
এ রকমটা ঢের ভাল,
এবং সহজে নিরাকরণ-যোগ্য ;
একটু লক্ষ্য করলেই এ-সব ধরতে পারবে,
এমন-কি, তুমি যদি চেষ্টা কর
ও ধীইয়ে দেখার অভ্যাস কর,—
মানুষের রকম-সকমগুলিকে অনুধাবন ক'রে
তুমি নির্ভুলভাবে ব'লে দিতে পারবে—
কে কেমন,
আর কীই বা হ'তে পারে সে জীবনে ! ৫৬ ।

চর-প্রকৃতির প্রজায়নী কৃতি
আধানকোষে প্রবাহিত হ'য়ে
যে-মুদ্রণের সৃষ্টি ক'রে থাকে,—
সেই মুদ্রণ-অভিঘাত
তৎ-নিঃসৃত জাতকের প্রকৃতির ভিতরেও
অনেকখানি অঙ্কিত থাকে—
প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায় ;
তাই, তা'র শ্রেয়শ্চরণী আবেগ যত বিশুদ্ধ,
উৎকর্ষী শীলন-সম্বেগী—
সৎ-নিঃসৃত মূর্ত্তনাও তেমনি শোধন-মুখর । ৫৭ ।

পুরুষের পৌরুষ-প্রবণতার

সার্থক সঙ্গতিশীল অনুচর্য্যী নারী-প্রকৃতি
পুরুষের ঐ সম্বেগ-সন্দীপিত গুণদীপনাকে
মূর্ত্ত ক'রে তোলে—
ঐ প্রকৃতিরই অন্তর্নিহিত রজোবিন্যাসে ;
তাই, ওর খাঁকতি যেখানে যেমনতর,
সন্তান-সন্ততির বৈশিষ্ট্যানুগ প্রকৃতিরও
খাঁকতি সেখানে তেমনি। ৫৮।

স্ত্রী যদি
পুরুষের অনুগ আপোষণী প্রকৃতিসম্পন্ন
না হয়,
ঐ নারী-প্রকৃতি
পুরুষ-বৈশিষ্ট্যকে
সন্তানের ভিতর
প্রকৃত ক'রে তুলতে পারে না—
তা'র অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলনে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে ;
ফলে, ব্যত্যয়ী-সংশ্রয়সম্পন্ন সন্ততির
আবির্ভাব হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৫৯।

রক্ত বা রজের ব্যত্যয়ী সংঘাতী মিলনে
বীজকোষ বিপর্য্যস্ত হয়,
বীজকোষের বিপর্য্যয়ে
জৈবী-সংস্থিতি বিকৃত হ'য়ে ওঠে,
ফলে, বৈশিষ্ট্য ব্যাহত হ'য়েই চলতে থাকে,
আর, জাতিবৈশিষ্ট্যের অনুক্রমিক গতি
বিধ্বস্ত হয় সেখানে,

আহত সত্তাবৈশিষ্ট্য
ঐ আঘাতকে বহন ক'রেই
বিকৃতির পথে
চণ্ড-চরিত্রেই চলতে থাকে—
আর, ধর্ম্মেরও ধৃতিবিভ্রম সেখানে। ৬০।

যে-পুরুষের বীজপ্রভাব
যেমনতর রজঃ-সংযোগে
যেমনতর স্ত্রী-পুরুষেরই সৃষ্টি করুক না কেন,
তা' কিন্তু ঐ পুরুষেরই
বর্ণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বহন ক'রে থাকে—
রজস্-শৌর্য্য তা'র মুদ্রায়ণ-তৎপরতায়
তা'কে উৎকর্ষ-অপকর্ষে
যেমনতরই বিনায়িত করুক না কেন—
প্রকট বা প্রচ্ছন্ন-ভাবে ;
ফলকথা, যে-পুরুষ বা যে-স্ত্রী
যে পুরুষ-সঞ্জাত,
সে ঐ পুরুষেরই রূপায়ণী অভিব্যক্তি,
তবে, প্রকৃতির কৃতি-সন্দীপনা
সন্তান-সন্ততিকে
বিশেষরূপে রূপায়িত ক'রে থাকে। ৬১।

প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতার উৎক্ষেপী আগ্রহে
প্রকৃতিবৈষম্যর ভিতর-দিয়ে
অনীপ্সিত অকস্মাৎ জনন যা'—
তা'কেই বলতে পার তুমি
ব্যত্যয়ী বা আকস্মিক জনন,

আর, বিধি-নিয়ন্ত্রণে
প্রকৃতি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সুষ্ঠু ঈপ্সায়
সন্তান-কামনায় যে-সন্তান—
তা' কিন্তু আকস্মিক নয়কো,
বরং প্রকৃতিপরিস্রুত পুণ্যজন্ম,
পুণ্যজন্ম যা'দের—
তা'রা ধীর, বিবেচক, উৎসনিষ্ঠ,
সন্ধিৎসু, দক্ষচক্ষু, স্থৈর্য্যসমন্বিত,
নিরন্তরতাযুক্ত, দৃঢ়কর্ম্মা, বিধিদ্রষ্টা,
পুণ্য ও তোজোৎকর্ষী হ'য়ে থাকে,
তা'দের প্রকৃতিগত স্বভাবই এমনতর,
আর, ঐ ব্যত্যয়ী
বা আকস্মিক জন্ম যেখানে—
বিচ্ছিন্নমতি, আত্মম্ভরি, সত্তাশোষী
আক্ষেপী-স্নায়ুসমন্বিত হয় ব'লে
সেখানে উগ্রকর্ম্মা,
উত্তেজিত, ক্ষীণমস্তিষ্ক বা অলস,
অবসন্ন, প্রমত্ত প্রকৃতিই
প্রসূত হ'য়ে থাকে,
তা'রা হয় সাধারণতঃ
ভড়ংওয়ালা, উচ্চপদপ্রয়াসী,—
যা'র দরুন
নিজের অন্তর্নিহিত দৈন্যকে প্রলেপ দিয়ে
বাইরে মনীষার জাঁকজমক নিয়ে
চলতে চায় ;
আবার, পুরুষই হোক বা স্ত্রীই হোক—

বিকেন্দ্রিক ব্যত্যয়ী
দুঃস্থ ঐকান্তিকতা যা'দের
তা'দেরও মন ও মস্তিষ্ক
অমনতরই হ'য়ে থাকে। ৬২।

নারী-প্রকৃতি সুকেন্দ্রিক অন্বয়ে
যে-ভাব দ্বারা যত প্রভাবিত হয়,—
তৎপ্রসূত সন্তান-সন্ততিতেও
তা'র তেমনতরই ছাপ প'ড়ে থাকে প্রায়শঃ,
কারণ, ঐ ভাবানুপ্রেরণার ভিতর-দিয়েই
ঐ নারীর ডিম্বকোষের
অন্তর্নিহিত রজোবিন্যাসও
অমনতর মূর্ত্তনার অনুকূল হ'য়ে ওঠে,
আর, সেই বিন্যাসই পুংবীজকেও
তেমনতর মূর্ত্তনাতেই
মূর্ত্ত করার প্রবণতায়
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে অনেকখানি ;
তাই, নারীর সুকেন্দ্রিক
সুষ্ঠু অনুপ্রাণন-অনুচর্য্যা—
যা' একানুধ্যায়ী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় আবেগ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
তৎ-অনুগতি-সম্পন্ন ক'রে তোলে,
সন্তান-সন্ততির প্রকৃতিও
প্রকৃত হ'য়ে ওঠে তেমনতরই অনেকখানি ;
তাই, সাধারণতঃ ব'লে থাকে—
'নরাণাং মাতুলক্রমঃ',

—শুধু মাতুলক্রম কেন ?
সক্রিয়-অনুভাবিতা-অনুক্রমও বটে। ৬৩।

প্রকৃতি যদি সর্ব্বসঙ্গতিশালিনী
অচ্যুত যোগ-বিনায়নায়
পুরুষ-অনুশায়িনী না হয়,
বা ঐ অনুশায়িনী-প্রবণতার
কোথাও যদি কোনপ্রকার খাঁকতি থাকে,—
তৎ-সঙ্গর্ভী সৃষ্টিতেও
অমনতর খাঁকতি মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, নারী যদি
বর্ণ, বংশ ও বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষে
সত্তা-সঙ্গতি নিয়ে
সর্ব্বতোদীপনায়
পুরুষ-অনুশায়িনী না হয়—
বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে, স্বার্থে
গুণানুবীক্ষণী তৎপরতা নিয়ে,—
তা'র সন্তান-সন্ততি
তেমনতরই খাঁকতি-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে ;
আর, অনুধায়িনী, অন্বয়ী, অনুচর্য্যানিরতা,
স্বতঃ-সেবামুখর, সর্ব্বতো-অভিদীপনী
সুযুক্ত সক্রিয়তায়
যে-নারী
তদনুশায়িনী তৎপরতা নিয়ে চলে,—
তা'র সন্তান-সন্ততিও তেমনি
স্থয়ীপ্রাণ তেজ-বীর্য্যের অধিকারী হ'য়ে
সুবৈশিষ্ট্যে উদ্গতিশীল হ'য়ে চলতে থাকে,

—প্রকৃতিরই এই আশিস্-বিনায়না,
তাই, যে-নারী
পুরুষের অমনতর অনুচর্য্যাপরায়ণ
আত্মোৎসর্গী অনুবেদনাপ্রবণ
ও শ্রদ্ধাশীল নয়,—
সে কুৎসিত অর্থাৎ খাঁকতিপূর্ণ সন্ততিরই
মাতৃত্ব লাভ ক'রে থাকে ;
তাই, শ্রদ্ধাশীলা যে নয়—
পুরুষ-সংশ্রয়ে সন্তান-সন্ততির জননী হওয়া
তা'র পক্ষে একটা দিকদারি মাত্র। ৬৪।

জাতি, পরিবেশ ও পরিবারকে
উজ্জীবিত করতে হ'লেই,
পরিপুষ্ট করতে হ'লেই চাই—
কৃষ্টিতপা শ্রেয়ানুধ্যায়ী অনুপূরক নূতন রক্তে
পরিণীত হওয়া,—বিবাহিত হওয়া—
বৈধী-ক্রমিকতায়,
তা'রই ফলে জাতকও
সুসঙ্গত সুপুষ্ট জৈবী-শক্তিসম্পন্ন হ'য়ে
জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে,
আর, ঐ জাতকই হ'চ্ছে—
পরিবার, পরিবেশ ও জাতির
সম্বর্দ্ধনী জীবন ;
যে-পরিবার, পরিবেশ বা জাতিতে
বৈধী-বিন্যাস-নিয়ন্ত্রণে
সুজাতক জন্মে না বা কম জন্মে,—
তা'র বর্দ্ধনাও

নিদ্রালু আবেশে অভিভূত হ'য়ে
ব্যতিক্রমী পন্থায় বিচ্ছিন্ন হ'য়েই চলে। ৬৫।

বিবাহ-ব্যাপারে নিকটতম সংস্রবও
যেমন খারাপ,
তেমনি বেশী দূরত্বও
তেমনতর শ্রেয়প্রসূ নয়কো,
কারণ, বেশী দূরত্ব-হেতু
ডিম্বকোষে যে প্রকৃতি-সংশ্রয় নিহিত থাকে
তা' ঐ পুংবীজকে
সম্যক্ সু-অঙ্কুরিত ক'রে তুলতে পারে না,
আবার, রক্তের অতিনৈকট্যও
ডিম্বকোষ ও পুংবীজের অন্তর্নিহিত
প্রকৃতির সমতাহেতু
সন্তানকে
ক্ষয়িষ্ণু আচরণে ক্ষীণ ক'রে তোলে,
তাই, শাস্ত্রে
দ্ব্যন্তর বর্ণে বিবাহ নিষিদ্ধ না হ'লেও
যেমন অপ্রশস্ত ব'লেই নির্দ্দেশিত হয়েছে,—
নিকট রক্তসংস্রবে বিবাহও তেমনি। ৬৬।

কামতর্পণাই কিন্তু
বিবাহের অগ্রদূত নয়কো,
প্রীতিনন্দিত পরিচর্য্যা,
ভক্তিবিভোর আকুলতা
ও ঐতিহ্যসম্পন্ন শিষ্ট অনুবেদনা—
চারিত্রিক সৌন্দর্য্য নিয়ে

যা' জীবনকে তৃপ্ত করে,
উল্লসিত করে,
তৃপ্ত হয়,
উল্লসিত হ'য়ে ওঠে—
তা' অবসাদেই হোক,
বেদনা বা আনন্দেই হোক,
শত বিপর্য্যয়ের ভিতরেও চিরমুখর হ'য়ে,—
তাই-ই হ'চ্ছে
বিবাহের হংসদূত ;
এর ব্যতিক্রম
দুরবস্থার যমদীপনাকেই ডেকে নিয়ে আসে। ৬৭।

সাত্বত নীতিতে চলাই
জন্ম-নিয়ন্ত্রণের শুভ পন্থা। ৬৮।

যে জন্মে—
জন্মালেই সে উপযুক্ত হয় না,
উপযুক্ত অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে
যা'দের জন্ম নিয়ন্ত্রিত হয়,—
উপযুক্ততা লাভের সম্ভাব্যতা
সেখানেই সমধিক,
আবার, অবৈধ জনন-নিয়ন্ত্রণ
অনুপযুক্ত জৈব-সংস্থিতিরই সৃষ্টি ক'রে থাকে। ৬৯।

ইষ্ট ও কৃষ্টির অনুচর্য্যায়
আত্মনিয়ন্ত্রণ কর,

এবং ঐ অত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
তোমার জনন-নিয়ন্ত্রণকে
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে তোল,
যা'র ফলে, জাতক
সুষ্ঠু জৈবী-সংস্থিতিতে সংস্থ হ'য়ে
আয়ু, বল, বর্ণ, বীর্য্য ও বোধিতে
সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
তা' তোমার
ও তোমার পরিবারের দিক্-দিয়েও ভাল,
পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক্-দিয়েও
শুভ-সন্দীপী ;
শ্রদ্ধাসন্দীপ্ত সুনিয়ন্ত্রিত কাম
উৎকৃষ্ট জীবন ও জাতকেরই স্রষ্টা হ'য়ে থাকে,
আর, উপভোগ-সমৃদ্ধ অফলস্পৃহ কাম
জীবন ও জাতিকে খিন্ন ক'রেই তোলে। ৭০।

পরিমিত বৈধী যৌনচর্য্যা
মানুষের পক্ষে জীবনীয়ই হ'য়ে থাকে,
এর ব্যতিক্রম বিভ্রাটেরই অগ্রদূত। ৭১।

শ্রেয়সন্দীপী, সুনিষ্ঠ, সুতৃপ্ত, অনুকম্পী,
অনুবেদনাপূর্ণ, অনুচর্য্যাসমন্বিত
যৌন-পবিত্রতাই হ'চ্ছে—
পবিত্র জৈবী-সংস্থিতির পূত বোধনা ;
ঈশ্বর পবিত্রতার পরম উৎস,
জীবনবর্দ্ধন যে বৈধী-অনুক্রমায় স্বতঃ-সলীল—
ঈশ্বর-বিভা পূতদীপ্ত সেখানেই। ৭২।

কুলে-শীলে শ্রেয়-স্বামীর প্রতি
স্ত্রীর অচ্যুত-শ্রদ্ধাবনত
সত্তাপোষণী আকৃতি-সম্ভূত
অনুবর্ত্তী অনুচর্য্যাপরায়ণ
যে কাম-অভিব্যক্তি,—
তা' স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষে তৃপ্তি ও পুষ্টিপ্রদই,
আর, তা'
সুপ্রজননেরই উদ্গামী আবাহন। ৭৩।

যদি অন্তরচর্য্যা না থাকে—
শুধু কামচর্য্যায়
কোন স্ত্রী বা পুরুষ
পরস্পর পরস্পরের
স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারে না,
আর, যতক্ষণ উভয়ের সার্থকতা
একস্বার্থী না হ'য়ে উঠছে—
মিলন বা বিবাহও
কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে না সেখানে। ৭৪।

বৈধী বিবাহিত-জীবনের পবিত্রতা
সাবলীলভাবে
সত্তাকে সংগঠন ক'রে
নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপুষ্ট ক'রে
ঐতিহ্যে পদবিক্ষেপে
বাস্তব ক'রে তোলে। ৭৫।

জননের ভিতর-দিয়ে
জীবন রোপিত হয়,

জননাচার যেমনতর সাধু, সৎ ও সুন্দর—
জীবনও তেমনতরই ফুটন্ত হ'য়ে থাকে,
আর, এই জীবন-সম্বেগের ধাতাই ঈশ্বর ;
আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক সঙ্গতিশীল,
সদাচারসম্পন্ন বৈধী-নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
যে-জীবনের স্ফুরণ হ'য়ে থাকে,—
ঈশী-সম্বেগ আশিস্-হস্ত বিস্তার ক'রে
আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ হ'য়ে ওঠেন সেখানে। ৭৬।

কাম-ব্যবহারে
যে-স্ত্রী
পুরুষের প্রতি নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমহারা,
সক্রিয় সেবামুখীনতা যা'র অবজ্ঞা-অবনত,
অনুবর্ত্তিতা ও সহজ নন্দনায়
বিরক্ত, তিক্ত ও তাচ্ছিল্য-ভাবাপন্ন,
তৃপ্তি এবং তুষ্টি-হারা অসন্তোষ
এবং নিজেকে নিরর্থক বিবেচনায়
আপসোস-পরায়ণা,—
সে কিন্তু তা'র গম্যা নয়কো—
নৈতিকতায় গম্যা হ'লেও,
সন্ততি তা'র
শ্রেয়বিমুখ হ'য়েই ওঠে প্রায়শঃ। ৭৭।

যৌন-সংস্রব যতদিন জীবনে
অপরিহার্য্য হ'য়ে চলে—
ততদিন পর্য্যন্ত সুপ্রজনন ও সুবর্দ্ধনের জন্য
বর্ণাশ্রমের আওতায় থাকাই শ্রেয়,

আর, তা' অবমানিত যতই হয়—
সম্প্রদায়ে, সমাজে, রাষ্ট্রে, দেশে
অপকর্ষী জৈবী-সংস্কৃতির আবির্ভাব
ততই বহুল হ'য়ে ওঠে,
ফলে, সম্যক্-বোধি ও দূরদৃষ্টির অপলাপে
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, জীবন ও যোগ্যতা
অবসন্ন পদবিক্ষেপে
অবনতিকে আলিঙ্গন ক'রে
অধঃপাতের দিকে এগিয়ে চলে। ৭৮।

স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ অসম্মিলনী মিলন
সঙ্গতিকে ভেঙ্গে
সন্তান-সন্ততিতে অপঘাত
ও অবসাদ সৃষ্টি করতে পারে,
স্ত্রী, পুরুষ কিংবা উভয়ের
স্বাস্থ্যের হানি করতে পারে,
এমন-কি, স্ত্রী বা পুরুষ
বা উভয়ের পক্ষে
মরণ-আমন্ত্রকও হ'য়ে উঠতে পারে,
তাই, ধীর পরিবেক্ষণায়
সুবিবেচনার সহিত
যৌন-সংস্পর্শ-সম্বন্ধ
নির্ণয় ক'রে চলতে পারবে যতই,—
ততই মঙ্গল উভয়ের পক্ষে। ৭৯।

যে-দম্পতির প্রীতিবন্ধন দৃঢ় ও পবিত্র,
প্রিয়পরম-বন্দনাশীল,

স্বতঃ-প্রদীপ্ত ও প্রবাহশীল,
উচ্ছল-অনুচর্য্যী হ'য়েও
পারস্পরিক বন্ধন-নিরত,
বর্জ্জন-কল্পনাও যা'দের অন্তরে
উঁকি মারে না,
স্বামী বা প্রেয়-পরিচর্য্যাই যা'দের
পরম সম্পদ্,
পতি বা প্রেয়-অনুসারী শুভ ও উপচয়ী চলন
যা'দের জীবন-স্থৈর্য্য,
তা'রা স্বর্গ-বিচ্ছুরণ,—
স্বর্গ-অভিজাত তা'রা। ৮০।

স্ত্রীলোকই হোক আর পুরুষই হোক,
সে যদি সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠপ্রাণ না হয়—
সক্রিয় চলনে—
তাঁকেই সর্ব্বতোভাবে যদি আত্মস্বার্থ
ক'রে তুলতে না পারে—
নিতান্তই ঐকান্তিকতা নিয়ে—
এমনতর যে বা যা'রা তা'দের কিন্তু
প্রবৃত্তি সম্বদ্ধ হ'তে পারে
এমনতর উপযুক্ত শ্রেয় বা প্রেয়তে
সম্বন্ধান্বিত হওয়া ভাল—
যেমন পরিণয়-সম্বন্ধ—
তা'তে তারা খানিকটা সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে
চলতে পারে জীবনে,
নয়তো, ঐ চলন
একঘেয়ে কৃতঘ্নী অধঃপাতের

লোভানী সাথীয়া হ'য়ে
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টের পূতিগন্ধী গহ্বরে
নিয়ে যেতে পারে প্রায়শঃ। ৮১।

নিবাহেচ্ছুক নারীগণের পক্ষে
আপূরয়মাণ প্রেরিত তথাগত
বা পুরুষোত্তম-প্রেরণাদীপ্ত
ঈশ্বর-অনুধ্যায়ী হ'য়ে
পাঁচটি ঋতুস্নান অতিক্রম ক'রে
বিশুদ্ধ আত্মমার্জ্জনায় নিজেকে পবিত্রপ্রভ ক'রে
নিজের জন্মগত বর্ণ ও কুলের বরণীয়
কোন শ্রেয়-পুরুষের সহিত
নিবাহ-নিবদ্ধ হ'য়ে
পরিবার ও পরিবেশের সেবায়
আত্মনিয়োজনের সহিত
সক্রিয় সেবাপ্রাণতা নিয়ে
তপশ্চর্য্যানিরত হ'য়ে
সুষ্ঠু অচ্যুত শ্রেয়কেন্দ্রিকতায়
জীবন অতিবাহিত করাই
মহিমান্বিত সার্থকতা,
কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা থাকলে
নিবাহ-অনুবর্ত্তী হওয়া অবিধেয়। ৮২।

স্ত্রী যদি স্বামীনিষ্ঠ হ'য়ে থাকে,
সর্ব্বতোভাবে তা'কে আপনার ক'রে নিয়ে
ঐ স্বার্থেই নিজেকে
বাস্তবভাবে অনুরঞ্জিত ক'রে চলে—

ইষ্টানুগ আত্ম-বিনায়নায়,
অনুবেদনী অনুচর্য্যার মধ্যমায়
স্বামীকে সর্ব্বতঃসঙ্গতি নিয়ে
ফুল্ল স্ফুরণে
সন্তৃপ্ত ক'রে তুলতে পারে,

স্বামী-স্ত্রী সেখানে
শুভ-সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে
শ্রেয়-সার্থকতায়
নিজদিগকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে থাকে ;
আর, ঐ হ'চ্ছে—
পরিণত জীবনের প্রসাদ-সঙ্গতি। ৮৩।

তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর ভিতর
অর্থাৎ, স্ত্রী-পুরুষের ভিতর
প্রীতি-অভিষিক্ত আগ্রহ-আবেগ
ও শরীর, মন,
এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির
শুভ-সংস্থিতি যদি না থাকে,
তেমনতর স্থলে
যৌন-সংস্রব হ'তে যদি বিরত থাক,
তা'ই কিন্তু ভাল ;
স্বস্তিতে খুঁত থাকলে
সে-খুঁত যে অল্পবিস্তর
সন্তান-সন্ততিতে ব'র্ত্তে থাকে—
তা' কিন্তু নিশ্চয়। ৮৪।

শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত বরেণ্যের প্রতি
একানুধ্যায়ী সক্রিয় অনুরাগ ছাড়া

নারী-জীবনে
রতি-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শরীর, মন ও সত্তাস্পর্শী
চরম আস্বাদন-উপভোগ সম্ভব হয় না,
আর, পুরুষেরও তেমনি,
শ্রেয়ানুধ্যায়ী, একানুরক্ত, ঐকান্তিক
প্রবৃত্তি-সংহতি ছাড়া
নারী-উপভোগে চরম আস্বাদন
সুদূরপরাহত,
কারণ, অমনতর
অনিয়ন্ত্রিত অনুরাগ-উদ্দীপনা
বিকেন্দ্রিক ব্যতিক্রম-বিক্ষুব্ধির ভিতর-দিয়ে
মানসিক ও শারীরিক বিধানে
অসঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে
অতৃপ্তিই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে ;

তাই, বিবাহ ও যৌনক্রিয়ায়
শ্রেয়ার্থপরায়ণ সুকেন্দ্রিক পুরুষ
ও বর-অনুচর্য্যী কুমারীই শ্রেয়,
উপভোগ ও সুজননের উদ্বর্ত্তনী বর্দ্ধই
তা'রা। ৮৫।

আগে শ্রেয়নিষ্ঠ সুতৎপরতায়
জনন-নীতির অনুসরণ কর,
বিশুদ্ধ মননের অধিকারী হবে,
তবেই আসবে তোমার
সৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তি,
সুকর্ম্ম-প্রবৃত্তি,

নিষ্পন্নতার প্রেরণাপ্রবুদ্ধ অনুশীলনা,
বাক্য-কর্ম্মের সুবিন্যাস—
অনুচর্য্যী অনুনয়নে,
আর, এই কর্ম্মে যতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে—
তুমি গুণান্বিতও হ'য়ে উঠবে তেমনতর ;
তাই, ঐ জন্ম ও কর্ম্মের মধ্য-দিয়ে
তুমি দেবত্ব লাভ কর,
তোমার বোধি দিব্য হ'য়ে উঠুক—
শারীরিক সুবিন্যাসী গঠন লাভ ক'রে ;
আর, তা' যদি না কর,
তবে কিছুতেই কিছু হবে না। ৮৬।

জন্মনিরোধ ভাল নয়কো,
বরং জন্মনিয়ন্ত্রণ অনেক ভাল,
তা'তে সংযম থাকে,
শক্তি থাকে,
বিবেচনী বিচার থাকে—
স্বস্তি-সঙ্গতিশীল অনুবেদনা নিয়ে
সুক্রিয় তাৎপর্য্যে ;
বৈধী-বিনায়নে
যেমনতর ক'রে তা'কে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়—
তা'ই কর—
শিষ্ট-সম্বেদনী তৎপরতায়,
সুক্রিয় উর্জ্জনার
উর্জ্জী-আহবে
নিজেকে সংস্থাপিত ক'রে,
মানস-বিনায়নাকে

সন্দীপ্ত তাৎপর্য্যে ন্যস্ত রেখে ;
সার্থকতা তো আসে
ঐ পথেই। ৮৭।

পুরুষ ও নারীর
অবাধ্য আনতির ভিতর-দিয়ে
যে যৌন-সংস্রব সংঘটিত হয়,—
ঐ আনতি-সম্বেগ
নারীর ডিম্বকোষকেও
তদনুগ মুদ্রণে মুদ্রিত ক'রে তোলে,
যা' জাতক-প্রকৃতিতে পরিলক্ষিত হ'য়ে থাকে,
কখনও তা'র অভিব্যক্তি
বিশেষ পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে,
কখনও বা তা' অপেক্ষাকৃত
অস্ফুট হ'য়ে থাকে,
এমন-কি,
ঐ প্রথম পুরুষ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
সে-নারী যদি অন্য পুরুষের সহিত
যৌন-সম্পর্ক-নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে,—
তৎ-গর্ভজাত সন্ততির ভিতরও
ঐ প্রথম পুরুষের প্রাকৃতিক বিশেষত্বের
অভিব্যক্তি দেখা যায় ;
এমনতর বিভিন্ন পুরুষের সংযোগ হ'লেও
পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেকটি পুরুষের ছাপই
তা'র গর্ভজাত সন্তানে
কিছু-না-কিছু বাহিত হ'য়ে থাকে—
ক্রমে যদিও তা'

অনুভবের আওতার বাইরে
চ'লে যেয়ে থাকে ;
তাই, নারী-প্রকৃতির বিশেষত্বই হ'চ্ছে এই যে,
সে বহু-পুরুষ-আনতি-জনিত
প্রকৃতিগত বিপর্য্যয়
তা'র ডিম্বকোষকেই বহন ক'রে চ'লে থাকে—
আনতির তারতম্যানুপাতিক। ৮৮।

বিহিত পরিণয়
মানুষের কামবিক্ষোভকে
সংযমের দিকে নিয়ে যায়,—
পবিত্র সুকেন্দ্রিকতায়
আকৃষ্ট ক'রে তুলতে থাকে,
শ্রদ্ধাদীপন সেবানুচর্য্যায়
উভয়েই উভয়কেই
পোষণ-প্রবৃদ্ধ ক'রে তোলে ;
তা' না হ'লে কামবিক্ষোভ
কামপ্রবৃত্তিকে বিচ্ছিন্ন-অনুচারী ক'রে
সার্থকতার ব্যভিচারে
মানুষকে ছন্ন ক'রে তোলে,
ছন্নকর্ম্ম বা দার্শনিকতার অভিযান নিয়ে
তা'রা কামুক সমস্যারই
ইন্ধন সৃষ্টি ক'রে চলে,—
ফলে, ঐ সংক্রমণে
জন ও জাতির
ছন্নছাড়া বিক্ষুব্ধ বিকেন্দ্রিকতায়
আত্মঘাতী আত্মনিমজ্জনের পথই

প্রশস্ত হ'য়ে ওঠে,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে চলাই
তা'দের পক্ষে বিপর্য্যয়ী অলীক স্বপ্ন ;
তাই, যা'রা সৎনিষ্ঠ, সক্ষম,
পরিণীত হওয়াই তা'দের পক্ষে শ্রেয় ও প্রেয়—
স্বাভাবিক আর্য্যনীতি,
সত্যতপা পরিণয় মানুষকে
সৎসম্বৃদ্ধই ক'রে তোলে ;
যা'রা সক্ষম তা'দের পক্ষে বিবাহই শ্রেয়,
আর, অক্ষম যা'রা, অথচ প্রবৃত্তিবিক্ষোভী—
উপবাস ও সংযত আহারই
তা'দের পক্ষে সংযমক সত্তানুগ আচরণ ;
ইষ্টানুগ হ'য়ে ঈশ্বরে তৎপর হ'য়ে ওঠ,
কাম-সন্ধিৎসাকে অবনত কর,

বিহিতভাবে
তোমার পক্ষে যেমন শ্রেয় ও বৈশিষ্ট্যপোষণী
এমনতর স্ত্রী গ্রহণ কর,
সে তোমার সহধর্ম্মিণী হ'য়ে উঠুক,—
ঈশ্বর-অনুধ্যায়ী পাতিব্রত্যই
তা'র জীবনের সুষ্ঠু সঞ্চলন হ'য়ে উঠুক,—
আর, ঐ সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
শ্রেয়ের আবির্ভাব হোক—
আর, সে ভরদুনিয়াকে
শ্রেয়ে অভিষিক্ত ক'রে তুলুক। ৮৯।

বৈশিষ্ট্য-গুচ্ছ,
তদনুগ কৃষ্টি,

সাত্বত বর্দ্ধনা,
সমীচীন বিবাহ ও প্রজনন
কোষকে সংবৃদ্ধ ক'রে
বিন্যাস-বিনায়নায়
বিহিত শারীরিক সংস্থিতির সৃষ্টি ক'রে থাকে,
তাই, এগুলিকে যা'রা অস্বীকার করে—
তা'রা আত্মঘাতী তো বটেই,
গণঘাতীও তা'রা কম নয়,

দেশের, লোকজীবনের
অশিষ্ট, বিধ্বংসী শত্রু তা'রা,
কারণ, তা'রা যৌনজীবনকে
প্রাবৃত্তিক উন্মাদনায়
আকৃষ্ট ক'রে
বৈশিষ্ট্যানুগ-কৃষ্টিগত উৎপাদন-অনুসৃজী আবেগকে
ছন্নছাড়া ক'রে তুলে'
সুষ্ঠু বর্দ্ধনাকে
কঠোর সংঘাতে ব্যাহত ক'রে তোলে,
বংশানুক্রমিকতাকে
দুর্দ্দান্ত প্রাবৃত্তিক আঘাতে
বিমর্দ্দিত ক'রে
কামলোলুপ কলুষতার
ইন্ধন ক'রে তোলে সবাইকে,
তা'দের কাম, কামনা ও কৃতিচলন
দেশকে ছন্নছাড়া ক'রে
পরভক্ষ্য নৈবেদ্যই ক'রে তুলে থাকে,
তাই, তা' পাপের,
তাই, তা' নারকীয় ;

তাই সাবধান থেকো,
বৈশিষ্ট্যানুগ যৌন-অনুচলনকে
ব্যাহত ক'রো না,
বংশকে বর্দ্ধন-দ্যোতনায়
বিভূতি-পূত ক'রে রাখ,
দেশ ও দুনিয়া
স্বর্গীয় পারগতার পারিজাত বহন করুক। ৯০।

বিশুদ্ধ-জনিসম্পন্ন কুল যেখানে
বৈশিষ্ট্যানুপোষী বরণীয় কুল হ'তে
কন্যা গ্রহণ করে,
ও তেমনতর কুলে কন্যা দেয়—
জনি ও রজঃসঙ্গতিতে লক্ষ্য রেখে,
তা'রাই সাধারণতঃ বিশুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ কুল ;
আবার, যা'রা নিজ কুল হ'তে
অধস্তন কুলের মেয়েকে গ্রহণ করে,—
কিন্তু তেমনতর কুলে মেয়ে দেয় না,
তা'রা মধ্যম হ'লেও উৎকর্ষ-অনুদীপনী ;
এবং যা'রা নিজেদের হ'তে নিম্ন কুলে
মেয়ে দেয়,
ও উচ্চ কুল হ'তে মেয়ে নেয়,
তা'রাই নিকৃষ্ট ;
সমবর্ণের ভিতরেও যা'রা এমনতর করে—
তা'রাও প্রতিলোমেরই প্রশ্রয়দাতা,
যা'র ফলে, সমাজ
উৎকর্ষ-বিনায়নী না হ'য়ে
অপকর্ষ-অনুধ্যায়িনী হ'য়ে ওঠে,

আর, যা'রা অমনতরভাবে
নিকৃষ্ট বর্ণান্তরে মেয়ে দেয়—
তা'রা সমাজের সাংঘাতিক অপচয়ী তো বটেই,
তা' ছাড়া, তা'রা
জাতির সংহারের পুরোহিত,
কারণ, তা'র ফলে
প্রত্যাবর্ত্তনী প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়েও
ঐ মূল বিশুদ্ধ জনি-সংস্থিতির অনুপ্রতিষ্ঠা
অর্থাৎ, প্রতিলোম-সঞ্জাত
বিরুদ্ধ বিকৃত জনি-সংস্থিতিকে
বিশুদ্ধিতে পুনঃস্থাপিত করা
একরকম অসম্ভব হ'য়ে ওঠে ;
আবার, সগোত্র বা সমবীজস্রোতা গোত্র ছাড়া
অন্য গোত্রীয়
বা অন্য-বীজস্রোতা জাতককে
দত্তক, ধর্ম্মপুত্র বা পোষ্যপুত্র ক'রে নিয়ে
মন্ত্রপূত ক'রে নেওয়ার ভাঁওতায়
যদি কেউ তা'কে স্বগোত্রীয় ব'লে
আখ্যায়িত ক'রে
ঐ দত্তকের জনক-গোত্রের কোন কন্যার সহিত
তা'র বিবাহ নিষ্পন্ন করে,—
তা' প্রাকৃতিক নিয়ম-অনুসারে অবৈধ,
কারণ, সে ঐ গোত্র বা কুলজাত নয়কো,
তাই, অমনতর দত্তক-গ্রহণও অবৈধ,
এমনতর প্রচলিত প্রথার ফলে
অনেক বিকৃতিরই আবির্ভাব হ'তে পারে ;
ঈশ্বর ছন্দঃপ্রাণ,

ঈশ্বরই ছান্দিক-অভিদীপনা,
ছান্দিক সঙ্গতিতে
ঐ সম্বেগ-বিধায়িত হ'য়ে
স্ব-ছন্দ-নিয়মনায়
ঐ বৈশিষ্ট্যের
বিশেষ
আত্মিক-সম্বেগই ঈশ্বর,
ঈশ্বরই নির্ব্বিশেষ হ'য়েও
যা'-কিছু বিশেষেরই সাত্ত্বিক অভিনিবেশ। ৯১।

মানুষের প্রকৃতি বদলায় না—
প্রায়শঃই দেখা যায় কিন্তু,
কারণ, এই প্রকৃতি তা'র
জৈবী-কোষেই নিহিত থাকে,
এবং সেই প্রকৃতি
কালে ক্রমান্বয়ে স্ফুরিত হ'তে থাকে ;
তা'হলেই চাই—
যা'দের কৌলিক সংস্থিতি ও মর্য্যাদা
বিহিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলেছে,—
তা'রই ভিতরে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে
শুভ-সমীচীন সঙ্গতি,
যা'র ফলে, সুজাতকের আবির্ভাব হ'য়ে থাকে ;
আর, এই শুভ-সন্দীপী প্রকৃতি নিয়ে
যে জৈবী-সংস্থিতি সংগঠিত হয়,
তা'র প্রকৃতি-স্ফুরণাও
তেমনতরভাবে হ'য়ে থাকে ;
আর, তা'রাই হ'চ্ছে স্থিতিপ্রবণ—

যা'রা তা'দের ঐ প্রকৃতি
জাতকের ভিতর অনুপ্রেরিত ক'রে থাকে ;
আর, বিসদৃশ সঙ্গতি কখনও
এমনতর জৈবী-সংস্থিতি
সৃষ্টি করতে পারে না—
যা'র ভিতর
ডিম্বকোষ ও বীজকোষের সঙ্গতি
সার্থক হ'য়ে উঠেছে ;
তাই, সুজাতকের আমদানী
করতে হ'লেই চাই—
শ্রেয়কুল-সঞ্জাত পুরুষে
সুষ্ঠু-সঞ্জাতা সমতুল্যা নারীর
বিবাহ-নিবন্ধন,
যা'র ফলে, অমনতর জাতক
প্রসূত হ'য়ে থাকে ;
তাই, জাতির যদি কল্যাণই চাও,—
তোমার তাত্ত্বিক চক্ষু নিয়ে
বিজ্ঞান-সন্ধিৎসায়
সুদীপ্ত সমীচীন সঙ্গত পরিণয়ের
ব্যবস্থা কর—
ঐ শুভ-সন্দীপী সুজাতকের প্রত্যাশায় ;
তা' যদি না করতে পার—
দেশের লাখ উপচয়ী উন্নতি
কিছুতেই টিঁকতে পারবে না,
কারণ, বিকৃত বিবাহ-বিধান
কুজাতকের আমদানীতে
দেশকে পশু-পরিস্রবা ক'রে তুলবে,

এবং অমনতর জাতকদের আয়ত্তে এনে
দক্ষ, সুব্যবস্থ
ও উপচয়ী কর্ম্মোপযোগী ক'রে তোলা
অসম্ভব হ'য়ে উঠবে,
এবং তা'দিগকে চলতে হবে—
স্বল্প-সংখ্যক উপযুক্ত সুজাতক যা'রা
তা'দের আয়ের উপর দাঁড়িয়ে,
ফলে, ঐ সুযোগ্য যা'রা—
তথা সমগ্র দেশ
বিপন্ন ও বিব্রত হ'য়ে উঠবে ;
আবার, এই সুবিবাহ ও সুজননের
প্রবর্ত্তন করতে গেলে
অবিদ্ যা'রা, তা'রা কিন্তু
বিজ্ঞতার ভাঁওতা নিয়ে
এই অনুশাসনকে ধিক্কার দেবে,
বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে,
তা'রা দেশকে অধঃপাতে দেওয়া ছাড়া
ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের উন্নতি এনে
ব্যক্তিত্বকে সার্থক-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
দীক্ষিত ও শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারবে না ;
এই হ'ল মোক্তা কথা,
এখন তোমাদের বিবেচনায়
যেমন আসে—
তা' করতে পার ;
যা'ই-তা'ই কর,
প্রকৃতির বৈধী-চলনকে ভেঙ্গে
তুমি কোন-কিছুকে

প্রাকৃতিক নিজস্ব রূপে পাবে না,
পাবে বিকৃত অন্যরূপে,
মানুষকে তুমি বাধ্য ক'রে তুলতে পার
অনেক রকমে,
কিন্তু প্রকৃতি বাধ্য হ'য়ে থাকেন
বিহিত অনুশাসনী অনুচলনে ;
যা'দের দেশে
এই প্রাকৃতিক অনুশাসনকে
বিড়ম্বিত করা হয়েছে,—
এক-গোষ্ঠীভুক্ত হ'লেও
বিকৃত যৌন-সঙ্গতি
ঐ দেশকে ক্রমতৎপরতায়
অপাহত ক'রেই চলবে,
কারণ, বৈশিষ্ট্যানুগ বীজ
উপযুক্ত ভূমি না হ'লে
বিকৃত-স্ফুরণশীলই হ'য়ে থাকে। ৯২।

জনি-বিন্যাসিত ক্রমজন
ও রজো-বিন্যাসিত ক্রমজনের
সমবায়ী সন্নিবেশের ভিতর-দিয়ে
সময় ও সঙ্গতিক্রমে
নানাপ্রকার বৈশিষ্ট্যের অবতারণা
হ'য়ে উঠতে পারে—
তদনুগ তরঙ্গায়িত অনুচলনার সৃষ্টি ক'রে,
তা'র ভিতর কোথাও বা জনি-প্রবল,
কোথাও বা রজ-প্রবল,

প্রতিটি ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব
এমনতরই গঠন-শৃঙ্খলায় সংশ্লিষ্ট হ'য়ে
উদ্ভূত হ'য়ে থাকে ;
এরই ফলে
একই যুগ্ম পিতামাতার ঔরস ও গর্ভে
নানা সময়ে নানারকম বৈশিষ্ট্যের
উদ্ভব হয়ে ওঠে ;
এই বৈশিষ্ট্যগুলি আবার
ঐ ভূমি—
যে-ভূমির ভিতর-দিয়ে
সেগুলি নিজ বৈশিষ্ট্যে উপনীত হ'য়ে
উদ্‌গতি লাভ করেছে—
বিশেষত্বের অনুপ্রেরণায়,—
তা'রই উপর দাঁড়িয়ে
নানারূপে রূপায়িত হ'য়ে
ব্যষ্টি-বিশেষে বিশেষিত হ'য়ে উঠে চলেছে—
ভালমন্দ নানারকম গুণ ও প্রকৃতিতে
প্রবুদ্ধ হ'য়ে ;
এই হ'চ্ছে একই পিতামাতার
ঔরস ও গর্ভের ভিতরে
প্রত্যেক সময়ে
প্রত্যেক রকমের উদ্ভবের অনুদীপনা ;
আবার, পিতামাতার মিলন-যোজনার
আকৃত উদ্দীপনা যেমনতর,—
জনির ভিতর ঐ উদ্দীপনা প্রেরণাপুষ্ট হ'য়ে
তেমনি ক'রেই উদ্‌গতি লাভ করে ;
পিতামাতার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ-সন্দীপ্ত

আন্তর ও দৈহিক সংশ্রয় যেমনতর,
গ্রহণ-ক্ষমতা যেমনতর,
রাগ ও দ্বেষের অভিদীপ্ত উদ্দীপনা যেমনতর,—
সেই উদ্দীপনা-অনুপ্রেরিত হ'য়ে
ব্যষ্টিতে তেমনি গুণ ও প্রকৃতির
অন্বিত উদ্গতি হ'য়ে থাকে,
সেই জন্য প্রতিটি সন্তানের রকমারি
তা'র নিজের-নিজের মতন,—
এই হ'চ্ছে মোটামুটি কথা ;
তুমি তোমার স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি
যখন যেমনতর অন্বয়ী সঙ্গতিশীল
বা বিপরীত ব্যতিক্রমী,
সন্তান-সন্ততিও তখন তেমনি আবির্ভূত
হবে ;
ঈশ্বরের প্রতি
অন্তর-বাহিরে তুমি যেমনতর—
সক্রিয় বিন্যাস-সঙ্গতি নিয়ে—
ঈশ্বরও তোমার প্রতি তেমনি ;
গীতায় ভগবান্ বলেছেন—
"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্ব্বশঃ ।"
ঈশ্বর কল্পতরু,
কর্ম্মানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তুমি যেমনতর চাও—
তিনি তেমনতর হওয়াই মঞ্জুর করেন,
আবার, ঐ হওয়া যেমনতর
প্রাপ্তিও হ'য়ে ওঠে তেমনতর । ৯৩ ।

মানুষের অন্তঃস্থ
সংস্কারসম্বুদ্ধ ভাবদীপনী জীবনপ্রবাহ
যা' সত্তাকে
বোধচেতন ক'রে রাখে,—
তা' পিতারই অবদান ;
তদনুগ শারীর-সংগঠন যা'-কিছু—
ক্রম-তাৎপর্য্যে
বিহিত বিনায়নায়
যা'তে সক্রিয় হ'য়ে
বক্তিত্বে পরিস্ফুরিত হ'তে পারে
তা'রই তাৎপর্য্য নিয়ে,
সে শারীর-সংস্থিতি
মায়েরই অবদান ;
আর, এই সংস্থিতির ভিতর-দিয়ে
পিতার শারীরিক ও মানসিক ব্যতিক্রম
যেখানে আছে,—
ঐ রেতঃ-নিয়ন্ত্রিত ডিম্বকোষ
যেখানে যেমনতর সম্ভব
তা' আপূরণ করতে কসুর করে না,
তেমনি ডিম্বকোষে ব্যতিক্রম থাকলেও
সঙ্গতিশীল পুংরেতঃ তা'র আপূরণে সচেষ্ট হয়,
কিন্তু পুংরেতঃও যদি ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়,
তা' ডিম্বকোষকে সৌষ্ঠবসঙ্গত ক'রে
শুভদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে না,
সেইজন্য সমীচীন সদৃশ বিবাহ
বংশকে পুষ্ট ও সম্বৃদ্ধ করার
প্রাকৃতিক পন্থা ;

পাপ-পুণ্য কুলকেও
তদনুগভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে,
যেমন, কারো দৃষ্টিশক্তি কম,
কিন্তু সন্তানের তা' হয়নি,

মানুষের শারীর-সংস্থিতির
আপূরণার ভিতর-দিয়ে
ঐ দৃষ্টিশক্তির ক্রম
যা'তে দর্শনে শক্ত হ'য়ে উঠতে পারে,—
মায়ের ঐ সংস্থিতি
তা'-ও ক'রে থাকে ;
আবার, সম্ভাব্যতা যেখানে পাড়ি পায় না—
পিতাকে আপূরণ করতে,—
তেমনতর ক্ষেত্রে
মায়ের ঐ সংস্থিতায়নী অনুচলন
তা'কে বিন্যস্ত ও সক্রিয় ক'রে তুলতে
পেরে ওঠে না। ৯৪।

সুজনন-বিনায়ন
শুধু যদি মানুষের ভিতরেই
সুষ্ঠুভাবে প্রবর্ত্তন কর—
তাহ'লেই যে যথেষ্ট হবে
তা' কিন্তু নয়,
যা'-যা' দিয়ে তোমাদের আয়ু, বল ও বুদ্ধি
পরিপোষিত হ'তে পারে—
সবতা'র ভিতরই তা' করতে হবে,
ধান্য, যব, গোধূমাদি খাদ্য
যা'তে সুজনন-সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে
তা'র ব্যবস্থা করতে হবে,
দুধ, ঘি, মাখন, ছানা
যা' সবারই পক্ষে প্রয়োজনীয়—
সেই গবাদি পশুর ভিতরেও
তা'ই করতে হবে,
ঘোটকাদি পশু
যা'-যা' তোমার জীবন-চলনার
প্রায় প্রাত্যহিক উপকরণ-অনুচর্য্যায়
কাজে লাগাও,
তা'দের ভিতরেও তা'ই করতে হবে,
এমন-কি এমনতর গাছপালা ইত্যাদির ভিতরেও
তা'ই করতে হবে,
তবে তো অস্তিবৃদ্ধির পরিপোষণা
তা'দের হ'তে সুষ্ঠুভাবে পেতে পার ;
তাই, ঐ সুজনন-সম্বর্দ্ধনার পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে
পরিস্থিতিকেও
ওতে সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে থাক,
সুনিষ্ঠ সদাচার-অন্বিত জীবন নিয়ে
শতায়ুর অধিকারী হও ;
তোমাদের করণ-তাৎপর্য্য
ঈশ্বর-আশিসে নন্দিত হ'য়ে
সকলকে উন্নত জীবনের
অধিকারী ক'রে তুলুক। ৯৫।

সত্তা অনুশ্রয় ক'রেই বীজের উৎপত্তি,
আর, ঐ বীজেই থাকে
সত্তার সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য,

যা'র ফলে—
সে গজায়,
বেড়ে ওঠে—

ঐ সত্তারই তাৎপর্য্য নিয়ে
বিহিত বিন্যাসে,
আর, সে
যে-মাটিতে উপ্ত হয়—
সেই মাটিরই চর্য্যা-বিশেষত্বে
গজিয়ে ওঠে,
আর, সেই বৈশিষ্ট্যের বিনায়নে
সেই গাছই
রকমারি তাৎপর্য্যে বিকশিত হ'য়ে
ঐ সত্তানুগ তাৎপর্য্যে
বাঁচে, বাড়ে,
ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়,
উৎসর্জ্জনী রাগসম্বেগ
ঐ সত্তায় যেমনতর থাকে
সেই রকমে
মাটির মর্য্যাদা নিয়ে ;
তেমনি
জন্তু বা মানুষাদির তাৎপর্য্য নিয়েই
তা'র সন্তান-সন্ততি
সেমনিভাবেই গজিয়ে ওঠে—
ঐ তাৎপর্য্যেই তৎপর হ'য়ে,
যেখানে তা'র ব্যতিক্রম যেমন—
সন্তান-সত্তায়
ব্যতিক্রমও সৃষ্টি হয় তেমন,

তা'র পূর্ব্বপুরুষের সাথে
তা'র মিল খায় কমই,—
বিভিন্ন গুণকর্ম্মে
রকমারি তাৎপর্য্যে
বিকশিত হ'য়ে ওঠে ;

তাই, তোমার দেশ ও কুলের
জীবনীয় ঐতিহ্য যেমনতর—
সমীচীন সুতাৎপর্য্যে
তা'কে যদি অমনি ক'রেই
তা'র বীজ-বিভূতি হ'তে গজিয়ে তোল,
ঐ সন্তান-সন্ততি হয়তো
আরো আরোতে
পদাপর্ণ করতে-করতে
তেমনি ক'রেই উচ্ছল হ'য়ে উঠবে ;
দুর্ব্বল বা ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'লে
হয়তো ক্ষীণ হবে,
নয়তো
ব্যতিক্রমে বিনায়িত হ'য়ে
তা'রা বৃত্তিব্রত-উচ্ছল হ'য়ে
বিকৃত সংগঠনে গঠিত হ'য়ে
নিজেকে অভিব্যক্ত
ক'রে তুলবে ;

তাই, বুঝে নিও—
সত্তা হ'তেই বীজ আসে,
আর, বীজ হ'তেই উৎপত্তি ঘটে—
বৈধানিক গুণগৌরব
যেখানে যেমনতর থাকে ;

বীজ যেমন,
উৎপত্তিও সেই জাতীয়। ৯৬।

নারী-পুরুষের মিলন-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
যে সংহত সত্তার উদ্ভব হয়,—
কি পুরুষ, কি স্ত্রী,
তা'দের উভয়ের ভিতরই
সত্তা-সংহিত হ'য়ে থাকে—
নারী-পুরুষ উভয় ব্যক্তিত্বেরই
সুসঙ্গত বিনায়িত সম্ভাব্যতা,
ঐ সংহত সত্তা যেখানে
পৌরুষ-প্রবল হ'য়ে ওঠে,—
তখন নারী প্রসব করে পুরুষ-সন্তান,
আবার, ঐ সংহত সত্তায়
রজস্-দীপনা যেখানে উচ্ছল—
তখনই কন্যা-সন্তানের উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
ঐ পৌরুষ-সম্বেগ ও রজস্-দীপনা অনুপাতিক
পুরুষ ও নারীর
কৌষিক-উপাদানবিন্যাসও
আবার আলাদা হ'য়ে থাকে ;
কিন্তু, নারী যখন শ্রদ্ধোষিত
শ্রেয়কেন্দ্রিক পুরুষ-অনুচর্য্যার অবহেলায়
ব্যভিচার-লুব্ধতায়
তা'র রজস্-শৌর্য্যকে বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত ক'রে
নিজের জীবন-দীপনাকে
শ্লথ ও ম্রিয়ল ক'রে তোলে,
তখনই সে হ'য়ে ওঠে

শ্লথ-সম্বেগী ব্যক্তিত্বের বিকৃত আধার ;

আবার, পুরুষ যখন
বিবর্ত্তনী বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ শ্রেয়-অনুধ্যায়িতাকে
অবহেলা ক'রে
তা'র পৌরুষ-সম্বেগকে
নারীচর্য্যায় নিয়োজিত করে,
তখন সেও বিকৃত, বিচ্ছিন্ন, শ্লথ,
ম্রিয়ল পৌরুষ-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে ;
উভয়েরই অন্তরমর্ম্ম আবিষ্ট হ'য়ে ওঠে—
বিপরীত, ব্যতিক্রমী, বিবশ বিনায়নার
আতিশয্য-উন্মুখতায় ;
তা'র ফলে, তা'দের অন্তর-দীপ্তিতে
শ্লথ শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রাবল্যের হারই
অতিশায়িত হ'য়ে ওঠে—
বিপরীত প্রকৃতির দিকে ;
ফলে, নারীর আচার-নিয়ম, চালচলন
সবই পুরুষ-সম্বেগী হ'য়ে ওঠে,
আবার, পৌরুষ-বিভা মৃদুল হ'য়ে
ঐ নারী-স্বভাব-সুলভ চালচলন, আচার-নিয়ম,
অনুবেদনা ইত্যাদিতে অনুরক্ত হ'য়ে ওঠে,
ব্যক্তিত্বও রঙিল হয় অমনি ক'রেই,—
যা'র ফলে, উত্তরকালে
ঐ একই ব্যক্তিত্বের বিপরীত সত্তার
উদ্গময়ক রকম-সকমের স্ফুরণ-সম্ভাব্যতা
সমধিক হ'য়ে ওঠে—
অযৌন জনন-প্রক্রিয়ার অনুরণনে,—

যদিও তা' চরম বিকার ;

নারী-সংস্রব
পুরুষের পক্ষে যেমন অপরিহার্য্য—
নারীর পুরুষ-সংস্রবও তেমনি
অপরিত্যাজ্য,

তা'হলেও
এমনতর ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে রাখ—
যা'তে নিজের বিশিষ্ট্যমাফিক অধিগমনে,
বিনায়নে,
উভয়েই স্ববৈশিষ্ট্যে বিবর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,—
কি শিক্ষাক্ষেত্রেই হোক,
কি কর্ম্মক্ষেত্রেই হো'ক,
বা যে—কোন ক্ষেত্রেই হোক,
এমনতর সম্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে চলাই
উভয়ের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ,
এতে, ভবিষ্যকালে
অনেক জঞ্জালকে এড়িয়ে
বিবর্দ্ধনের পথে উভয়েই চলতে পারবে—
পৌরুষ-বীর্য্য ও রজস্-শৌর্য্যের
উন্নত অধিকারী হ'য়ে প্রত্যেকেই ;
যেখানে শ্রেয়শ্রদ্ধ এমনতর
সম্ভ্রমাত্মক ব্যবধানকে
অতিক্রম করা হয়,—
ব্যক্তিত্বের জীবন-দীপনাও সেখানে
মলিন ও স্রিয়ল হ'য়ে
আত্ম-বিলোপ-তৎপর
হ'য়েই চলে,

অসৎ-নিরোধী পরাক্রমও
ক্রম-অবলোপে বিলীন হ'তে থাকে,
সে-সমাজে অতিমানব ও মানবীর সংখ্যা
ক্রমশঃ কমতেই থাকে,
আর, পরিবার, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র
ক্রমশঃই এমনতর
ক্লিন্নতার প্রতিমূর্ত্তি হ'য়ে ওঠে—
যোগ্যতাকে সঙ্কুচিত ক'রে
অপমানবের আধিক্যে,—
যে, তা'র ফলে,
তা'দের জাহান্নম-যাত্রী হওয়া ছাড়া
আর পথই থাকে না ;
ঈশ্বরই বিধাতা,
অবৈধ বিধি সঞ্চরণশীল যেখানে—
ঈশ্বরের অসৎ-নিরোধী সম্বেগও সেখানে
শীর্ণ হ'য়ে
বিবর্ত্তনের বিপরীত পন্থায়
বিকৃতিকেই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
ঈশ্বরই ধৃতি,
ঈশ্বরই শক্তি,
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনী পরাক্রম । ৯৭ ।

জীবনই নারী-পুরুষের মিলিত বর্ত্তনা,
নারীর রজস্-শৌর্য্য যখনই
পুরুষের পৌরুষ-বীর্য্যকে
সুসঙ্গত সঙ্কর্ষণে আত্মস্থ ক'রে নিয়ে
নিজের দীপন-প্রভাবকে স্ফুরিত ক'রে তোলে,—

তখনই জন্মে নারী ;
আবার, যখনই পৌরুষ-বীর্য্য
অতিশায়ী উদ্যমে উদ্গাত হ'য়ে
ঐ রজস্-শৌর্য্যকে বিনায়নী বেদনায়
অনুদীপ্ত ক'রে
উদ্গতি-প্রভ হ'য়ে ওঠে,—
তখনই জন্মে পুরুষ ;

পুরুষ পৌরুষ-প্রধান হ'লেও
তা'র মধ্যেও রজস্-দীপনা অনুস্যূত থাকে,
এবং নারী রজস্-প্রবল হ'লেও
তা'র মধ্যেও পৌরুষ-দীপনা অনুশায়িত থাকে,
আর, ঐ রজস্-সম্বেগ পৌরুষ-বীর্য্যের দ্বারা
বা পৌরুষ-বীর্য্য রজস্-সম্বেগের দ্বারা
যতই অভিভূত হ'য়ে ওঠে,
ততই তদ্জাতীয় রূপান্তর হ'তে থাকে ;
আবার, নারীর ঐ রজস্-শৌর্য্যই হ'চ্ছে—
নয়ন বা নিয়মন-সম্বেগ,
স্বভাব বা প্রকৃতি,
আর, পুরুষের পৌরুষ-বীর্য্যই হ'চ্ছে
উদ্যমী সম্বেগ,
ঐ উদ্যমকে বিনায়িত ক'রে চলে
নারীর রজস্-দীপনা,
তাই, নারীত্বে আছে নেত্রীত্ব,
নয়ন বা নিয়মনী-তাৎপর্য্য ;
তাই পুরুষ-নারীর সানুধ্যায়ী
সুসঙ্গত অন্বিত আলিঙ্গন
যেখানে যেমন বিন্যাস-বিনায়নায়

সজ্জিত হ'য়ে
জৈবী-সংস্থিতিতে উদ্ভূত হ'য়ে ওঠে,
জাতকও তেমনতরই জীবনের অধিকারী হয় ;
নারীর রজস্-দীপনা, প্রকৃতি বা স্বভাব
যদি পুরুষের অনুপোষণী না হ'য়ে ওঠে—
যোগাবেগ-অনুস্যূত তৎপরতা নিয়ে,
তৎস্বার্থে উদ্ভিন্ন হ'য়ে,—
সেখানে জাতকও
বঞ্চনার বিক্ষেপ-বিড়ম্বনার উপযোগী হ'য়ে জন্মে,
ঐ জৈবী-সংস্থিতির
সুষ্ঠু ঔপাদানিক বিন্যাস
ও সুসঙ্গত উপযুক্ত বিনায়নার অভাব-হেতু,
ঐ অন্তঃস্থ বিনায়নী সম্বেগের অসঙ্গতির দরুণ
বা উদ্যমী সম্বেগের খিন্নতার দরুন
ঐ জাতক আর বাধাবিপত্তিকে এড়িয়ে
অতিক্রম ক'রে
নিজের জীবনকে
বর্দ্ধন-বিচ্ছুরিত ক'রে তুলতে পারে না,
জৈবী-ব্যক্তিত্বই তা'র হ'য়ে ওঠে অমনতরই ;
অবৈধ সম্মেলনে
ব্যতিক্রমী ও বিপর্য্যয়ী জৈবী-সংস্থিতিরই
আবির্ভাব হ'য়ে থাকে,
আবার, অবৈধ প্রতিলোমজ হ'লে—
যেখানে হয়তো রজস্দীপনা প্রবল,
বা পৌরুষ-বীর্য্য
খিন্নতায় অবশায়িত হ'য়ে উঠেছে,
বা তা' প্রবল হ'য়েও

রজস্-দীপনার অসঙ্গত বিন্যাসে
ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে,—
জৈবী-সংস্থিতিও তেমনি হ'য়ে
সেখানে আত্মবিকাশ ক'রে থাকে—
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ক্ষোভান্বিত ক'রে ;
তাই, নারী-পুরুষের মিলন যদি
শ্রেয়নিবদ্ধ না হয়,
নারী যদি স্বতঃ-দীপনায় স্বামী বা বরের
অনুচর্য্যী হ'য়ে
তৎ-স্বার্থিনী না হ'য়ে ওঠে,
সন্তান-সন্ততিও তেমনি সব দিক্-দিয়ে
ক্লিন্নতায় বিপর্য্যয়ীই হ'য়ে থাকে,
পুরুষের পক্ষে শ্রেয়কেন্দ্রিক, শ্রেয়ানুগ,
শ্রেয়ানুচর্য্যী
এক-কথায়, সৎ-সন্দীপ্ত অনুরাগসম্পন্ন
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে চলা
যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য
তেমনি নারীর পক্ষেও
শ্রেয়াভিদীপনায়
স্বামিস্বার্থিনী, স্বামিচর্য্যাপরায়ণা হ'য়ে
স্বামীর সত্তায় নিজের সত্তাকে সম্মিলিত ক'রে
বিহিত তদনুগ সক্রিয় সম্বেগে
তাঁ'র হাত-পায়ের মত
অভিন্ন হ'য়ে চলাই পরম সার্থকতা—
নিজের ভিন্ন অস্তিত্ব নিয়েও ,
ঐ চলনই হ'চ্ছে সতীত্ব,
ঐ তপই হ'চ্ছে সাধ্বীত্ব ;

ঈশ্বর পরম সৎ,
আর, সতীত্বই
তাঁ'র পারিজাতপ্রভ অমৃত-সিংহাসন,
আর, সাধ্বীত্বই হ'চ্ছে
স্বামিতপা সুযাগ—
বিবর্ত্তনের হোমবহ্নি। ৯৮।

সত্তায় যদি
বংশানুক্রমিক ভাবধারা
চেতনা-সন্দীপনায় না সজাগ থাকে—
প্রকৃতির বিহিত বিনায়নায়,
যা'র উৎসর্জ্জনায়
ভাবানুকম্পিতার উদ্ভব হ'য়ে থাকে,—
চেতন-সন্দীপনায়
পরিবেশের সাড়া
সে কি-ক'রে নিতে পারে ?
তা'র চিন্তাই ধরতে পারে না,
সে হয়তো
পরিবেশের সংঘাতগুলি নিয়ে
বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমদুষ্ট
হ'য়ে উঠতে পারে,
যা' অনেককে দেখা যায়,—
সত্তার বিহিত বিনায়নের অভাবে
যেমনতর একটা
আন্তরিক স্থবির সন্দীপনা নিয়ে আসে,
বিবেক-বিধায়না যা' আছে
তা' এমনতরই একটা রকম নিয়ে থাকে—

যা'র ফলে সে—
যা'কে বলে মিন্‌মিনে—
বোধ, বিবেক ও বাক্যে
যেমনতর হ'য়ে ওঠে—
তা'রই চরম পর্য্যায়ে
সে কি সংস্থিত হয় না ?
মানুষের অন্তর্নিহিত
জনি-সম্বেদনাই
ঐ বিভবের বিহিত স্রষ্টা ;
তা' যদি না থাকে—
সাত্বত চেতনার
বিলোল সংযোজনা
যেমনতর ক'রে তা'কে তোলে—
তাই-ই করে,
পরিবেশের সংঘাত
সেইগুলিকে চেতন ক'রে তোলে—
তা'র আন্তর প্রকৃতির মতন,
তা' যেমন অনুবেদনার সৃষ্টি ক'রে থাকে—
সে পরিবেশে
তা'ই ক'রে থাকে ;
ঐ চেতন-অনুবেদনাই
বোধ ও বিভবের নিয়ন্তা ;
পারিবেশিক সংঘাত
তা'কে যেমনতর ক'রে তোলে—
তা'র স্থিতি-সংঘাত-বিলয় নিয়ে
তা'র আন্তরিক চেতনা
বিভবান্বিত হ'য়ে

ব্যক্তিত্বকেও তেমনতরই ক'রে তোলে ;
পশুপক্ষী ও অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীও
সম্বৃদ্ধ হয়—
তা'দের প্রকৃতি-অনুপাতিক ;
তোমার যদি কিছু থাকে—
অর্থাৎ, তোমার যদি ঐ চেতনা থাকে—
ঐ প্রকৃতি থাকে—
তবে তুমি পারবে,
কাঠ-পাথরকে পারবে না—
তা' কাঠ-পাথরকে
পরিবেশের ভিতরেই রাখ,
আর, পরিবেশের বাইরেই রাখ,
কারণ, তা'দের ভিতর
ঐ-জাতীয় গুণচেতনা নেইকো ;
আর, কাঠ-পাথরকেও যদি করতে চাও—
তবে তা'দের প্রকৃতিকে
তদনুপাতিক পোষণ দিতে হবে ;
তাই, বাঁচতে হ'লেই চাই
যেমন, সাত্বত সম্বেদনী ব্যক্তিত্ব,
তেমনি চাই—
পরিবেশের জীবনীয় সংঘাত—
যা'র ভিতর-দিয়ে
বিবেক-বিচারণায়
বিহিতভাবে স্থির করতে পার—
কী ভাল,
কী মন্দ,
তাই, ব্যক্তিত্ব যেমন চাই,

পারিবেশিক সাড়া-সম্বেদনাও চাই,—
যা'র ফলে, সে
সংস্থিতির বিহিত বিধায়নাকে
বিধায়িত ক'রে
সাত্বত সম্বেদনায়
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে—
নিয়ে ও দিয়ে ;
এই সংঘাতের ভিতর-দিয়েই
মানুষ
যেগুলি সংগ্রহ ক'রে থাকে
বা সংগ্রহ করা যায়,
বিধায়িত নিষ্ঠায় অন্বিত হ'য়ে
সেগুলিও তোমাতে
প্রভাবান্বিত হ'য়ে
তদনুগ তাৎপর্য্যে
শিষ্ট বোধবিনায়নে
তোমাকে সুসন্দীপ্ত ক'রে থাকে,—
যা' আন্তরিক
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
নিবিষ্ট ঊর্জ্জনায়
মানুষের অন্তঃস্থ বোধবিধানকে
বিনায়িত ক'রে
বিবেকী ক'রে তোলে ;
অন্তর্নিহিত জনিরই
অভিব্যক্তি ঐ সব—
যা' পুরুষানুক্রমে নেমে আসে—
তা' চরিত্রে ও বোধানুভূতিতে ;

বংশানুক্রমে
তা' এমনতরভাবেই চ'লে থাকে—
সন্তান-সন্ততিতে সংক্রামিত হ'য়ে,
ঐ নিষ্ঠানন্দিত
কৃতিসম্বেগ-আনুগত্য
ও শ্রমসুখপ্রিয়তার
অনুধায়িনী তাৎপর্য্য নিয়ে ;
তা'রা গ্রহণও ক'রে থাকে তদনুপাতিক,
ঐ নিষ্ঠানন্দনার সাথে
যা'র সংঘাত আছে—
তা'কে ছেড়েও দেয় ;
আর, যা' যত বেশী
বোধবিধায়নায়
যেমনভাবে সংক্ষোদিত হ'য়ে থাকে,—
সন্তান-সন্ততির ভিতরেও
আবার তেমনতরভাবে
তা'রই উদ্বোধনা হয়—
কোথাও বেশী,
কোথাও কম ;
আমি তো এমনতরই বুঝি। ৯৯।

প্রসূতির প্রকৃতি যেমন,
জাতকের প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যও
তদ্রূপই সাধারণতঃ। ১০০।

যোনিযোগে ঢুকলে পাপ
রোখাই কঠিন তাহার দাপ। ১০১।

জৈবী-সংস্থিতির সংহতি যত কম,
মরণাভিনিবেশও তত সহজ। ১০২।

জনন-দুষ্টি যেখানে—
বোধকেন্দ্রও অব্যবস্থিত সেখানে
প্রায়শঃ। ১০৩।

জন্ম যাঁদের বিক্লব—
অর্থাৎ অনম্বিত, অসম্বদ্ধ,
বিকল বা অনুৎসুক,
চিত্ত তাঁদের অসংযত, অব্যবস্থ,
অনৈষ্ঠিক, প্রলোভন-প্রলুব্ধ। ১০৪।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের
মূল ভিত্তিই হ'চ্ছে—
সুপ্রজনন;
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে
যা'ই কর না কেন,
তা' কিন্তু ব্যর্থতার অট্টহাস্য ছাড়া
আর কিছুই নয়। ১০৫।

যা'তে জনন নষ্ট পায়,
জৈবী-সংস্থা তা'র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে
বিকৃতির বিপর্য্যয়ী
বিদারী সংঘাতে,—
জনন বা জাতি বিক্ষুব্ধ হয় তা'তেই,
কথায় বলে—"জাত গেল"। ১০৬।

সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনী যৌন-সংস্রবের ভিতর-দিয়ে
সুষ্ঠু সঙ্গতিপূর্ণ জৈব-সংস্থিতি
লাভ করার উপরই
মানুষের বৈশিষ্ট্য ও তা'র পরমায়ুর—
অর্থাৎ, বেঁচে থাকার
দীর্ঘত্ব নির্ভর করে বেশী। ১০৭।

প্রকৃতিতে ভর দিয়ে
বীজ তা'র তাৎপর্য্যানুপাতিক উদ্গত হ'য়ে
অধিগমনের পথে চলে—
নানা ভঙ্গীতে উন্নীত হ'তে-হ'তে
ক্রমান্বয়িতায়;
আভিজাত্য নিহিত থাকে ওখানেই,
আর, ক্রম-বিবর্ত্তনও তা'ই। ১০৮।

তোমার বংশ ও কৃষ্টির পক্ষে
অনাচরণীয় যা',
তা' তুমি যতখানি করবে,—
তুমি ও তোমার সন্ততির ভিতরে
ঐ ব্যতিক্রম
অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে চলবে। ১০৯।

স্ত্রী-পুরুষের ভিতর
প্রকৃতিগত বৈষম্য
যেখানে যতটুকু যেমন ক'রে
যে-রকমে—
সন্তানের ভিতরেও অসমঞ্জসভাবে

নানান ধাঁজে
তা'রই উৎপত্তি হ'য়ে থাকে—
দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু সাধারণতঃ—
এমন-কি, স্বাস্থ্য ও আয়ু পর্য্যন্ত,
তাই, মিলনে আগ্রহ-উদ্দীপ্ত
প্রকৃতিগত সশ্রদ্ধ-সামঞ্জস্য যেমনতর—
সন্তানে তা'র সব নিয়ে
সুষ্ঠু সমাবেশও তেমনতর। ১১০।

শৌর্য্যশালিনী ধী ও ধৃতিসম্পন্না
সৎ-অনুধ্যায়িনী
সাধ্বী জননীর আবাহন কর,
—বৈধী যাগ-নিয়মনে,—
দেববীর্য্যী সন্ততিতে
পরিবার পরিভূষিত হ'য়ে উঠুক,
জাতি
প্রস্বস্তিতে অমৃতস্রবা হ'য়ে উঠবে। ১১১।

শিক্ষা, যোগ্যতা ও জীবনের মান
যদি বাড়াতে চাও,
তাহ'লে তখনই নজর দাও—
সুপ্রজননের মান যা'তে যথোপযুক্তভাবে
উৎকর্ষ-অনুশ্রয়ী প্রবৃদ্ধির দিকে চলে,
নয়তো তা'
ব্যর্থতার প্রভাবকে এড়াতে পারবে না,
আর, ঐ ব্যর্থতার সাথে দ্বন্দ্বে
ব্যর্থতারই জয়লাভের সম্ভাব্যতা বেশী। ১১২।

তোমার বংশ ও বিবাহের মাধ্যমে
যেখানে যেমন ব্যতিক্রম থাকুক না কেন,
তোমার সন্ততিদিগকে
তা' ঐ ব্যতিক্রম-ঝোঁকা ক'রে তুলে' থাকে
প্রায়শঃই,
আর, এই ব্যতিক্রম যেখানে নেই—
ভালও হ'য়ে থাকে সেখানে
তেমনই। ১১৩।

সত্তা ও প্রজনন-নীতিকে
উৎক্রমণশীল না রেখে
ব্যত্যস্থ ও বিব্রত ক'রে
যা'রা প্রবর্দ্ধনের উপাসনা করে,—
ঐ আসুরিক দম্ভ-দীর্ণ অনুশাসনই
তা'দের নিঃশেষ হওয়ার
মূল কারণ হ'য়ে ওঠে—
উচ্ছৃঙ্খল অবোধ দাম্ভিকতার
বিষাক্ত বিপর্য্যয় ছিটিয়ে-ছিটিয়ে। ১১৪।

যে-জাতি
বৈশিষ্ট্যপালী সুষ্ঠু জৈব-সংস্থিতিতে
সমুন্নত নয়কো,
তা'দের জাতি, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, সংহতি,
শক্তি ও আয়ু
সহজ অবনতির অবাধ্য চলনে চ'লে
বিলয়-বিলোল হ'য়ে উঠবে—
তা'তে কিন্তু সন্দেহ নেই একবিন্দু,

আর, তা'রা
যতই ঐশ্চর্য্যমণ্ডিত হোক না কেন—
বিধ্বস্তি ও বিধ্বংসী অধঃপাতে অপলুপ্ত হওয়াই
তা'দের একমাত্র সম্বল। ১১৫।

অজচ্ছল
যেন-তেন-প্রকারে অপকৃষ্ট গণবৃদ্ধি
হ'লেই যে
জাতির, সমাজের, রাষ্ট্রের
সম্পদের কারণ হয়
তা' নয়কো,
বরং ভয়ালই তা'—
ঐ গণের প্রতি ব্যষ্টিই যদি
সুসংস্থিতিসম্পন্ন
সুকেন্দ্রিক, দক্ষ ও তীক্ষ্ণ-ধীসম্পন্ন না হয় ;
তাই, গণবৃদ্ধি ভালই,
কিন্তু সুষ্ঠু-জৈবসংস্থিতিওয়ালা, সুদীর্ঘজীবী,
সুকেন্দ্রিক, সুদক্ষ, তীক্ষ্ণ-ধীসম্পন্ন,
সুসংহতিপ্রবণ পরাক্রমী জননই
জন, জাতি, বংশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের
পরমশ্রী। ১১৬।

সন্তানকে
শিষ্টভাবে
যা'রা ধারণ করে,
পালন করে,
পোষণ করে,—

তা'রাই তো পিতা আর মাতা ;
পিতামাতার মধ্যে
কা'রো কোন ব্যতিক্রম হ'লে
তা'র দ্বারা বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে
ঐ সন্তান,
আর, সন্তান বিধ্বস্ত হ'লে
পিতামাতাও হয় তেমনতরই। ১১৭।

যতক্ষণ নিজের চরিত্র
শ্রেয়সন্দীপী
সুকেন্দ্রিক সাত্বয়ী সামঞ্জস্যে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,
বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে
তা'র অভ্যস্ত অভিব্যক্তি নিয়ে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
শ্রেয়ানুচর্য্যা-পরায়ণ হ'য়ে না উঠছ—
যা'-কিছু খাঁকতির বিহিত পরিশুদ্ধিতে,
তা'র আগে তোমরা যদি সন্তান-সন্ততির
পিতামাতা হ'য়ে ওঠ,
অবাঞ্ছিত জাতকের জন্মক্ষেত্র তো
হ'য়ে উঠবেই তোমরা,
এবং তোমাদের জীবনও
বিড়ম্বনাবিমর্দ্দিত হ'য়েই চলতে থাকবে তা'তে,
তাই বলছি—
যেমনতর পেতে চাও বা হ'তে চাও,
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে তা' কর বা হও। ১১৮।

বিবাহিত জীবনে সুপ্রজননের ভিত্তিই হ'চ্ছে—
স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে
শ্রেয়ার্থী অনুচলনে
নিজেদের বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যার সুসঙ্গতি ;
দক্ষ, ক্ষিপ্র তৎপরতায়
নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ক'রে
পূরণ ও পোষণ-তাৎপর্য্যে
পরিবার ও পরিবেশের প্রীতিকেন্দ্র হ'য়ে
উৎকর্ষী চলনশীলতায়
সন্তান-সন্ততির জনক-জননী যদি হও,—
শুভজীবনের আগমনক্ষেত্র
হ'য়ে উঠবে তোমরা,
নয়তো, ব্যত্যয়ী নিপীড়নে
তোমরাও নিপীড়িত হবে,
সন্ততিকেও ঐ পথের পথিক ক'রে তুলবে,
কৃতি-উৎসারণী সন্তান-সন্ততির
সৃজনক্ষেত্র হ'য়ে উঠতে পারবে না। ১১৯।

অশ্রেয়-সঙ্গতি-অনুসৃষ্ট যা'রা,
তা'রা ঈশী-অনুপ্রেরণায়
সুরত-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে—
এমনতর দেখা যায়নি,
ঈশী-সন্দীপনা প্রায়শঃই অব্যবস্থ,
আসুরিকবীর্য্যী ক'রে তোলে তা'দিগকে,
তা'দের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরতি যা'দের
তা'দেরও তদ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে
দেখা যায়,

অবশ্য, দুরাচার-কুলসম্ভূতও যদি
ঈশ্বরভক্তিপরায়ণ হয়—
বাস্তব চারিত্রিক অভিদীপনায়,—
সেও শ্রেষ্ঠ। ১২০।

একানুধ্যায়ী তাপস চলন
অভ্যাসে অভিদীপ্ত হ'য়ে
জৈবী-উপকরণের বিহিত বিন্যাসে
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মঠ সম্বেগে
সত্তানুসৃত যতই হ'তে থাকে,
বৈধানিক অঙ্কশায়িনী হ'য়ে
বংশানুক্রমিকতায়
সঞ্চরণশীল সংস্কৃতি নিয়ে
জীবদেহে তেমনি
ঋজী ও রিচী-শক্তির প্রাবল্য ঘ'টে থাকে
পুরুষ ও নারীর বৈশিষ্ট্যানুপাতিক ;
জীবনের আত্মিক অভিযান নিয়ে
বংশমর্য্যাদাও সেখানে
দেদীপ্যমান,
নইলে, তা' মুহ্যমান হ'য়েই চলে। ১২১।

যেখানেই তোমার জন্ম হোক না কেন—
তা' যে-দেশেই হোক,
আর যে-ঘরেই হোক,
বৈধী-বিনায়নার ভিতর-দিয়েই হোক—
আর, বিকৃতির ভিতর-দিয়েই হোক,
তুমি সেই পাতা বা সত্তারই

সন্ততি,
তফাৎ বা তারতম্য শুধু
জৈবী-সংস্থিতি ও সহজাত সংস্কারের
সৌষ্ঠবে বা ব্যতিক্রমে। ১২২।

বৈশিষ্ট্যপালী
সুষ্ঠু জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্ন জন্ম
সমাজে যতক্ষণ না উত্তাল হ'য়ে চলেছে
ধারাবাহিকতায়—
ততক্ষণ অসৌষ্ঠব যা'
বহুল পরিমাণে মাছের ডিমের মত জন্মাবে,
এবং তা' আনবে অন্যায়,
আনবে অত্যাচার,
আনবে কৃষ্টিধ্বংসী অপঘাত,
আনবে অসামাজিকতা, অযোগ্যতা, অন্নাভাব,
আনবে রোগ-শোক-দারিদ্র্য,
নিঃশেষ করবে মৃত্যুতে,—
বিদ্রোহী 'ভুখা হুঁ'-চীৎকারে
জাতির কাঠামোশুদ্ধ
সর্ব্বনাশে নিকেশ ক'রে ফেলবে—
যোগ্যতাহারা, বুদ্ধিহারা, বিজ্ঞতাহারা,
বিচ্ছিন্ন, বিকেন্দ্রিক চলনে। ১২৩।

জনক যদি শিষ্ট-শুদ্ধ হয়,
প্রবৃত্তিলোলুপ না হয়,
অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ থাকে—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে,—

আর, গর্ভাধার যদি
শুদ্ধ সদৃশ স্বামিকেন্দ্রিক হয়—
সন্তানের উৎপত্তিও
তদনুরূপ হ'য়ে থাকে,
আর, বিকৃত তাৎপর্য্য
বিকৃতিরই স্রষ্টা ;
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে
ব্যতিক্রম যতখানি—
সন্তানসত্তাও ব্যতিক্রমী হ'য়ে ওঠে
ততখানি। ১২৪।

স্ত্রী যদি স্বামী-পরায়ণা হয়
একমুখী আগ্রহ নিয়ে,
—সে খুব সুন্দর,
কিন্তু স্বামী যদি
ইষ্ট, আদর্শ বা শ্রেয়পরায়ণ ন হ'য়ে
স্ত্রী-সর্ব্বস্ব হয়
এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি
যদি আকৃষ্টও হয়—
তা'দের চিন্তা, চেষ্টা
ইষ্ট, আদর্শ বা শ্রেয়ে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
প্রগতিপরায়ণ না হওয়ার দরুণ
সন্তান-সন্ততি
অপকর্ষী, অস্বাভাবিক দুর্ব্বলব্যক্তিত্বসম্পন্ন
হ'য়ে ওঠে,
কারণ, পুরুষের
সক্রিয় উচ্চভাবানুকম্পিতা ছাড়া

বীজকোষে উৎকর্ষী জনি-সমাবেশ হয় না,

তেমনি স্ত্রীরও
কেন্দ্রায়িত ইষ্টানুগ পুরুষে
সক্রিয়, সশ্রদ্ধ, অনুকম্পী সেবাপ্রবণতা ছাড়া
ডিম্বকোষে শ্রেয় রজঃ বা ভূমিরও
সমাবেশ হয় না। ১২৫।

গণসমাজকে যদি সুজনন-অধ্যুষিত
ক'রে তুলতে না পার
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-সন্দীপী ক'রে—
আচারে, ব্যবহারে, চরিত্রে, সর্ব্বপ্রকারে,—
হীনবীর্য্য, অব্যবস্থ, বিকেন্দ্রিক,
অল্পায়ু সন্ততি-বাহুল্যে
দেশ পরিপ্লাবিত হ'য়ে উঠবে ;

অযোগ্য, অসঙ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে
কৃষ্টির অবদলনে
আত্মঘাতী বিক্ষোভ-বিলোলতায়
ধ্বংসকে আলিঙ্গন ক'রে
আত্মবিলয় করা ছাড়া
আর উপায়ই থাকবে না,
ব্যভিচার
বিপ্লবী পরাক্রমে
স্বার্থগৃধ্নু প্রবৃত্তি-লোলুপ অসঙ্গতির সেবায়
শাতন-উৎসবে, জাহান্নমে
জীবনকে উৎসর্গ করতে
বাধ্য করবেই কি করবে ;
তাই, সাবধান হও এখন থেকে। ১২৬।

জনন-শাসন যতই দুর্ব্বল হ'য়ে উঠবে,
অবিধি-সংক্রামিত হ'য়ে উঠবে,
সংস্কৃতির শুদ্ধচর্য্যাহারা হ'য়ে উঠবে,—
জন্মও তত দুর্ব্বল, বিপর্য্যয়ী,
বিকৃত বিপাকবুদ্ধিসম্পন্ন
প্রবৃত্তি-প্রধান হ'য়ে উঠবে,
সংখ্যাধিক্যও তেমনি
অবাঞ্ছিত হ'য়ে উঠবে,
পরিধ্বংসী হ'য়ে উঠবে,—
ফলে, লোক-নিয়ন্ত্রণ
দুরূহ ও দুর্দ্দান্ত হওয়া ছাড়া
পথই থাকবে না,—
বিধ্বংসী বিপাক
নীতিহারা অপ্রতিষেধী বিপর্য্যয় নিয়ে
উদ্দাম হ'য়ে চলতে থাকবে—
যোগ্যতাহারা বিকেন্দ্রিক অনাসৃষ্টির
আবির্ভাবে
ক্ষয়েরই জয় অবশ্যম্ভাবী তখন ;
সংস্কৃতিকে দৃঢ়হস্তে আঁকড়ে ধ'রে
বৈশিষ্ট্যপালী উৎক্রমণী ব্যষ্টি সৃজন করতে
এখন থেকেই অমোঘ হ'য়ে ওঠ,
নয়তো, অসামঞ্জস্য ও বিকৃতি
ধিক্কার পরিহাসে
নিকেশ করবে সবাইকে—
দুর্ভিক্ষ, দৈন্য ও অন্তর্ঘাতী দুন্দুভি নিয়ে। ১২৭।

বিপর্য্যয়ী দূষক-জনন জাতক
অব্যবস্থচিত্তই হ'য়ে থাকে,

অনুক্রমিকভাবে
ভালমন্দের উপর্য্যুপরি আনাগোনা
তা'দের অন্তঃকরণকে
আলোড়িত ক'রেই চলে,
সুনিষ্ঠ শ্রেয়কেন্দ্রিকতায়
স্থিরচঞ্চল প্রতিভাদীপ্ত
হ'য়ে উঠতেই পারে না তা'রা,
বোধ ও চিন্তার বিপর্য্যয়ও তা'দের
অব্যবস্থরূপই পরিগ্রহ করে,
অসৎনিবন্ধী প্ররোচনাই
তা'দের পেয়ে বসে প্রায়শঃ,
তাই, তা'রা
সাধারণতঃ অসৎকর্ম্মাই হ'য়ে থাকে,
যদিও সৎ-অভিদীপনা
বিদ্যুৎ-ঝলকের মত উদিত হ'য়ে
পুনঃ-পুনঃ ঘোর তমসারই সৃষ্টি ক'রে দেয়,
প্রায়ই আত্মঘাতী গণদূষক
সংক্রামকতাতেই
পরিচালিত হ'য়ে চলে তা'রা—
কখনও অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত,
কখনও বা বিপর্য্যয়ী বিপ্লবের সৃষ্টি ক'রে,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী শঠতা বা অনুপ্রেরণা
অকিঞ্চিৎকরই তা'দের কাছে,
ক্রূর নিষ্ঠুর-প্রবৃত্তি-প্রতিষ্ঠই তা'রা হ'য়ে থাকে,
আর, তাই-ই তা'দের শ্রেয়ার্থ-পরিবেষণা,
ওইগুলিই তা'দের দুষমনী দৌলত,
অনুবেক্ষণী দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখো,
আর, হিসাব ক'রে চ'লো। ১২৮।

যা'ই করতে চাও,
বা যা'ই করতে যাও না কেন
জন, জাতি ও দেশকে
সম্বৃদ্ধিশালী করতে,
প্রথমেই নজর দিও—
সুসন্ধিৎসু, সানুবেক্ষী, বিধিসঙ্গত
নিয়ন্ত্রণ-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সুমানুষের আবির্ভাব যা'তে হয়,
শিষ্ট বৈশিষ্ট্যপালী ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত
জৈবী-সংস্থিতিতে সমুন্নত হ'য়ে
মানুষের সুফলন যা'তে হ'তে পারে,
ঐ সত্তা-সংহিত জৈবী-সংস্থিতি
উৎক্রমণী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সুপুষ্ট সত্তা নিয়ে
সব দিকের সম্ভাব্যতায় সুদৃঢ় হ'য়ে
যত মানুষের উদ্ভব করবে—
একানুধ্যায়ী আদর্শে দানা বেঁধে
তদনুচর্য্যী সম্বর্দ্ধনায়
অবিসম্বাদী, অপ্রতিহত ওজঃ-সম্বেগ নিয়ে,—
দেশও ততই
কল্যাণময়ী উন্নতির উৎক্রমণায়
চলতে থাকবে,
ভাল করতে হ'লেই
হুঁশিয়ার মানুষ দরকার,
বেহুঁশ অনভিজ্ঞ বিজ্ঞতা
কল্যাণের কলস্পর্শী হ'তে পারে না। ১২৯।

বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী জনন-বিজ্ঞানকে
যেই অবজ্ঞা করলে—
সত্তার সংহতিকে দুর্ব্বল করলে অমনি,

ব্যক্তিত্ব
বিপর্য্যয়ী হ'য়ে ফুটে উঠল সঙ্গে-সঙ্গে,
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন
ক্রমশঃই বিকৃত হ'য়ে উঠতে থাকল,

কারণ, ঐ সত্তাসঙ্গত ব্যক্তিত্ব
ধর্ম্মকে ধারণ করতে পারল না,
কৃষ্টিকে
ব্যভিচারিণী ক'রে তুলতে লাগল,
যোগ্যতা ক্লীবত্বেই স্তব্ধ হ'য়ে রইল ;
ফলে, গেল তোমার ধর্ম্ম,
গেল তোমার ইষ্ট,
গেল তোমার কৃষ্টি,
গেল তোমার ঐতিহ্য,
গেল তোমার আভিজাত্য,
গেল তোমার সংহতি,
গেল তোমার শক্তি,
গেল তোমার জাতি,
গেল তোমার গণ,
গেল তোমার সমাজ,
গেল তোমার রাষ্ট্র,
গেল তোমার বিবর্দ্ধনী-প্রদীপ্ত প্রতিভা,
অজ্ঞ হীনত্বের মসীলিপ্ত আবরণে
বোধি-দীপালি
অন্ধকারেই গা ঢেলে দিল,

বিলোপী আপসোস
মরণশয্যায় শায়িত ক'রে
ক্লেদমর্য্যাদায় নিকেশ ক'রে ফেলল
যা'-কিছুকে। ১৩০।

জনন-প্রক্রিয়ার
প্রবুদ্ধ ক্রম-পর্য্যায়ে
যে নিজের জাতিকে
বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমায়
সঙ্গতির সংহত তাৎপর্য্যে—
সুসংবদ্ধ ক'রে তুলতে পারে না—
জনন-প্রক্রিয়ার বিশিষ্ট বোধনায়
স্বতঃসিদ্ধ
শিষ্ট স্বাধীন তাৎপর্য্যে,
সে অন্য দেশ বা জাতিকে
সুসংবদ্ধ, সুসঙ্গত
ও সুসন্দীপ্ত ক'রে তুলবে—
জীবন ও জনন-প্রক্রিয়ায়
বৈশিষ্ট্যানুগ বিহিত তৎপরতায়,
তা'ও কি হয় ?

যে নিজেই দক্ষ নয়,
প্রাজ্ঞ বোধিসম্পন্ন নয়,
বিশেষের বান্ধব হ'য়ে উঠতে পারেনি—
সর্ব্বতোভাবে
সব দিক্-দিয়ে,
অন্যকে সে
সুসংবদ্ধ ও সুসম্বুদ্ধ ক'রে তুলে

স্বস্তির ও সংহতির স্মিত বন্ধনে
কী ক'রে তা'দিগকে সংস্থ ক'রে তুলবে ?
তা' কি সম্ভব ?

ধর, কর, জান,
আর, সেই জানা নিয়োজিত ক'রে
অন্যকেও
সেই উদ্দীপনায় উদ্যত ক'রে তোল। ১৩১।

তোমার লাখ বিদ্যা থাক্,
অজচ্ছল বুদ্ধিই থাক্ না তোমার,
আর, তা' লাখ উপাধি-মণ্ডিত হ'য়ে
অযুত জলুস বিকিরণই করুক না,

তুমি যদি
বৈধী, বৈশিষ্ট্যপালী, শ্রেয়ানুচর্য্যী
পরিণয়ের ভিতর-দিয়ে
সুষ্ঠু ও সংহত জৈবী-সম্পদে
ঐশ্বর্য্যশালী না হও,—
সবই কিন্তু বৃথা তোমার ;
তুমি কণ্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথের অভিযাত্রী হ'য়ে
সন্তান-সন্ততির ভিতর-দিয়ে
এমন জীবন পরিগ্রহ করবে,
যা' ভাবতেও
শঙ্কাসঙ্কুল আতঙ্কগ্রস্ত না হ'য়ে
পারা যায় না ;
তুমি বিধিকে অমান্য করতে পার,
কিন্তু ঐ অবজ্ঞাত বিধি মূক-পদবিক্ষেপে
বাস্তব প্রতিক্রিয়ায়

কুৎসিত পরিণাম সৃষ্টি করতে
কসুর করবে না কিন্তু ;
বৈধী, বৈশিষ্ট্যপালী জৈবী-সংস্থিতির সম্পদে
ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়ে ওঠ,
তুমিও বাঁচ,
আর, পরিবেশকে বাঁচাও,—
একটা সুকেন্দ্রিক সর্ব্বর্দ্ধনী
তাৎপর্য্য-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে—
উচ্ছল পদবিক্ষেপে। ১৩২।

তোমার সভ্যতা যত উৎকৃষ্ট
বা বিশালই হোক না কেন,
কৃষ্টি তোমার
যত বিশারদ হ'য়ে উঠুক না,
তোমার ঐ সভ্যতা ও কৃষ্টি
যখন থেকে উৎকর্ষী জনন-সংবিধানের
প্রসূতি হ'তে ক্ষান্ত হবে,—
সেই মুহূর্ত্ত থেকেই ঐ সভ্যতার ললাটে
মসীতিলক পরিশোভিত হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ মসীতিলক
তমসাকে আহ্বান ক'রে
ঐ সভ্যতা ও কৃষ্টিসৌধকে
অনতিবিলম্বেই চুরমার ক'রে দেবে ;
আর, ঐ গৌরব-গর্ব্বী সভ্যতা ও কৃষ্টি
তোমাদের চেয়ে অপকৃষ্ট-কুলসম্ভূত
সুষ্ঠু জৈবী-সম্পদ্‌সম্পন্ন যা'রা,
হয়তো তা'দের পায়েই অঞ্জলি দিয়ে

পরাভূতির নির্ম্মাল্যে
পরিশোভিত ও প্রমোদিত হ'য়ে
থাকতে বাধ্য হবে ;

ঐ সভ্যতা ও কৃষ্টি তোমার
যদি অনাবিল, বৈশিষ্ট্যপালী জৈবী-সম্পদে
উৎকর্ষী হ'য়ে উঠতে না পারে,
তা' নিরর্থক ও অপঘাতী—
তা' তোমার পক্ষেও যেমন,
অন্যের পক্ষেও তেমনি। ১৩৩।

উৎকৃষ্ট কুলের উৎকর্ষীতপা যা'রা—
তা'দের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা
কমই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
কিন্তু অপকৃষ্ট কুলের প্রবৃত্তি-পথচারী
ভোগ-ক্ষুধাতুর যা'রা—
তা'দের সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও
সাধারণতঃ বেশী হ'য়ে থাকে ;
আবার, যেখানে অবৈধ ব্যতিক্রমী সংমিশ্রণ,
সন্তান-সন্ততি
আরও বেশী হ'য়ে থাকে সেখানে,
বিকেন্দ্রিক, অল্পায়ু, দুর্ব্বল-মনোবৃত্তি
ও দুষ্টপ্রবৃত্তিসম্পন্ন,
হ'য়ে থাকে তা'রা সাধারণতঃ ;
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের যদি উন্নতি চাও—
বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী-পরিণয়কে
সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তোল,
সুপ্রজনন-সম্পদে সম্পৎশালী হ'য়ে ওঠ,

নয়তো, স্বৈরী ব্যভিচার
পৈশাচিক আক্রমণে
তোমাদিগকে নিঃশেষ করবেই কি করবে। ১৩৪।

ক্ষুদ্রতম বিহিত ঔপাদানিক সংশ্রয়
ও বিন্যাসের তারতম্যে
বিধানের নিদারুণ বিপর্য্যয়
সংঘটিত হ'য়ে উঠতে পারে,
আবার, ঐ বিন্যাসের বিহিত পরিপোষণায়
বিধান
সুস্থ, সম্বর্দ্ধিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হ'য়ে
কর্ম্মঠ বোধায়নী পরিক্রমায়
সমুন্নত হ'য়ে
বহুগুণে সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে পারে ;
তাই, বেঁচে বর্দ্ধিত হ'য়ে চলতে পারার
মূলেই আছে—
বৈধী-বিন্যাসিত পুরুষ-নারীর
সুসংশ্রয়ী সুজনন,
সুনিষ্ঠ, সুতপ,
ও সমঞ্জস আহার, বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যা,
এক-কথায়, বিহিত সদাচারসম্পন্ন হ'য়ে চলা—
যা'ত বৈধানিক বিন্যাস
সমঞ্জস অনুচলনে চ'লে
বেঁচে বর্দ্ধিত হ'য়ে চলতে পারে,—
নইলে, বিপর্য্যয় ও বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী ;
মানুষ আহার ও আচরণের ভিতর-দিয়েই
আহরণ ক'রে থাকে,

তাই, "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ,
সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ,
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" । ১৩৫ ।

উপযুক্ত আহার
সদাচার-সমন্বিত, বৈধী, সুকেন্দ্রিক,
শ্রেয়ার্থসন্দীপী চলন
ও শ্রেয়কেন্দ্রিক তপশ্চরণের
নিরন্তর নিয়মন-অনুচর্য্যায়
বৈধানিক কোষ-সমাবেশের ওজো-দীপনা
ক্রমবর্দ্ধনশীল হ'য়ে
মানসিক, আধ্যাত্মিক উচ্ছলতায়
অভিদীপ্ত ক'রে
সর্ব্বাঙ্গীণ সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন বোধিদীপনাকে
পরিপুষ্টির সহিত
বিবর্ত্তনের পথে আবর্ত্তিত ক'রে চলে ;
ফলে, শরীর, মন ও সত্তার
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
প্রভূত উন্নতিই সাধিত হ'য়ে থাকে,
আর, ঐ এমনতর ক্রম-অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে
অভ্যস্ত গুণাবলীর ঔপাদানিক বিন্যাস
সুসংহিত হ'য়ে
বিহিত পরিণয় ও প্রজনন-সূত্রে
বংশপরম্পরায় অনুক্রমণ-তৎপরতায়
বিশেষ বৈশিষ্ট্যবান্
জৈবী-সংস্থিতির সংবিধান ক'রে তোলে,
আর, ঐ জৈবী-সংস্থিতি-সমন্বিত

বৈশিষ্ট্যবান্ জাতকেরও
আবির্ভাব হয় অমনতর ক'রে ;
আবার, ঐ বিবর্ত্তনী-বিধির ব্যতিক্রমে
যা' প্রায়শঃই পরিণয়ের ভিতর-দিয়ে
সংঘটিত হ'য়ে থাকে—
প্রতিরোধ-সঙ্গতিকে দুর্ব্বল-ক'রে তুলে',—
ঐ উৎক্রমণের অপলাপও সংঘটিত হ'য়ে চলে,
ওজঃ উজ্জীবনও নষ্ট হ'য়ে যায় ;
এমন-কি, অব্যবস্থ, দ্বিত্বমনা,
অবিশ্বস্ত, দুর্ব্বল, ক্রূর মস্তিষ্কের
আবির্ভাবও হ'য়ে থাকে অমনি ক'রেই ;
তাই, উন্নয়নের প্রথম ও প্রধান স্তরই হ'চ্ছে—
বৈধী-পরিণয়,—
যা'র ফলে,
মেধা, আয়ু, বল, বীর্য্য, বর্ণ
ও পটুত্ব-সমন্বিত জৈবী-সংস্থিতিওয়ালা
জাতকের আবির্ভাব হ'য়ে থাকে। ১৩৬।

জীবনের দৌড় হয়তো
ভালই দৌড়েছ,
অশেষ অভ্যর্থনার সহিত
কৃতি-মুকুটও হয়তো
মস্তকে ধারণ করেছ,
বিশ্রামের সময়ও হয়তো
ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে,
কিন্তু সুপ্রজননার অমর অনুশাসনকে

সমীচীনভাবে
অচ্যুত ধারায়
অবিরলস্রোতা ক'রে যদি
না তুলে' থাক,
তাহ'লেও কি ভাবছ—
সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে
তোমার শুভ-চেতন-সমুত্থান
সম্ভব হ'য়ে উঠবে কখনও ? ১৩৭।

কুলক্রমিক
শ্রেয়নিষ্ঠাসিঞ্চিত
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
মানস-উচ্ছ্রিত
কামবর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে
গুণ যেমন
সন্তান-সন্ততিতে সংক্রামিত হ'য়ে থাকে,
ওর ব্যতিক্রমে—
অগুণও কিন্তু তেমনই
সংক্রামিত হয়। ১৩৮।

শুধু সদ্‌গুণ-বহুল
বা অসদ্‌গুণ-বহুল পুরুষ হ'লেই
যে, সে ঐ গুণ
সন্তানে সঞ্চারিত ক'রে তুলতে পারবে,
তা' কিন্তু নয়,
যা'র ঐ গুণগুলি সুকেন্দ্রিকতায়
সত্তায় সঙ্গতিলাভ ক'রে
অন্তঃস্থ জনিকে
বিনায়িত ক'রে তুলেছে,—
এমনতর ব্যক্তিত্বই
তা'র গুণরাজি
সন্তানে সংক্রামিত ক'রে তুলতে পারে ;
আবার, যা'র গুণগুলি
সুকেন্দ্রিক সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
ব্যক্তিত্বে বিনায়িত হ'য়ে ওঠেনি—
সক্রিয় তৎপরতায়,
তা'র সত্তায় তা' কিন্তু
সংহিত হ'য়ে উঠতে পারে না,
তাই, সে তা' সন্তানে
সঞ্চারিতও ক'রে তুলতে পারে না। ১৩৯।

এমন অনেক অপকৃষ্ট
ও অসৎ-চরিত্র লোক দেখা যায়
যা'দের ভিতরে
উদ্দীপ্ত এমন অনেক সদ্‌গুণ আছে—
সক্রিয় তাৎপর্য্য নিয়ে,
যা' হয়তো
অনেক সুধীদের ভিতরও দেখা যায় না ;
এর মানেই হ'চ্ছে—
তা'রা যে বৈশিষ্ট্যশীল
কৌলিক চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
পিতামাতার বোধি ও প্রকৃতি-নিঃসৃত হ'য়ে
জন্মগ্রহণ করেছে,
তা'তে কোথাও বা পিতৃকুল প্রবল আছে,

কোথাও বা মাতৃপ্রকৃতি প্রবল আছে,
কিন্তু তা' অস্বাভাবিক-সঙ্গতিসম্পন্ন হওয়ায়
ঐ কুলবৈশিষ্ট্যের যে অপচয় ঘটেছে,—
তা'র ভিতরেও
ঐ সদ্‌গুণ দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠেছে
তা'দের চরিত্রে ;

ক্রমবিপর্য্যয়ী চলনে
যদি চলতে থাকে তা'রা
দুই-এক পুরুষের পরই
ঐ সৎপ্রভা বিলীন হ'য়ে উঠতে পারে—
যদি তা'রা
বৈশিষ্ট্যপোষণী, শ্রেয়সন্দীপী,
ধর্ম্মদ বৈধী-বিবাহপালী
ও সৎ-তপা না হ'য়ে চলে ;
সুষ্ঠু বিবাহ-সংস্কার ও তপঃপরায়ণতায়
বংশানুগ ক্রমানুশীলনে
বিহিতভাবে
ঐ দোষগুলি ক্ষীণতর হ'তে-হ'তে
সদ্‌গুণেরই প্রাবল্য হ'য়ে উঠতে থাকবে ;
এই হ'চ্ছে
শ্রেয়সন্দীপী সুযোগ্য কুল ও প্রকৃতিগত
অনুপোষণী পবিত্র যৌন-সম্মিলনের
শ্রেয়ব্যঞ্জক ফল,
যা' নাকি প্রতিটি জীবনের পক্ষে
অতীব প্রয়োজনীয়,
প্রবৃত্তি-বিভ্রান্ত হেলাফেলায়
অসৌষ্ঠবেরই আমদানী হ'য়ে থাকে ;

শ্রেয় যদি চাও,
সব দিক্-দিয়ে শ্রেয়চর্য্যানিরত হ'য়ে চল—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে। ১৪০।

কোন নামজাদা পুরুষের ঔরসে
নামজাদা স্ত্রীর গর্ভে
জন্ম নিলেই
সব হ'ল না,
জনন-ধারার
উপযুক্ত সদৃশ সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
কৃতি-সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
উচ্ছ্বসিত আনতি-উদ্বেলনায়
যদি সন্তান-সন্ততি
পুরুষ-পরম্পরায় জন্মলাভ করে,—
তবে সেই পারম্পর্য্যে
সাত্বত সম্পদ্
অনেকখানি বহন ক'রে নিয়ে আসে,
আর, ব্যতিক্রম
ব্যতিক্রমকেই আহ্বান ক'রে থাকে ;
যেমনভাবে
শিষ্ট সম্পদের ভিতর-দিয়ে
তোমার অভ্যুত্থান হবে—
তুমিও তেমনি
সেই ধারারই
স্রোতল সঙ্গতি-অভিদীপনা নিয়েই
চলতে থাকবে—
সাধারণতঃ। ১৪১।

অস্খলিত অনুধায়নায়
যখন থেকে
তোমার জীবনযাত্রা
বৈধী-নিয়মনায় উচ্ছল হ'য়ে
সুদীর্ঘ সন্দীপনায়
চলৎশীল হ'য়ে উঠবে,—
সার্থক ঐতিহ্য, প্রথা ও সংস্কারের
বিনায়নী ব্যপদেশে
জনন-সন্দীপনা
যখন থেকে
সদৃশ সুসম্মিলনী তাৎপর্য্যে
বিধায়িত হ'য়ে
জীবন ও আয়ুকে
অস্খলিতভাবে
বিনায়িত ক'রে চলবে—
ক্রমচলনে,—
বিচ্ছেদহারা,
প্রীতিসন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
সমীচীন সদৃশতার শুভ সঙ্গতিতে
প্রতিপ্রত্যেকের জনন
বিধায়িত হবে,—
কৃতিসম্বেগ যখন
শিষ্ট সন্দীপনায়
সার্থকতার কৃতকার্য্যে
বিভূষিত হ'য়ে
পরিচর্য্যার পরিবেষণে
লোকসঙ্গতির তাৎপর্য্য নিয়ে

উচ্ছল সম্বেগে
চলন্ত হ'য়ে উঠবে,—
তোমার ব্যক্তিত্ব
ও জাতীয় জীবনের জয়যাত্রা
তখন থেকেই
সুরু হ'তে থাকবে—
আরো-আরোর পথে। ১৪২।

জন্মপ্রবর্ত্তনা যদি
সুবিধি-নিয়ন্ত্রিত না হয়,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়,
আর, ঐ ব্যতিক্রম-দোষ
যদি উৎসাহনন্দিত হ'য়ে
অপশ্রেয় যা'
তা'কেই গ্রহণ ক'রে
ও জাতির বিশুদ্ধ সীমাকে অতিক্রম ক'রে
দুষ্ট যা'-কিছুকে
আলিঙ্গন ক'রে চলে,
তবে ঠিকই জেনো—
লাখ নিশ্চয়তার সহিত জেনো—
উৎসৃজনী জাতিমাহাত্ম্য
ক্রমেই খানখান হ'য়ে পড়বে ;
ঐ ভঙ্গুর মনোবৃত্তি
প্রতিটি ব্যষ্টিকে সংক্রামিত ক'রে
সমষ্টির উর্জ্জী সন্দীপনার
সমাধি রচনা করবে,
ন্যায়হারা, পরাক্রমহারা
নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ

বিচ্ছিন্নতার পয়ঃপ্রণালীকেই
পরিপুষ্ট ক'রে চলতে থাকবে ;

প্রতিটি ব্যষ্টির পবিত্র কুলে
ছিন্নভিন্ন নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
ব্যতিক্রমী মত্ততায়
আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে
ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠবে,

বুঝবে না তা'রা
স্বধা কা'কে কয়,
স্বস্তি কা'কে কয়,
বিধি কা'কে কয়,
অনুশাসন-আশীর্ব্বাদ কা'কে কয় ;
সত্তাপোষণী সার্থক নন্দনা
হ'য়ে উঠবে তা'দের কাছে
সর্ব্বনাশের ইন্ধন ;
বেশ ক'রে বিবেচনা কর,
বোঝ,
সাত্বতীর বিধায়িত যা'
তা'তে একান্ত হ'য়ে ওঠ—
কৃতি-পরিচর্য্যা নিয়ে,
শ্রম-প্রীতি নিয়ে ;
আর, ত্যাগ কর তা'ই
যা' অস্তিত্বকে
মুছে ফেলে দিতে চায়। ১৪৩।

'জন' মানেই—
জন্মগ্রহণ করা,

আর, জন্মগ্রহণ করতে হ'লেই—
জন্মদাতার প্রয়োজন,
এবং ধাত্রীর প্রয়োজন,
এই দাতা ও ধাত্রী—
প্রত্যেকেই মা-বাপ,
তা'দের ভিতর-দিয়েই
শরীর-সংগঠিত হ'য়ে থাকে—
সাত্বত বিধান নিয়ে ;
এই দাতা ও ধাত্রীর ভিতর
নিষ্ঠানিবেশ,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ,
আর, শ্রমদীপ্ত ঊর্জ্জনী সুর—
যেখানে যত
শুভসন্দীপনায় চলৎশীল,—
যা'র জন্ম হয়েছে—
তা'র প্রকৃতিও
তেমনতরই হ'য়ে থাকে,
তাই, সেই পরাৎপর হ'তে
প্রতিটি কীটের পর্য্যন্ত—
এদের আশ্রয় ক'রেই উদ্ভব হয় ;
আবার, এই আশ্রয়
যত বিক্ষেপদুষ্ট হ'য়ে ওঠে—
ভয়ও তেমনতরই আক্রমণ ক'রে থাকে ;
অক্ষর যা'
তা'কে সুসংহত ক'রে রাখ,
ক্ষর যা'
অক্ষরের সেবানুচর্য্যায়

যেমন তা' লাগে—
তা'ই লাগাও,

নয়তো ফেলে দাও,
অস্তিত্ব
স্বস্তিসম্বৃদ্ধ হ'য়ে
স্বতঃদ্যোতনায়
উচ্ছল হ'য়ে চলবে অনেকখানি—
করা-মোতাবেক। ১৪৪।

'জাতি' কথাটার উৎপত্তিই
জন্ম দিয়ে,
জন্মের ধারা
রেতঃ বহন করে—
তদ্‌গুণদীপ্ত ক'রে
যদি বিবাহ তুল্য ঘরে হয়,
তুল্য গোত্রে হয়;

আমাদের জন্মধারা যা' যা'
সেগুলি যতখানি
পবিত্র ও নিরাবিল হ'য়ে উঠবে,—
আমাদের ঘরের সন্তান-সন্ততিও
তেমনতর নিরাবিল উৎসর্জ্জনা নিয়েই
চলতে থাকবে,
বিধির প্রত্যয় এই-ই;
আর, যেখানে আচার-ব্যবহার,
চালচলন,
ও মানস প্রবৃত্তি
যেমনতর ব্যতিক্রমদুষ্ট,—

জন্মও তেমনতর
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে থাকে সেখানে,
জননধৃতিবোধ এই-ই,
বা জননবিজ্ঞানের ধারা এই-ই;
শুধু মানুষ কেন—
প্রতি জন্তু-জানোয়ার-গাছপালারও
ঐ অমনতরই;

জাতিকে—
মানে, জনকে
যদি ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
তদনুগ উৎসরণে পরিচালিত কর,
শরীর ও মস্তিষ্কে সংস্কারও
তেমনতরই হ'য়ে উঠবে,
এই হ'চ্ছে মোক্তা কথা;
শুধু রক্তমাংস ধ'রেই
জাতি নিয়ন্ত্রিত হয় না,
জাতির উৎসই হ'চ্ছে—
রেতঃ ও রজঃ দিয়ে,
এই রেতঃ-রজের সঙ্গতি-অনুক্রমে
জন্মের ধারা বিধৃত হ'য়ে থাকে,
সবরকম প্রবণতা—
এমন-কি, আধিব্যাধিও
ঐ ধারারই অন্তর্গত;
পিতৃপুরুষ যদি বিজ্ঞ হ'য়ে থাকেন,
সৎ হ'য়ে থাকেন,
এবং তদনুগ উপযুক্ত ক্ষেত্রে
তাঁ'দের বিবাহ হ'য়ে থাকে—

যেখানে কোনরকম ব্যতিক্রমদুষ্টির
চিহ্নমাত্রও নাই,—
সেখানে সন্তান-সন্ততিও
তেমনি হ'য়ে থাকে ;

আর, ব্যতিক্রম হবে যেমনতর,—
সন্তান-সন্ততির ধৃতিদীপনাও
তেমনি হ'য়ে থাকে—

যদি সে
উপযুক্ত কৃতিনিয়মনায়
নিজেকে বিনায়িত না করে,
এই হ'ল মোক্তা কথা ;
সেই জন্য, কোথাও সাত পুরুষ,
কোথায় চৌদ্দ পুরুষের
কৃতি-প্রকৃতি দেখার নিয়ম
আজও কোথাও-কোথাও আছে ;
মানুষ যদি ভাল চাও—
সন্তান-সন্ততির জন্মকে
বিধায়িত কর ;
তবে তো ! ১৪৫ ।

মেয়ে-পুরুষ !
উভয়েই মনে রেখো—
আন্তরিক উৎসর্জ্জনায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে দেখো—
বাঁচার যা'-কিছু সব দায়িত্ব—
মায়ের,

আর, সম্বর্দ্ধনী পরিচর্য্যার
যা'-কিছু দায়িত্ব—
বাপের ;
মা-বাপের
বিহিত সঙ্গতি যদি না থাকে,—
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর
যদি সম্বেদনী অনুরাগ
নিবিষ্ট হ'য়ে না ওঠে,—
তবে, বাঁচা-বাড়া দু'য়েতেই কিন্তু
ব্যাঘাত আসে,
আর, সে-ব্যাঘাতের আঘাত
তোমাদেরই বিসৃষ্ট ;
সন্তানের সন্দীপনী তাৎপর্য্য—
যা' মানুষকে
ইষ্টনিষ্ঠায়
অস্খলিত উদ্দীপনায়
নিবিষ্ট ক'রে তোলে—
তা' মা-বাপেরই পরম আশীর্ব্বাদ,
আর, ঐ ইষ্টনিষ্ঠার শিষ্ট চলন
জীবন-বৃদ্ধিকে সুসন্দীপ্ত ক'রে
সুদীপ্ত ক'রে তুলে
সুবর্দ্ধিত ক'রে
সন্তানের ব্যক্তিত্বকে
বিহিত বিশেষে
সংযত ও সংহত ক'রে
পরিবেশ-পরিচর্য্যায়
প্রদীপ্ত ক'রে তুলে থাকে ;

তাই, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর,
মা-বাপের প্রতি সন্তানের
ঐ নিবেশ-সন্দীপনা—
যা' শ্রদ্ধা
ও রাগদীপনী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
গজিয়ে ওঠে—
জীবনের মূলধন কিন্তু সেখানে ;
সেই মূলধনের ভৃতি-পরিচর্য্যা
তোমার ব্যক্তিত্ব-বিভবকে
শিষ্ট বিনায়নে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে,
আর, ঐ ইষ্টার্থের আবাহন
তোমাকে
মাঙ্গলিক অভিসারে
আবাহন ক'রে চলুক,
আর, বর্দ্ধনা আসুক—
হাসিমুখে,
তোমার আলিঙ্গনের ভিতর-দিয়ে
পরিবেশের যা'-কিছুকে
যেন তা' আলিঙ্গন ক'রে তোলে—
সম্বর্দ্ধনার সজাগ আহুতিতে। ১৪৬।

স্বৈরিণী-নারী
সুবীজের গর্ভধারিণী হ'লেও
সে ঐ বীজ-তাৎপর্য্যে
ধাতুগত খাঁকতি অনেকখানি ঘটিয়ে ফেলে,
ফলে, জাতক বিপর্য্যয়ী হ'য়ে ওঠে
খানিকটা। ১৪৭।

বিবাহে ব্যভিচার
জৈবী-সংস্থিতির অবনতির মূল উৎস,
এর প্ররোচনা বা সমর্থনে
সক্রিয় তৎপর যা'রা,—
তা'রা জীবন ও জাতির পরম শত্রু। ১৪৮।

আপদ্ধর্ম্মের সময়
অনেক অনুশাসন হয়তো
অগ্রাহ্য করা যায়,
কিন্তু জনন-অনুশাসন যেগুলি
সেগুলি যথাসাধ্য পরিপালন করাই উচিত,
কারণ, সুজনন
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
শ্রীমণ্ডিতই ক'রে তুলতে পারে,
তা'র ব্যভিচার পরিধ্বংসেরই স্রষ্টা। ১৪৯।

ব্যভিচারদুষ্ট হওয়া তো খারাপই,—
প্রতিলোম-ব্যভিচার
আরও জঘন্য ও সর্ব্বনাশের,
কারণ, অনুলোম-ব্যভিচারে মোটামুটিভাবে
সুপ্রজননও হ'তে পারে,
কিন্তু প্রতিলোমে তা' সুদূরপরাহত,
বরং কুৎসিতেরই আগমনী তা'। ১৫০।

সুজননে দেশকে যদি সমৃদ্ধই করতে চাও,
প্রতিলোম-ব্যভিচারের অবলোপ কর—
যা' জনিকে জীয়ন্ত বিকৃতিতে

বিকল ও ছন্নছাড়া ক'রে তোলে,
ঐ সর্ব্বনাশা ডাইনী প্ররোচনা হ'তে
মুক্ত ক'রে তোল সবাইকে—
যেমন ক'রে তা' সম্ভব হয়। ১৫১।

লোকপ্রজনন-উৎসকে
যা' ব্যভিচারদুষ্ট ক'রে তোলে,
ব্যতিক্রম-বিভ্রান্ত ক'রে তোলে,—
সে নীতি, বিধি বা দর্শন
যা'ই হোক না কেন,
তা' পাপদুষ্ট,
পাতক-প্রজনক,
তাই, তা' মহাপাপের,
কারণ, তা'তে প্রতিটি ব্যক্তিজীবনই
ব্যতিক্রান্ত ও ব্যভিচারদুষ্ট হ'য়ে থাকে—
জনন-দুর্য্যোগগ্রস্ত হ'য়ে,
বৈধানিক বোধদীপনী সমীক্ষাকে
ঝাপসা ক'রে দিয়ে
অন্ধ ক'রে দিয়ে—
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট ভোগবৃত্তির
অবিমৃষ্যকারী
দুর্নৈতিক চলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে;
তাই সাবধান, সাবধান,
অতি সাবধান। ১৫২।

প্রতিলোম-জাতক যতই প্রবীণ, বিদ্বান্,
বলশালী হোক না কেন,

তা'র অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য
বিকেন্দ্রিক, অব্যবস্থ, অবিশ্বস্ত, লোভপরবশ
ও হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সায় প্রবৃত্তিস্বার্থ-সঙ্গত
হবেই কি হবে;
তেমনি আবার ভ্রষ্টানারী
বিহিত শ্রেষ্ঠ পুরুষের সাথে
সঙ্গতিলাভ করলেও
তৎ-উৎসৃষ্ট জাতক
মাতার ঐ ব্যতিক্রমের জন্য
পৈতৃক আভিজাত্য ও গুণগৌরবে
খানিকটা অপকৃষ্ট হ'য়েই ওঠে,
যদিও একানুধ্যায়ী সহ্য, ধৈর্য্য
ও অধ্যবসায়পূর্ণ ক্রমাধিগমনে
সে অনেকখানি
উৎকর্ষের পথে এগিয়ে যেতে পারে,
তাই, তা' মন্দের ভাল;
আবার, যে-নারী শ্রেয়-আসঙ্গ আশ্রয় ক'রেও
পুনরায় সম বা অশ্রেয়তে
আসঙ্গ আশ্রয় লাভ করে,
শরীর ও মনের বিপর্য্যয়ী,
বিকেন্দ্রিক, ব্যতিক্রমী ব্যভিচারে
সে সঙ্কীর্ণ, অব্যবস্থ, কুৎসিত প্রকৃতি
ও প্রবৃত্তিরই জননী হ'য়ে থাকে,
অমনতর জননী ও সন্তান
রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারে
বিষক্রিয়াই বিস্তার ক'রে চলে—
নিজেদের জৈবী-বিধান ও ব্যক্তিত্বকেও

সাংঘাতিক মোহাচ্ছন্ন বোধবিক্ষুব্ধ
বিকৃতিতে বিসর্জ্জন ক'রে ;
তা'দের ভোগ-ঈপ্সা
নরক-নর্ত্তনমুখর হ'য়ে
বীভৎস যা'-কিছুকেই উদ্গীরণ করতে থাকে—
নানান ধাঁজে, নানান ভঙ্গীতে,
নানান কায়দা ও যুক্তিতে,
আপঘাতিক বিষাক্ত আনন্দে। ১৫৩।

তরুণ ও বয়স্ক
পুরুষ ও নারীদের পক্ষে
সাধারণতঃ প্রজনন-ক্ষমতা থাকা পর্য্যন্ত
অবাঞ্ছিত মেলামেশা ভাল নয়কো,
এতে স্ত্রী-পুরুষ
প্রত্যেকে প্রত্যেককে
প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে,—
কাম-চরিতার্থতার
লোলুপ খপ্পরে নিয়ে যায়,
ফলে, জীবনীয় দীপন-সম্বেগ
দুষ্ট হ'য়ে ওঠে ;
সঙ্গে-সঙ্গে
ভবিষ্যের কোলে
যে সন্তান-সন্ততি থাকে,—
যা'রা তা'দের জীবন-প্রসাদে
পরিপ্লুত হ'য়ে
জন্মগ্রহণ করে,
তা'দিগকে দোষণ-বিক্ষেপে
বিক্ষুব্ধ ক'রে থাকে,
অদৃষ্টের শাতন-নর্ত্তন
কূট কটাক্ষে
তা'দিগকে লক্ষ্য ক'রে
অট্টহাসি-ক্ষুব্ধ ক'রে
বিপর্য্যয়ী ভ্রান্তিতে
নিক্ষেপ করে থাকে—
বিদ্রূপের বেতাল বিক্ষেপে ;
তাই বলি—
নিয়ন্ত্রিত হও,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে
সসম্মানে পরিপালন কর,
বিক্ষেপের আক্ষেপ নিয়ে
চলতে হবে কমই। ১৫৪।

যে-মেয়ের চরিত্র ও কুলসংস্কৃতি
বরের চরিত্র ও কুলসংস্কৃতির অনুপোষক,—
এমনতর কুমারী মেয়ে বিবাহে প্রশস্ত,
ধর্ম্মদ
ও আভিজাত্যের উৎকর্ষী-পরিপোষণী,
কিন্তু পরিত্যক্তা, বিধবা বা ভ্রষ্টা নারী
বিবাহকার্য্যে সুষ্ঠুও নয়,—
আর, সে
আভিজাত্য-উদ্বর্দ্ধনীও নয়কো। ১৫৫।

বৈধীভাবে বিবাহ চলতে পারে
এমনতর ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যভিচারও হয়,

আর, সে-ব্যভিচার যদি
শ্রেয়ানুধ্যায়িতার সহিত
সুসম্বেগী তদুপচয়ী অনুচর্য্যাপরায়ণ হয়—
সুকেন্দ্রিক সার্থকতায় অন্বিত হ'য়ে—
তা'ও শ্রেয়,—
অবিশ্বস্ত, পরশোষী, দুঃখদ, ক্রূর, কুৎসিত
চরিত্রের চেয়ে,
যদিও ব্যভিচার নিন্দনীয়ই। ১৫৬।

কোন উচ্চ বর্ণের পুরুষে
ব্যভিচারদুষ্টা হ'য়ে
যদি কেউ পুত্র বা কন্যার
জননী হ'য়ে থাকে,
এবং ঐ সব সন্তান-সন্ততিকে
যদি ঐ শ্রেয়বর্ণানুরূপ বিহিত অনুক্রমায়
পরিণয়-নিবদ্ধ করা না হয়,—
তবে তা'দের যথেচ্ছ যৌন-সংস্রব
সত্তা, শক্তি, রক্ত, সমাজ, কৃষ্টি
ও সঙ্গতি-বিধ্বংসী হ'য়ে ওঠে;
ঐ ব্যাহত বিকৃত ধারা
যতকাল দুনিয়ার বুকে ভ্রাম্যমাণ থাকে,—
মানুষের গতি ততদিন
অন্ধতমসাচ্ছন্ন হ'য়েই চলে। ১৫৭।

পরিত্যক্তা স্ত্রী নিঃসন্তানা হ'য়ে থাকে—
তা'ও বরং ভাল,
কিন্তু পুনর্ব্বিবাহের দ্বারা

জনন-সম্পদ্‌কে শীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ করা
কিছুতেই উচিত নয়,
কারণ, ঐ সঙ্কীর্ণ জনন-প্রাদুর্ভাবই
জনগণকে সঙ্কট-সঙ্কুল ক'রে তোলে,
আর, জৈবী-সংহতির শ্লথ-সংগঠন হেতু
শারীরিক ও মানসিক অপচয়ী ক্রমপদক্ষেপে
তা'রা অব্যবস্থ
এবং রোগনমনীয় হ'য়ে ওঠে। ১৫৮।

মেয়েদের অশ্রেয় পুরুষে
বা বহু পুরুষে বাগ্‌দান
ব্যতিক্রমী, বিকেন্দ্রিক,
ব্যভিচারী শ্রদ্ধাদীপনা-হেতু
ভ্রষ্টাচারের তুল্য উপপাতক,
বিকৃত মানসিকতার দরুন
শ্রদ্ধা-অনুচর্য্যাকে ব্যাহত ক'রে
অপকৃষ্ট জননেরই আমন্ত্রক তা'। ১৫৯।

বিবাহ যেখানে শ্রেয়সন্দীপী, বৈশিষ্ট্যপালী
প্রকৃতিপোষণী তাৎপর্য্যে
সুনির্দ্ধারিত না হয়,—
সেখানে বাগ্‌দান
নারীর পক্ষে অবিধেয় ও গর্হিত,
কারণ, বাগ্‌দান ও বিবাহের পর
উর্দ্ধ্বনের অপলাপ,
বৈশিষ্ট্যধ্বংসী কুৎসিত জননের প্রাদুর্ভাব
বা তজ্জাতীয় যে-কোন কারণেই হোক

স্বতন্ত্র অবস্থানের প্রয়োজনীয়তার উদ্ভবই
নারীর পক্ষে হেয় ও অমর্য্যাদাসূচক,
তা'তে তা'র জৈবী-সংস্থিতি ক্রূর-কুটিল,
বিক্ষিপ্ত ও অপদস্থই হ'য়ে থাকে। ১৬০।

দান যা'ই কর না কেন,
এমন-কি, বাগ্দান, আত্মদান পর্য্যন্ত—
তা' আপাত-দৃষ্টিতে সত্তাপোষণী হ'য়েও
যদি সৎসম্বর্দ্ধনী না হয়—
তা' কিন্তু প্রশস্ত নয়;

আবার, যে-দান
আপাত-সত্তাপোষণী না হ'লেও
সৎ-সম্বর্দ্ধনী, জীবনীয়—
তা' কিন্তু সাধু;

আবার, যে-দান
সত্তার অপকর্ষী, ক্ষয়ী, অসৎপ্রসূ—
তা জঘন্য, পাপের,
তাই, প্রবৃত্তিপ্রসাদী প্রতিলোম-উদ্বাহও
সত্তার অপকর্ষী, ক্ষয়কারী,
বিপর্য্যয়প্রসূ, অসৎ-সন্দীপী—
যা' সংক্রমণ-সংবর্দ্ধনে
কালে গণক্ষয়ী হ'য়ে উঠতে পারে,
তা' সব দিক্-দিয়ে সর্ব্বনাশা কিন্তু,
যেখানে এমনতর সংস্রব সঙ্ঘটিত হয়েছে
সে-স্থলে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকাই
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—
প্রতিলোমী জননকে নিরুদ্ধ ক'রে—

বিহিত শ্রেয়ার্থ সংশ্রয়ী জীবন-উদ্‌যাপনে,
তা' নিজের তো মঙ্গলজনক বহুলাংশেই,
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্র
সব দিকেরই অমঙ্গল-নিরোধী। ১৬১।

তুমি স্ত্রীই হও আর পুরুষই হও—
বিবাহের পূর্ব্বে,
অন্ততঃ বাগ্দানের পূর্ব্বে
কাউকে স্বামী বা স্ত্রী ভেবে
নিজেকে
তদ্ভাবে ভাবিত ক'রে তুলতে যেও না,
কারণ, কোনক্রমে যদি তোমাদের
বিবাহ নিষ্পন্ন না হয়—
ঐ ভাবানুগ সংহত মনোবৃত্তি
সংঘাত পেয়ে
এমনতর বিক্ষেপ সৃষ্টি করতে পারে—
যা'র ফলে, জীবন অনেকখানিই
বিধ্বস্তিতে বিদলিত হ'য়ে চলবে,
অন্যত্র বিবাহিত হ'লেও
কেউ কাউতে
বা উভয়েই উভয়েতে
সার্থক সম্মিলিত হ'য়ে উঠতে পারবে না,
আর, তোমাদের মনোনয়ন-সম্বন্ধেও
ঐ বাগ্দান বা বিবাহের পূর্ব্বে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
যথাবিহিতভাবে দেখে-শুনে নিও,—
যা'তে তোমাদের ভিতর

চরিত্রগত ও কুলগত মিলন
উৎকর্ষপ্রাণ হ'য়ে ওঠে ;
কিন্তু এই বিহিত ও শ্রেয়-সংশ্রয়ী
বাগ্‌দান বা বিবাহ হ'য়ে গেলে
তোমরা যা'ই হও আর যেমনই থাক—
সমস্ত প্রবৃত্তি সংহত ক'রে
দাম্পত্য-আলিঙ্গনে
উভয়ে উভয়কেই
সম্বুদ্ধ ও সংস্থ ক'রে নিও,
তা'তে থাকবে স্থৈর্য্য, সম্প্রীতি,
লালিত্যময়ী সেবা ও সহযোগিতা,
পারস্পরিক স্বার্থ-অনুরঞ্জনা,
হবে ধীর, হবে সুবিবেচী,
উৎস বা আদর্শনিষ্ঠ,
সন্ধিৎসু, দক্ষচক্ষু,
নিরন্তরতাযুত, পবিত্র,
দৃঢ়কর্ম্মা, তেজোৎকর্ষী,
আর, এর ব্যত্যয় হ'লে
বিপাকও তেমনি চলতে থাকবে ;
তাই, সাবধানে, সুবিবেচনায়
সম্বুদ্ধ ও সক্রিয় হ'লে চ'লো,—
সুখী হবে ;
স্ত্রীর চরিত্রগত চাহিদা ও রকমগুলি
স্বামীর চরিত্রগত রকমারিগুলির
সুনিয়ন্ত্রণী ও পরিপোষণী যত হ'য়ে ওঠে—
ততই পুরুষ হয়
স্ত্রীর পরিপূরক,

আর, স্ত্রী হয় স্বামীর পরিপোষণী,
—মিলনও জীবন-পথে
ততই আশীর্ব্বাদ-উচ্ছল হ'য়ে
চলতে থাকে। ১৬২।

কোন ভ্রষ্টা বা ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে
তা'র বিবাহিত পতি যদি গ্রহণ না করে—
আর, সে যদি
বৈধী কোন শ্রেয় পুরুষে
নিবাহ-নিবদ্ধ হ'তে চায়—
ঐ বিবাহিত পতির অনুমতিক্রমেই
তা' হ'তে পারে,
কারণ, একবার বিবাহিত হ'লে
ঐ স্ত্রীতে তা'র স্বামীত্ব বিকৃত হ'লেও
খারিজ হয় না,—
যদিও ঐ নিবাহ-নিবন্ধ
কুৎসিত ও অপ্রশংসনীয়। ১৬৩।

বিবাহে বিচ্ছেদপ্রথা যেখানে যত প্রকট—
ব্যভিচারও সেখানে তেমনি বিকট,
সুজননও তেমনি সঙ্কীর্ণ,
গণও তেমনি শীর্ণ ও সঙ্কটাপন্ন। ১৬৪।

স্বামী ও স্ত্রীর ভিতর
বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার সম্ভাব্যতা
যেখানে যত বেশী,
ব্যভিচার-উন্মুখতাও

সেখানে তত প্রবল,
আর, স্বতঃ-দায়িত্বশীল
পারিবারিক সংহিত সংস্থিতিও
তত শিথিল,
আবার, জনন-সংস্কৃতিও
তেমনিই দুর্ব্বল সেখানে। ১৬৫।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই
ঈশ-নিষ্যন্দী সৌরত-আকূতি
বিবাহের বৈধী-বন্ধন,
তাই, স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই
সমন্বয়ী অভিপ্রায়েই
স্বতন্ত্রীকরণ গ্রাহ্য হ'তে পারে,—
যদিও তা' উভয়েরই সত্তাকে
অবমানিত ক'রে থাকে। ১৬৬।

শয়তানের তহবিলে যত পাপ আছে—
বিবাহবিচ্ছেদ এবং অন্যের পরিত্যক্তা-স্ত্রী গ্রহণ
তা'র মধ্যে সর্পিলতম,—
যা' পরিবার, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রকে
বিকেন্দ্রিক বিভ্রান্ত ব্যতিক্রমে
পরিচালিত ক'রে
বিবর্ত্তন-ব্যাহতির ক্ষয়িষ্ণু তাৎপর্য্যে
ক্রম-পদবিক্ষেপী ক'রে তোলে। ১৬৭।

যে-কোন নারী
বিবাহিতাই হোক

আর অবিবাহিতাই হোক—
পঞ্চবর্হিঃ-সমন্বিত দ্বিজাধিকরণভুক্ত হ'য়ে
যে-কোন দ্বিজাধিকরণান্তরের
আওতায়ই আসুক না কেন,—
বিবাহিতা হ'লে
কুলশীল ও বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্যে শ্রেয়
সেই স্বামীর স্বামিত্ব
ঐ স্ত্রীতে খারিজ হয় না,
আর, অবিবাহিতা হ'লে তা'র কৃষ্টি-উদ্ভূত
জৈবী-সংস্থিতির স্বতঃ-উদ্গতি
যে-দ্বিজাধিকরণের ভিত্তিতে
উদ্ভূত হয়েছে
তা'রও ব্যতিক্রম কিছু হয় না—
তা', যে-কোন দ্বিজাধিকরণের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও,—
অবশ্য, কুল-সংস্কৃতি ও প্রকৃতির সম্পোষণী
বৈধী সবর্ণ বা অনুলোমক্রমিক
পঞ্চবর্হিঃ-প্রপূরণী দ্বিজাধিকরণে
শ্রেয়োৎকর্ষী পরিণয়-নিবন্ধ ছাড়া ;
ঈশ্বরের ঈশিত্ব যেমন অবিভাজ্য,
তাঁ'র নীতিও তেমনি অবিভাজ্য,
প্রাচীন বা শাশ্বত দাঁড়াই
ঐ ভিত্তির পরিমাপক,
ঐ নীতির ব্যতিক্রম যেখানে
তা' কিন্তু বৈধী নয়। ১৬৮।

প্রিয়পরম দৃঢ়নিশ্চয়ে বলেন,
যা'রা স্ত্রীকে বর্জ্জন ক'রে

অন্য নারীকে গ্রহণ করে—
স্ত্রীর ব্যভিচারদুষ্টি ছাড়া,—
তাঁরা অপবিত্রচিত্ত
ও ব্যভিচারদুষ্ট ব'লেই পরিগণিত,
এমন-কি,
ঐ বর্জ্জিত স্ত্রীকে যা'রা বিবাহ করে—
তা'রাও ব্যভিচারদুষ্ট, অপবিত্রচিত্ত,
অপরাধী। ১৬৯।

যা'রা নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ ক'রে
বিবাহসম্বন্ধ ছিন্ন করে,—
তা'রা নারীদিগকে
বিকেন্দ্রিক ব্যভিচারবিলোল
করতেই এগিয়ে দেয়,
আর, ঐ পরিত্যক্তা নারীদিগকে
যা'রা বিবাহ করে—
প্রত্যক্ষভাবে নিজেরাও
ব্যভিচারদুষ্ট হ'য়ে পড়ে,
ঐ বিষে দেশ ও সমাজকেও
বিষাক্ত ক'রে তোলে,
এটা স্ত্রী ও পুরুষ
উভয়ের পক্ষেই সমান নারকীয়,
বিকেন্দ্রিক পরিধ্বংসেরই স্রষ্টা,
জন ও জাতির সর্ব্বনাশা পাপ-আহুতি। ১৭০।

তুমি তোমার স্ত্রীকে বর্জ্জন ক'রে
যদি অন্য নারীকে বিবাহ কর,

তা'তে তোমার ব্যভিচারই করা হবে,
কিংবা তা'কে বর্জ্জন না ক'রে
যদি অন্য বিবাহ কর—
অথচ ঐ পূর্ব্ব স্ত্রীর প্রতি
অবৈধ অত্যাচার কর,—
তুমি ক্রূরনীতিদুষ্ট, অপরাধী সেখানেও,
কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়—
স্ত্রীকে বর্জ্জন না ক'রে
তা'র সম্মতিক্রমে
অন্য বিবাহ করলে
ব্যভিচারদুষ্ট হ'য়ে উঠবে না,
বা ক্রূরনীতিদুষ্ট অপরাধী ব'লেও
পরিগণিত হবে না। ১৭১।

কেশ ও নখাগ্র যেমন শরীরে থেকেও
স্নায়ুনিবদ্ধ নয়কো,
তাই, ছেদনে বেদনা অনুভূত হয় না,
কিন্তু ত্বক ও মাংসের বেলায় তা' নয়কো,
তেমনি বিবাহে যদি আপ্তীকৃত মমতানিবদ্ধ
পূত বাধ্যতার গভীরত্ব না থাকে—
তবে সে-বিবাহ যে-কোন সময়
যথেচ্ছ ছেদ নিয়ে আসতে পারে ;
কিন্তু বিবাহে স্বামী-স্ত্রী যদি
পরস্পর পরস্পরকে আপ্তীকৃত ক'রে নেয়,
ঐ মাংসের মতন অঙ্গাঙ্গী ক'রে নেয়,
তা'তে মমত্ব চারিয়ে
মর্ম্মস্পর্শী একনিষ্ঠ স্থায়িত্বেরই উদ্ভব হয় ;

বিবাহবন্ধন ছেদ্য—
এই ধারণাই নারকীয়। ১৭২।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সত্তার অপচয়ী না হ'য়ে ওঠে—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ যেমন তা'র
কোন দূষিত বা বিকৃত অঙ্গকে
ত্যাগ না ক'রে
তা'র শুদ্ধিতে প্রয়াসশীল হয়,—
আবার, ত্যাগ বা ছেদ করলেও
সে-অঙ্গ তা'রই দূষিত অঙ্গ ব'লেই
আখ্যাত হ'য়ে থাকে,—
তা' অন্যের—এ পরিকল্পনা
স্বভাবতঃই ধারণায় আসে না,—
পুরুষের স্ত্রীও তেমনতরই
ভ্রষ্টা, নষ্টা বা বিকৃত হ'লেও
তা' অপরিহার্য্যই হ'য়ে থাকে,
পরিহারের প্রয়োজন কেবল তখনই হয়—
যখন সত্তার অপচয়ী হ'য়ে ওঠে,
আবার, সে-ত্যাগ বা পরিহারেও
তা'র স্বামিত্ব লোপ পায় না,
যদিও ঐ স্ত্রী নষ্টা বা বিকৃতা,
ঈশ্বরের নিবন্ধ অমনতরই। ১৭৩।

স্বামী ও স্ত্রী
পারস্পরিকভাবে দ্বেষী ও দ্বেষিণী,
এমনতর স্থলে উভয়েরই যদি
স্বতন্ত্র-অবস্থান অভিপ্রেত হয়,
এবং তা' যদি বাস্তবভাবে

স্থিরীকৃত হ'য়ে থাকে,
সাময়িক উত্তেজনামূলক না হয়,
এমনতর স্থলে স্বতন্ত্র অবস্থানই বাঞ্ছনীয়,
কিন্তু ঐ স্বতন্ত্র অবস্থানকালে
বিকেন্দ্রিক, উন্মার্গী, পূতিপঙ্কিল, প্রবৃত্তিলোলুপ,
স্বৈরিণী জীবন-যাপন করার চাইতে
নিজের পিতৃকুলের সম
কিংবা উচ্চ বংশ বা বর্ণে
সশ্রদ্ধ তদর্থ-পরায়ণতা নিয়ে
নিবাহ-নিবন্ধ হওয়াই
ঐ দুষ্টপঙ্কিল জীবন হ'তে
নিজেকে উন্নতমার্গ-অভিচলনে
নিয়ন্ত্রিত করবার একমাত্র উপায়,—
যদিও তা' অশ্রেয়, নিকৃষ্ট ও হীনত্বব্যঞ্জক,
তবুও তা' শুভ-সন্দীপী ;
আর, ভ্রষ্টা হ'লেও
স্বামী যদি তা'কে গ্রহণেচ্ছু থাকে,—
অন্যত্র নিবাহ-নিবন্ধ হওয়া
অবৈধ তা'র পক্ষে—
তা' ঐ স্ত্রী
অন্য যে-কোন দ্বিজাধিকরণের
আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকুক না কেন,
যদিও অমনতর দ্বিজাধিকরণান্তরে
সেই দ্বিজাধিকরণকেই অবজ্ঞা করা হয় ;
আর, স্বামী গ্রহণ না করলেও
স্বামীর সপিণ্ড বা সগোত্রে
উপযুক্ত স্থলে নিবাহিতা হ'য়ে

তৎস্বার্থানুকম্পিতায়
শ্রেয়ানুচর্য্যী জীবন অতিবাহিত করাই
শোভনীয়। ১৭৪।

বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা নারীর
স্বামিস্বার্থে সংহত হ'য়ে ওঠার পথে
বিপর্য্যয় সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
আবার, পুরুষকেও নারীর প্রতি
দায়িত্বশিথিল ক'রে তোলে,
আরো, তা'তে নারীর প্রবৃত্তিগুলির
স্বামীতে সংহতি লাভ করার
অন্তরায় তো ঘটেই,
তা' ছাড়া, তা' নারী-পুরুষ উভয়কেই
ব্যভিচার-প্রেরণা-প্রলুব্ধ ক'রে তোলে,
পুরুষও নারীতে সংহত হয় না,
ফলে, প্রবৃত্তিগুলি বিচ্ছিন্ন, ব্যতিক্রমী,
বেচাল চলনে চলতে থাকে,
সৎ-ত্ব বা সতীত্বের অপঘাতও
ঘ'টে থাকে তা'তেই,
ফলে, অপকৃষ্ট জাতকের
জননক্ষেত্র হ'য়ে থাকে তা'রা ;
তাই, সত্তা ব্যাহত হয়,
বিকেন্দ্রিক, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে—
এমনতর কিছু করবার স্বাধীনতা
প্রকৃতিজাত নয়কো ;
যা' যেমনই হোক না,
ঈশ্বরের নামে যা' নিবদ্ধ হয়েছে—

সত্তায় সংহত হ'য়ে সাত্ত্বিক অভিপ্রেরণায়,
তা'কে 'ছেদ করা
পাপ ছাড়া আর কিছুই নয়কো। ১৭৫।

আর্য্যদিগের, বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্যদিগের
কা'রও সহিত
বিহিত বৈশিষ্ট্যানুক্রমিকতার অনুসরণে
কোন নারী যদি বিবাহনিবদ্ধ হয়,
আর, তা' যদি ঐ কৃষ্টি-অনুগ, সুসঙ্গত
প্রাকৃতিক বিধানেই সম্পন্ন হ'য়ে থাকে—
তবে তা' অচ্ছেদ্য, অপরিহারযোগ্য,
বিশেষ অপরিহার্য্য ব্যত্যয়ী কারণ ব্যতীত
তা'র বিচ্ছেদ ঘটালে
মানুষের কেন্দ্রায়ণী প্রকৃতি
পর্য্যুদস্ত হ'য়েই চলে ;
কিন্তু যেখানে কৃষ্টিকে অবজ্ঞা ক'রে
ঐ বিবাহ তথাকথিতভাবে নিষ্পন্ন হয়—
সেটাকে
প্রাকৃতিক বিধি-উল্লঙ্ঘী ব্যভিচার ব'লেই
গণ্য ক'রে নিতে হ'বে,
বৈশিষ্ট্যানুগ সুসঙ্গতির সহিত
প্রাকৃতিক বিধি-অনুসৃত অনুলোমক্রমিক বিবাহ—
সবর্ণ, অসবর্ণ বা বাহ্যসমাজ-সংশ্লিষ্ট—
যা'ই হোক না কেন,
তা' অচ্ছেদ্য ও অকাট্যই সাধারণতঃ,
সমাজও তা' গ্রহণ ক'রে নিতে
বিধানতঃ বাধ্য,

যে-সমাজ তা'কে উল্লঙ্ঘন করে—
তা'ও কিন্তু পাপ-প্রবর্ত্তক। ১৭৬।

সসন্ততি-ত্যক্তাস্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ মানেই হ'চ্ছে—
তা'র স্বামী, সন্ততি এবং
অন্তর্নিহিত ঘনীভূত বৎসলতার প্রতি
বেইমানী সর্পিল বিশ্বাসঘাতকতা,
কারণ, ঐ স্বামীর অলীক পিতৃত্বের
সঙ্কীর্ণতা হ'তে
ও ঐ বিকেন্দ্রিক স্ত্রীর সঙ্কীর্ণ-সম্বোধি
মাতৃত্বের ভর্ৎসিত বিক্ষোভে
সন্তানের
মাতৃত্বে একানুবর্ত্তী ভাবানুকম্পিতা
আহত হয়,
এবং তা'র ফলে—
পরিবেশে সহানুভূতিসম্পন্ন
সহযোগী লোকপ্রীতি
আক্রোশবিদ্ধ হ'য়ে
বীভৎস প্রকৃতিকে
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে,—
তা' সে যত মহান্ই হোক
আর যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন,
সূক্ষ্ম ভাবানুকম্পিতা তো ব্যাহত হয়ই,
স্থূল ভাবানুকম্পিতাও আহত হ'য়ে
পৈশাচিকতার ইন্ধন হ'য়ে পড়ে,
—দেখতে পাওয়া যায় প্রায়শঃ
তাই, তা' পাপের নারকীয় অনুসৃতি। ১৭৭।

কোন স্ত্রী যদি পত্যন্তর গ্রহণ করে—
আগ্রহ-উদ্দীপী একমুখিনতার ব্যতিক্রমে
বিকৃত বিকেন্দ্রিকতায়
সঙ্গতির ব্যত্যয়ে
সহ্য ও অধ্যবসায়ের বিপর্য্যয়ী বিক্ষোভে
ভাবানুকম্পিতা ও বোধবৃত্তি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে
সেই বিড়ম্বনায়
আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হ'য়ে—
স্মৃতিরাগরূপ পূর্ব্ব ও পরের ভিতর
সঙ্ঘাত এনে দিয়ে
ধৃতিধর্ম্মকে দ্বিধাসম্পন্ন ক'রে
বিক্ষুব্ধ অনুরক্তির ফলে
ধাতুর বিশ্লেষণে
অন্তরীণ সেবা-ও-পোষণ-পরাঙ্মুখতায়
ঐ প্রকৃতি
সন্তানেরও ধাতুগত বিকৃতি এনে দেয়,
সমাজ তা'তে
বিশৃঙ্খল অবসন্নতায়
ব্যত্যয়ী বিভেদে হীনবীর্য্য হ'য়ে পড়ে,
উদ্গত সুপ্রকট ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে
ইতরের জন্মগোষ্ঠী হ'য়ে পড়ে ;
এমনতর বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর
ভালমন্দ-নির্ব্বিশেষে
পারস্পরিক আঁকড়ে-ধরা প্রবৃত্তির
অপলাপ হ'য়ে
সেবা, সহ্য, অধ্যবসায় ও একানুধ্যায়িতার
বিক্ষোভ ঘটে—
বাহ্যতঃ লৌকিক চলন ঠিক থাকলেও। ১৭৮।

স্ত্রী যদি স্বামিসর্ব্বস্ব না হয়,
আর, সে যদি অন্য পুরুষে আসক্ত হয়,
বা বিবাহ-বিচ্ছেদ ক'রে
পুরুষান্তর গ্রহণ করে,
স্বামি-আগ্রহ-উন্মাদনায়
প্রবৃত্তিগুলিকে আয়ত্ত করার
ক্ষমতা তো তা'র জন্মেই না,
বরং ঐ প্রবৃত্তি-প্রলোভনই
তা'র ব্যক্তিত্বের পরিচালক হ'য়ে ওঠে,
ফলে, দুষ্টচরিত্র হ'য়ে ওঠা
তা'র পক্ষে সহজই হ'য়ে থাকে ;
আর, সন্তান-সন্ততির প্রকৃতিও
স্বভাবতঃই দোষ-পরিচালিত হয়,
এমনি ক'রেই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র
ঐ দোষপ্রবাহ নিয়েই
পরিচালিত হ'য়ে থাকে ;
তাই ওগুলি
লোক-জীবনের পক্ষে তো
বিষাক্ত হ'য়ে থাকেই,
তা' ছাড়া, মানুষের অন্তঃ-প্রকৃতিকেও
দুষ্ট ও হৃদয়হীন ক'রে তোলে ;
ফলে, লোকজীবন হ'য়ে দাঁড়ায়
জীবনীয় ভূমিহারা,
দাঁড়াহারা,
ব্যতিক্রম-বিপর্য্যস্ত ;
তাই, বিবাহ-বিচ্ছেদ
অশেষ দোষের আকর—

তা' কি নারী বা কি পুরুষ
উভয়ের পক্ষেই ;
আবার, মনে রেখো—
যে-স্ত্রীকে বর্জ্জন করা হয়েছে,
তা'র প্রতি
অন্য পুরুষের কামদৃষ্টি নিয়ে
দৃষ্টিপাত করাও
পাপের ও পাতিত্যের ;
নষ্ট পেও না,
সাবধান ! ১৭৯ ।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে
যেখানে সহ্য করতে পারে না,
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পক্ষে
বাস্তবভাবেই বিষাক্ত,
এবং এ-অবস্থা যেখানে অপরিশোধনীয়,
বুঝবে—
সেখানে বিবাহ
বাস্তবভাবে নিষ্পন্ন হ'লেও
তা' অসিদ্ধ ;
আবার, যদি দেখ—
স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে
কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে,
কেউ পারে না,
একে অন্যের প্রতি আনত,
কিন্তু অপরে তা' নয়,—
এমনতর স্থলে বুঝবে—

কোন দুষ্ট অভিসন্ধির প্ররোচনা
তা'দের কা'রও অন্তরে নিহিত আছে,
বিবাহ সেখানে অসিদ্ধ না হ'লেও
ব্যত্যয়ী,
এমনতর ক্ষেত্রেই ব্যভিচার
সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা বেশী,
তখন সেখানে
বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস বরং সম্ভব—
তা'দের স্বস্তি ও শুদ্ধির জন্য
প্রয়োজন হ'লে ;
আর, এই বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করলেও
পরস্পর পরস্পরের জন্য
নৈতিক দায়িত্ব বহন করবেই,
ঐ বিবাহ-অসিদ্ধি বা বিশেষ ক্ষেত্রে
বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস
সমাজপতি, স্থানীয় প্রধান
ও শাসনসংস্থার গোচরে এনে
মঞ্জুর ক'রে নেওয়াই সমীচীন ;
আর, যা'র বিক্ষোভ
অপরের জীবনে সংঘাত এনে
তা'কে ক্ষুব্ধ ক'রে রেখেছে—
তা'র ক্ষতিপূরণ
প্রাকৃতিক অনুবর্ত্তনায়
ঐ তা'র উপরই ধার্য্য হওয়া উচিত। ১৮০।

মানুষের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যানুগ
বৈধী-বিবাহ

সৎ-অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
পবিত্রতানিবদ্ধ হ'য়ে
অবাধভাবে অচ্ছেদ্যই হ'য়ে যদি না ওঠে—
তাহ'লে উভয়ের প্রতি উভয়ের
অন্তরাসের উদ্দামই হ'য়ে উঠতে পারে কমই,
যে-স্থিতিশীল অন্তরাসের ফলে—
যৌনাচারকে অবহেলা ক'রেও
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে উঠে
স্বতঃ-প্রণোদনার ভিতর-দিয়ে
বিভেদ ও ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও
সম্বন্ধ, সংস্রব ও সেবা
পোষণ, পূরণ ও পালন-পরিক্রমায়
প্রকৃতিগত কর্ত্তব্যানুপাতিক
আপনিই উৎসারিত হ'য়ে ওঠে,
কেউ কা'কেও ত্যাগ করা সম্ভব,
এমনতর চিন্তার উদয়ও
নিন্দনীয় ব'লে মনে হয়—
আভ্যন্তরীণ ও লৌকিকভাবে ;
তাই, যেমনতর ক'রেই হোক
বিচ্ছেদ-প্রথায় মানুষকে
প্রলুব্ধ করাও মহাপাপ,
অন্তরে ও-স্বীকৃতি থাকলেই
ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয়ে
তা' সক্রিয় হ'য়ে ওঠেই
একদিন না একদিন,
তাই, নীতির পথে
সাবধানে পদবিক্ষেপ ক'রো। ১৮১।

তুমি
যে-কোন সম্প্রদায়েরই হও না কেন,
যা'কে ঈশ্বরসাক্ষী ক'রে
বিবাহ করেছ—
যদি সে-বিবাহ
ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে থাকে,—
তা'কে আবার ত্যাগ ক'রে
তা' হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়া—
এর চাইতে
তোমার সত্তার অধিষ্ঠিতি যিনি,
তোমার অন্তঃস্থ ব্যক্তিত্ব যিনি,
সেই সৃজয়িতার ব্যক্তিত্বের পক্ষে
অপমান ও অপদস্থতার
আর কী আছে ?
একদিন যা'কে তুমি
তোমার সত্তাসঙ্গিনী ক'রে নিয়েছিলে,
যে তোমার সেবা ও কুলাচারকে
সার্থক সঙ্গতিতে গ'ড়ে তোলা—
জীবনীয় উৎসর্জ্জনার ধর্ম্ম ব'লে
গ্রহণ ক'রেছিল,
আর, যদি তুমি নারী হও,
যা'কে তোমার অস্তিত্ব ব'লে
গ্রহণ করেছিলে—
ঐ ঈশ্বরের প্রভাব-পরিচর্য্যায়,
তা'কে আবার
ঐ অমনতরভাবে ত্যাগ ক'রে কি
যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,

বিধাতা যিনি,
সাক্ষাৎ সন্দীপনা যিনি,
হেয় ক'রে তুললে না
তাঁর প্রতি
তোমার নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
অভিপ্রোতা
সাত্বত ব্যক্তিত্বকে ?
এতে কি তাঁর
সাত্বত মূর্ত্তনাতে
কৃতঘ্ন কালিমা দেওয়া হ'ল না ?
যা'কে
শিষ্ট সম্বেদনায়
সহ্য করতে পার না,
সুচর্য্যা করতে পার না,
সে কী ক'রে
তোমাকে সহ্য করতে শিখবে ?
ভেবে দেখ—
এতে তোমার ব্যক্তিত্বকে
ঐ জাহান্নমের যাত্রী ক'রে তুলছ কিনা !
ঐ দুর্দ্দমনীয়
নরক বা দোজখ বা দুরদৃষ্ট
কী কটাক্ষে
তোমার দিকে চাইছে !
শোন না কি—
অন্তরদৃষ্টি দিয়ে
কলিজার কানে—
ছিঃ ! ছিঃ !! ছিঃ !!! ১৮২ ।

বৈধী বহু-বিবাহকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলো না,—
ব্যাপ্তি ও বর্দ্ধনা
বিদ্রূপ করবে তোমাকে। ১৮৩।

প্রয়োজনমত
উপযুক্ত পুরুষের
সবর্ণ বা অনুলোমক্রমে
তিন-চারটি বিবাহও চলতে পারে,
আর, বোধিবিৎ মেয়েদের পক্ষে
বৈধী হ'লেও
অপকৃষ্ট-সংস্কারী পুরুষের
একমাত্র স্ত্রী হওয়ার চাইতেও
শ্রেষ্ঠের অন্যতমা স্ত্রী হওয়াও
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ;
কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত
পুরুষের
উপযুক্ত একবিবাহই প্র-স্বস্তির। ১৮৪।

একনিষ্ঠ সদাচারী সুস্বাস্থ্যবান্ পুরুষের
প্রকৃতি ও কৌলিক তাৎপর্য্য-সঙ্গত
বৈধী বৈশিষ্ট্যপালী বহু-বিবাহ
পুরুষ এবং সন্তান-সন্ততির
দীর্ঘায়ু-লাভের অন্যতম উপায়,
তাই, গার্হস্থ্য-জীবনে ঐ-জাতীয় বহু-বিবাহ
ধর্ম্মদই হ'য়ে থাকে। ১৮৫।

যা'রা অনুলোম-বিবাহ করে,—
তা'রা যতক্ষণ সবর্ণবিবাহ না করে—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ অনুলোম-বিবাহ
পরিশুদ্ধিলাভ করে না,
কারণ, তা' বৈধী সবর্ণ-সংরক্ষণী বিধানকে
অবজ্ঞা ক'রে
বর্ণ-সঙ্ঘাত ক'রে তোলে ;
তাই, অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহ
করতে গেলেও
প্রথমে বিহিত সবর্ণ-বিবাহ
অবশ্য করণীয় ;
আবার, সবর্ণা স্ত্রীই হোক,
অসবর্ণা স্ত্রীই হোক,
তা'রা যদি স্বামী-অনুচর্য্যাপরায়ণ
পতিতপা আত্মনিয়ন্ত্রণশীলতায়
তা'র স্বার্থে সর্ব্বতোভাবে স্বার্থান্বিতা হ'য়ে
আত্মবিন্যাসী অভ্যাসে
নিজের সংস্থিতির বিবর্দ্ধনে
সুপ্রজনন প্রগতিকে পরিপুষ্ট না ক'রে
স্বামী ও সংসার হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে,
তা'রা স্বামিসত্তায় সত্ত্ববতী হ'য়ে ওঠে না,
ফলে, স্বামী-সম্পদেরও অধিকারী
ন্যায়তঃ বৈধী-বিন্যাসে হ'য়ে ওঠে না ;
আবার, ঐ অসবর্ণ বিবাহ ক'রে
সবর্ণ বিবাহ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হয়,—
সে-সময়ের মধ্যে যে সন্তান-সন্ততি হয়,—
তা'রাও পিতৃ-স্বত্বে
বিহিতভাবে স্বত্ব-সমন্বিত হ'য়ে ওঠে না। ১৮৬।

বৈধী বহু-বিবাহকে যদি
অনুশাসন-নিরুদ্ধ কর—
তা' সবর্ণই হোক
বা অনুলোমক্রমিকই হোক,—

দেখতে পাবে—
যা'দের ভিতর বিবাহ-বন্ধন শিথিল,
বা বহু-বিবাহ ঐতিহ্য-অনুক্রমে সিদ্ধ,
বা অনুশাসন-নির্দ্দিষ্ট,

তা'দের ভিতর
ক্রমশঃই বিবাহের বহর বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হবে ;
বিশেষতঃ যে-সমাজে বহু-বিবাহ নিরুদ্ধ—
তা'দের উদ্বৃত্ত মেয়েরা
সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট হ'য়ে
বহিঃ-সমাজের অঙ্গীভূত হ'তে থাকবে—
তা' অনুলোমক্রমেই হোক
আর প্রতিলোমক্রমেই হোক ;
তা'র ফলে, সুষ্ঠু জনন-প্রগতিও
শীর্ণ হ'য়ে উঠবে,

তৎ-সংশ্লিষ্ট জাতকও
ব্যতিক্রম ও বিকারধর্ম্মী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করবে,
ফলে, প্রতিটি সমাজকে
নিপীড়িত হ'য়েই চলতে হবে—
নিজের পুষ্টি ও প্রবর্দ্ধনাকে
আভিঘাতিক অবদলনে বিদলিত ক'রে ;
জনন-তত্ত্বকে অবহিত হও,
সুজনন-সম্বর্দ্ধনা-নিরত হ'য়ে চল,
স্মরণ যেন থাকে—

বিবাহ-নীতি সর্ব্বদাই যেন
শ্রেয়-সঙ্গতিশীলই হ'য়ে চলে,
আর, ঐ শ্রেয়-পন্থায়
কোনকরম অবৈধ নিরোধ সৃষ্টি না হয় ;
একটু দীর্ঘ দৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ক'রো—
সুসমীক্ষ বৈধী-নিয়মনায়,
বিনায়নী তৎপরতা নিয়ে ;
বর্দ্ধনাই প্রকৃতির পরম প্রেরণা,
ঈশ্বরই বর্দ্ধনার প্রাণন-সম্বেগ। ১৮৭।

বহু-স্ত্রীক পুরুষের
বৈধী-বিবাহিতা সবর্ণা জ্যেষ্ঠা স্ত্রী যিনি—
তিনিই গৃহকর্ত্রী, গৃহ-সম্রাজ্ঞী,
সংসারে বিনায়িকা তিনিই,
পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্য স্ত্রী যাঁ'রা—
তাঁ'দের তাঁ'রই অনুবর্ত্তিনী হওয়া বিধিসঙ্গত,
আবার, ঐ জ্যেষ্ঠা স্ত্রী যিনি
তাঁ'রও সাধ্য ও সঙ্গতি-অনুক্রমে
বিহিতভাবে তাঁ'দের
পূরণ ও পোষণের নিয়ন্ত্রী হওয়া উচিত—
কুশলকৌশলী হৃদ্য ব্যবহারে—
ঐ স্বামীরই
অনুবর্ত্তিনী ও অনুচর্য্যাপরায়ণা হ'য়ে—
স্বামিস্বস্তি ব্যাহত করে যা'
তা'কে নিরোধ ক'রে—
অসৎ উচ্ছৃঙ্খল যা' তা'কে নিরাকৃত ক'রে
বিহিত সম্ভ্রমাত্মক চলনে ;

জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর
অনুসারিণী ও অনুগামিনী হ'য়ে
তাঁ'র প্রতি
শ্রদ্ধোদ্দীপ্ত প্রীতি-পরিচর্য্যার
ব্যতিক্রম যেখানে—
সে-পরিবারও ব্যতিক্রম ও ব্যর্থতায়
সুষ্ঠু-সঙ্গতিহারা হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনায় বিভ্রান্ত হ'য়েই ওঠে,
সন্তান-সন্ততিও সংহতি লাভ না ক'রে
ব্যতিক্রম ও ব্যর্থতায়
ছন্নছাড়াই হ'য়ে দাঁড়ায় ;
তাই, বিবাহিত পুরুষকে
কোন নারী যদি
স্বামিত্বে বরণ করতে চায়,
প্রথমে এগুলি বিবেচনা ক'রে
তা'র ঐ বিবাহকে
বর্জ্জন বা গ্রহণ করা উচিত ;
আবার, তেমনি বরেরও দেখা উচিত
সুচিন্তিত বিচক্ষণ দৃষ্টি নিয়ে—
ঐ কন্যা আদর্শানুগ অনুবর্ত্তনার সহিত
তা'র চরিত্রের অনুপোষণী কিনা,
মনোবৃত্ত্যনুসারিণী কিনা,
এবং ঐ কন্যার কুলসংস্কৃতি
তা'র কুলসংস্কৃতির অনুপোষক কিনা,
বিবেচনার যথেষ্ট সময় না দিয়ে
বা প্রভাবান্বিত ক'রে
যে-বিবাহ নিষ্পাদিত হয়,—

তা'তে ঐ স্ত্রীর চরিত্র ও কুলসংস্কৃতি
পুরুষের চরিত্র ও কুলসংস্কৃতির
অনুপোষণী নাও হ'তে পারে,
এমনতর স্থলে
বিপর্য্যয়ই দেখা যায় প্রায়শঃ,
যদিও দুষ্কুল-উদ্ভূতা স্ত্রীরত্নও
মানুষের পক্ষে সৌভাগ্য-সন্দীপা,
আর, স্বস্তিপ্রদা মনোবৃত্ত্যনুসারিণী স্ত্রীই
স্ত্রীরত্ন ব'লে আখ্যায়িতা হ'য়ে থাকে। ১৮৮।

প্রতিলোমের মত চরম ব্যভিচার
আর আছে কিনা সন্দেহ,
কারণ, তা' পরিধ্বংসেরই স্রষ্টা। ১৮৯।

প্রতিলোমের প্রজা পরিধ্বংস,
অনুলোমের প্রজা অপসদ,
আর, সর্ব্বতঃ-সমীচীন সবর্ণের প্রজা
সাম্য। ১৯০।

তা'দের বরাত ভাল,
যা'দের চাইতে উচ্চ কুল ও সংস্কৃতির কন্যা
সেই বংশে বধূত্ব লাভ করেনি। ১৯১।

শিষ্ট ব্যবহার
আর অসৎ কর্ম্ম,
এ হ'চ্ছে—
প্রতিলোম অন্তঃকরণের চিহ্ন। ১৯২।

শিষ্ট ঐতিহ্য,
সংস্কার ও বৈশিষ্ট্যের
বিপরীত চলন—
প্রতিলোমদের প্রকৃতিগতই হ'য়ে থাকে। ১৯৩।

যদি তোমার প্রজননকে
বিকৃত বিক্ষুব্ধ করতে না চাও—
তবে বিবাহ-ব্যাপারে
উঁচুঘর থেকে মেয়ে
কিছুতেই নিও না। ১৯৪।

প্রতিলোম-সংস্রব
স্ত্রী-পুরুষের মস্তিষ্ক-উপাদানকে তো
বিধ্বস্ত করেই,
তা' ছাড়া, স্নায়ু-গতিকেও
বিকৃত ও ভোঁতা ক'রে তোলে। ১৯৫।

যে-বিবাহ বৈধী নয়কো,
স্বাভাবিক বৃদ্ধিদ নয়কো,
অর্থাৎ, উপযুক্তভাবে বৈধী-সঙ্গতিতে
সবর্ণ বা অনুলোম-সম্বন্ধী নয়কো,
তা' প্রাকৃতিক-বিভূতিসম্পন্ন নয়,
আর, সেজন্যই তা' প্রকৃতির অভিশাপ—
পাপের তা'। ১৯৬।

জন্মগত ও কৃষ্টিগত
প্রতিলোম-সংস্রব যদি থাকে,

তাহ'লে সে আত্মকৃষ্টি
অর্থাৎ, প্রাচীন কৃষ্টি-স্রোতকে
অগ্রাহ্য করবেই কি করবে,
তা'তে সে বিশ্বাসঘাতক হবে,
কৃতঘ্ন হবে। ১৯৭।

প্রতিলোম-জাতকদের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল,
তা'রা বৈধী-নিয়মনকে উপেক্ষা ক'রেও
অর্থাৎ, শ্রেয়ানুগ-বিধিবদ্ধ না হ'য়েও
মর্য্যাদালোভী ;
এর অন্তর্নিহিত কারণ এই যে,
তা'দের জন্মই অবৈধ ও অবিশুদ্ধ। ১৯৮।

প্রতিলোম-সংমিশ্রণ
আসুরিক শরীর, মন ও বুদ্ধির
প্রসূতি হ'য়ে উঠতে পারে—
একটা অসমঞ্জস, বিকৃত, সত্তাঘাতী
আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে,
যা'র জলুসে হয়তো
অবিবেকী মানুষ স্তম্ভিত হয়,
কিন্তু তা'
সমঞ্জসা জৈবী-সংস্থিতি ও সংস্কৃতিতে
ঔপাদানিক বিপর্য্যয় সৃষ্টি ক'রে
মানুষের সম্বর্দ্ধনী সম্ভাব্যতাকে
হনন করবেই কি করবে। ১৯৯।

নিজের কুল অপেক্ষা অশ্রেয় কুলে
যে-কন্যাদান—

পাত্র অন্যথা যোগ্য বিবেচিত হ'লেও—
সে-দান তো সিদ্ধ হয়ই না,
বরং তা ব্যভিচারকেই প্রবৃদ্ধ ক'রে তোলে,
তাই, তা' গণ ও সমাজের পক্ষে
নিন্দনীয় তো বটেই,—
অতীব অহিতকর। ২০০।

সাত্ত্বিক বৈধী সবর্ণ-বিবাহকে
উচ্ছল ক'রে রেখো,
কৃষ্টির সচ্ছল আলিঙ্গন
রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারকে
সম্বর্দ্ধন-সন্দীপ্ত ক'রে রাখবে—
বোধদীপ্ত আয়ুষ্মান্ ক্রমাগতিতে। ২০১।

বৃক্ষের কোটরগত বহ্নি
যেমন সমস্ত অরণ্যকে জ্বালিয়ে দিতে পারে,
দুষ্ট প্রতিলোম-সংস্রবও তেমনি
জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
অমনি ক'রেই
নিকেশ ক'রে তুলতে পারে। ২০২।

প্রতিলোম-সংযোগে
মেয়েদের ওজঃ-সংস্থিতি বিকৃত হ'য়ে পড়ে—
মানসিক বৈশিষ্ট্য-ব্যভিচারী
বিক্ষেপের প্রতারক প্রত্যুত্তরে—
বিপর্য্যয়ী আবেগ-অনুকম্পায়—
নিষিক্ত বৈজিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে,

আর, কেন্দ্রায়িত অনুধ্যানী চলন
ঐ বিকার-বিধ্বস্ত মানসিক তাৎপর্য্যের পক্ষে
প্রায়শঃই সুদূরপরাহত। ২০৩।

পিতার রেতঃধারাই
মাতৃগর্ভে
তা'র যা'-কিছু গুণগরিমা নিয়ে
শরীর ধারণ ক'রে থাকে,
তাই, তোমার পিতা যদি
কুৎসিত-চরিত্রই হ'য়ে থাকে,—
সদৃশ-শ্রেয়-ঘরের মেয়ে নিয়ে
তোমার ফয়দা কোথায়? ২০৪।

যে-কোন পুরুষ
তা'র বৈশিষ্ট্যে, বর্ণে অটুট থেকে
পঞ্চবর্হিকে অক্ষুণ্ণ রেখে
বিহিত অনুলোমক্রমে
যে-কোন জাতীয়া স্ত্রীতে
বিবাহনিবদ্ধ হোক না কেন,—
সে ধর্ম্ম, কৃষ্টি, বর্ণ ও জাতি হ'তে
এতটুকুও স্খলিত তো হবেই না,
বরং তা' বহুত প্রশংসনীয়ই;
পরিবার বা সমাজ যদি তা'কে ত্যাগ করে—
জাতি-ও-বর্ণঘাতী পাতিত্য
সেই পরিবার বা সমাজকে
রেহাই দেবে না। ২০৫।

প্রতিলোম-যৌন-সম্বন্ধ-লোলুপ,
প্রতিলোম-সম্বন্ধ সমর্থন করে—
এমনতর যে-কেউ হোক না কেন,
আর, সে
যত বড়ই জ্ঞানদর্পী হোক না কেন,
তা'কে সন্দেহ ক'রো,
বিশ্বাস ক'রো না ;
ব্যতিক্রমী সংস্থিতি,
ব্যত্যয়ী অভিভূতি
বা জন্ম-সংস্কার
তা'র কোথাও-না-কোথাও লুকিয়ে আছে—
একটু ভেবে নির্ণয় ক'রো। ২০৬।

তোমার
বংশব্যাপনী তাৎপর্য্যকে
সমীচীন শিষ্ট ও সুন্দরে বিনায়িত ক'রে
বিহিত আচার-আচরণগুলিকে
সংশুদ্ধ রেখে
সদৃশ
বা তোমার স্ববর্ণে যা' অনুলোম
তেমনতরই বিবাহ-সম্বন্ধে
সম্বন্ধান্বিত হ'য়ো,—
উপযুক্ত স্থলে
ঐ উদ্দেশ্য ব্যতিক্রান্ত না হয়
এমনতরভাবে ;
অসবর্ণ অনুলোম-বিবাহও অকরণীয় নয়—
সমীচীন উপযুক্ত সঙ্গতির

শুভ আলিঙ্গনে ;
বুঝে-সুঝে চ'লো। ২০৭।

বংশে প্রতিলোম-সংমিশ্রণ থাকলে
সন্তান-সন্ততির প্রায়শঃই
চৌকস দৃষ্টি ফোটে না—
বিশেষতঃ উৎকর্ষণায়,
তা' ছোট ব্যাপারেই হোক
আর, বড় ব্যাপারেই হোক,
তা'দের বুদ্ধি আংশিকভাবে ভোঁতা,
বিবেক-ব্যত্যয়ী,
আর, প্রবৃত্তিস্বার্থলুব্ধতাই হ'চ্ছে
তা'দের চলনার যষ্টি,
তাই, স্বার্থ, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার জন্য
তা'রা যে-কোন সময়
বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে ;
স্ত্রীলোকের নীচ-সংস্রব
ব্যত্যয়ী-বিকৃতির পরম উপাদান,
সে দিক্-দিয়েও
মাইকেলের ঐ কথাই সার্থক—
'গতি যা'র নীচ সহ
নীচ সে দুর্ম্মতি'। ২০৮।

ঈষৎ অনুলোমক্রমিক সবর্ণ বিবাহই শ্রেয়—
যদি নারীর
কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতিগত তাৎপর্য্য
পুরুষের পক্ষে পোষণী হয়,

অসবর্ণ অনুলোম-বিবাহ—
যদি কন্যার
কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতিগত তাৎপর্য্য
পুরুষের কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতির
অনুগতিসম্পন্ন হয়—
তা' বরং খানিকটা প্রশংসনীয়ই,
দ্ব্যন্তর বর্ণে বিবাহ
অনুমোদিত হ'লেও অপ্রশংসনীয়,
কারণ, তা, পুরুষের জৈবী-সংস্কৃতির
অন্তর্নিহিত বোধি-সম্পদ্‌কে
অনেকখানি ক্ষুণ্ণ ক'রে
শারীরিক বিধানকেও
তদনুপাতিক ক'রে তোলে,
আর, তজ্জাত সন্তান-সন্ততিও
পৈতৃক জৈবী-সম্পদ্ হ'তে
অনেকখানি অপগতি লাভ করে। ২০৯।

স্ত্রীর পুরুষের প্রতি আগ্রহশীল
পরিপোষণী মন,
পরিপোষণী প্রবৃত্তি,
স্বতঃ-সেবাপ্রাণতা,
আর, পুরুষের ইষ্টানুগ
স্বতঃ-পরিপূরণী ভাব ও ব্যবহার,
সক্রিয় স্নেহল অনুকম্পা—
আর, সেই মিলন যদি
স্বাভাবিক অনুলোম-প্রকৃতিসম্পন্ন হয়—
রক্ত-উপাদানও সমঞ্জস,

পরিপোষণী হয় প্রায়শঃ ;
আবার, যেখানে আগ্রহ, মন, ব্যবহার
ও বৃত্তি যত অসমঞ্জস—
সেখানে জৈবী-সংহতির সুষ্ঠুত্বও কম,
তাই, সন্তানের প্রতিরোধক্ষমতাও কম,
আয়ুষ্কালও ক'মে যায়,
কিন্তু সমঞ্জস হ'লে
সব-দিক্-দিয়ে
ক্রমবৃদ্ধিপর হ'য়েই চলতে থাকে। ২১০।

প্রতিলোম-সম্বন্ধ সত্তাকে সঙ্কীর্ণ করে,
জাতকের জৈবী-সঙ্গতির অসংহত বিন্যাসে
তা'কে অব্যবস্থ, উন্মাদ, অবিশ্বস্ত
ও সত্তাপোষণী-সংস্কৃতি-অপঘাতী ক'রে তোলে,
জাতিকে অপলাপপন্থী ক'রে
প্রবৃত্তি-পরিচালিত
আত্মঘাতী অভিযান-সম্বেগী ক'রে
সর্ব্বনাশা পরিধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায়,
তাই, তা' নিরোধনীয়,
দণ্ডার্হ,
ঘৃণ্য, নিন্দার্হ। ২১১।

প্রতিলোম-আসঙ্গ
মেয়েদের জৈবী-সংস্থিতিকে
হীনপ্রভ ক'রে
মন, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুজালকে
জঞ্জালাবৃত ক'রে তোলে যেমনতর,

পুরুষের বোধ, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুজীবনকে
হীনপ্রভ করে তেমনি,
উভয়েরই সত্তার সলীল গতি
অন্তরায়কে অতিক্রম ক'রে
স্রোতোবান্ হ'য়ে উঠতে না পারায়
তা'দের জীবন
শীর্ণ ও ক্ষীণই হ'য়ে চলে। ২১২।

প্রতিলোম-বিবাহ এতই সর্ব্বনাশা,
গা-ঢাকা দিয়ে আত্মগোপনে তা'
এমনতরই গণদূষকদিগের
আবির্ভাব ক'রে তোলে—
জৈবী-সংস্থিতির বিপর্য্যয়ী সঙ্কর-ব্যতিক্রমে,
যা'র ফলে, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্র
সর্ব্বনাশের কোলে আত্মবিলোপ করে,
এবং ঐ দূষক-সংসৃষ্টি
নিকেশেই অবসান লাভ করে ;
তাই, সাবধান। অতি সাবধান !
প্রতিলোমকে প্রশ্রয় দিও না কিছুতেই,
ও প্রশ্রয় পাবে যতই,
সর্ব্বনাশও এগিয়ে আসবে নিকটে ততই
উত্তরোত্তর—
আত্মঘাতী আঘাত নিয়ে। ২১৩।

আমি আবার বলছি,
ঘোর আবেগ-সমন্বিত অন্তরে বলছি—
প্রতিলোম-পরিণয়কে নিরুদ্ধ কর সর্ব্বতোভাবে,

উহা সুষ্ঠু জৈবী-সংস্থিতির ঘোর অন্তরায়,
সুজননের পরম শত্রু,
অব্যবস্থ ব্যক্তিত্বের আবাহক সে,
ওতে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের
সংবর্দ্ধনী গণ-সংস্থিতি নষ্ট হয় ;
অযোগ্য, অব্যবস্থ, শক্তিহারা,
বিচ্ছিন্ন গণের উদ্ভবে
দুনিয়া ক্ষোভান্বিত হ'য়ে ওঠে,
এখনও সাবধান হও, শোন, ভেবে দেখ,
যথোচিত কর। ২১৪।

আমি আবার বলছি—
প্রতিলোম-সংস্রবে কিছুতেই যেও না,
তোমার সংক্রমণশীল জৈবী-সংস্থিতির
সর্ব্বনাশ ক'রো না,—
রজোবীজের বিপর্য্যয়ী সংঘাত
ঐ বৈশিষ্ট্যকে হানা দেওয়ায়
বিকৃতির বিপর্য্যয়ী উৎপত্তি
তোমার বংশানুক্রমিতাকে নিপাতে নেবেই,
তা' ছাড়া, পরিবার ও পরিবেশে
সংক্রামিত হ'য়ে
পরিশেষে বিকৃতিপ্রবুদ্ধ, কৃষ্টিহারা
বিকট স্থিতিতে সর্ব্বহারা হ'য়ে উঠবে ;
তাই, সংযমে সর্ব্বতোভাবে
ঐ পৈশাচিক প্রবৃত্তিকে নিরোধ কর। ২১৫।

প্রতিলোম-সংশ্রয় যেখানে
যতটুকুই থাক্ না কেন,

জাতকে সেখানে
অবাধ্য ক্রূরচণ্ড প্রবৃত্তি
কোন-না-কোন প্রকারে
কিছু-না-কিছু থাকেই—
কুপিত হীনম্মন্যতা নিয়ে,

জৈবী-সংস্থিতির অব্যবস্থা-হেতু
প্রকৃতিতে এমনই বৈষম্য
কোথাও-কোথাও লুক্কায়িত থেকে যায় যে,
সেই-সেই ক্ষেত্রে
তা'রা বুঝলেও সোঝে না,
কারণ, কোন সংযোগে
যে কণা সঙ্গত হ'য়েও
সুসম্বন্ধে স্থৈর্য্য লাভ করে না,
বিপরীত আকর্ষণে
তা' সহজেই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে,
—গুণ, ক্রিয়া ও স্থৈর্য্যশক্তিতেও
তদনুপাতিক বৈসাদৃশ্য ফুটে ওঠে,
আর, যেখানে তা' নাই—
সেখানে বুঝের সাথে-সাথে
নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ক্ষমতা
অক্ষুণ্ণই র'য়ে যায়
এবং বোঝার প্রবৃত্তিও থাকে। ২১৬।

ঈশ্বর-অনুপ্রেরিত
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পুরুষোত্তমদের মধ্যে
যাঁ'রা পরিণীত হয়েছেন—

তাঁ'দের কেউ
বৈশিষ্ট্য-হননী
অবৈধ পরিণয়-নিবদ্ধ হননি,
অথচ শ্রেষ্ঠকুলসম্ভূত বহুলোকই
তাঁ'দিগকে কন্যাদান ক'রে
কৃতার্থ হ'তে পারতেন,
কিন্তু ঐ আপূরয়মাণ গণহিতী
বৈশিষ্ট্যপালী পুরুষোত্তম যাঁ'রা
তাঁ'দের কেউই
ঐ প্রতিলোমাত্মক পরিণয়-নিবদ্ধ হননি—
যদিও আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত
বহুল জনগণের আরাধ্য তাঁ'রা,
পরমেশ্বর-প্রেরিত মানব-অভিব্যক্তি তাঁ'রা ;
সুবর্দ্ধন-সঙ্গত হ'লে তাঁ'দের তা' করতে
কোন বাধা ছিল না,
তাই, তোমরা কখনও
বৈশিষ্ট্য-হননী
অবৈধ-পরিণয়-নিবদ্ধ হ'তে যেও না,
গোত্র, বংশ ও জাতির উন্নতির মূলে
কুঠারাঘাত করতে যেও না। ২১৭।

প্রতিলোমের ছিটেফোঁটাও
যদি কোথাও থাকে,
সেখানে অকৃতজ্ঞতা থাকবেই—
ভাবে, ভাষায়, ব্যবহারে
তা'রা যতই বদান্য হোক না কেন,
ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক আত্মসম্ভ্রম

ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস
তা'দের স্বভাবগত,
আপ্যায়না বা সৌজন্যের ভিতরও
তা'দের ঐ ধাঁজ থাকে,

তা'রা
বিনয়কে উপলব্ধি করতে পারে না,—
বিনীতদিগকে
অবজ্ঞার চক্ষুতেই দেখে থাকে,
স্বার্থসন্ধিক্ষু সঙ্কীর্ণতাকে
অবহেলা করতে পারে না তা'রা,
তা'দের প্রীতি বা প্রণয় অবদান-মুখর নয়,
আত্মম্ভরি অভিশপ্ত জীবন তা'দের,
শ্রেয়কে সমর্থন করার চাইতে
তা'রা সমর্থন করে তা'দের—
যা'রা তা'দের দুর্ব্বিনীত ব্যবহারের সমর্থক
কিংবা তা'দের হীন স্বার্থের সঙ্গে জড়িত,
অনাচারকেও সদাচারের নামে
চালিয়ে দিতে চায় তা'রা। ২১৮।

সদৃশ বর্ণে ও সমীচীন অনুলোমক্রমে
যৌন-সংস্রব না হ'লে
বোধ ও ভাববৃত্তির
বিষম ব্যতিক্রম সংঘটিত হ'য়ে থাকে,
ব্যক্তিত্ব, মর্য্যাদা, দক্ষতা
ও অনুশীলনী কলাকৌশলও
বিষম ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
এক-কথায়, স্ব-এর ভাবই

বিপর্য্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
স্বভাবেও তাই
বিপর্য্যয় দেখতে পাওয়া যায়,
বোধ ও ভাববৃত্তির বিপর্য্যয়-হেতু
ব্যক্তিত্বের সঙ্গতিশীল পর্য্যায়ী অনুচলন
ঐ দোষাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে ;
এই এমনতর লোকের কাছে গিয়ে
কখন কী-রকম সাড়া পাওয়া যাবে—
তা'র কোন ঠিক-ঠিকানা নাই ;
তাই, তা'র কৃষ্টিও
অনাসৃষ্টির স্রষ্টা হ'য়ে ওঠে—
একটা ক্রমহারা
বীভৎস ব্যতিক্রমের হ্যাপায় প'ড়ে। ২১৯।

সুসংস্কৃত বিশুদ্ধ জনি-বিশিষ্ট
সুসঙ্গত কুলকৃষ্টিসম্পন্ন কোন পুরুষ
অনুলোমক্রমে যদি
সুসংস্কৃত রজো-বিন্যাসিত বিশুদ্ধ কুলে
কোন মেয়ের পাণি-গ্রহণ করে,—
তৎ-সম্বন্ধ-নিবদ্ধ মাতৃ-অনুক্রমিক থাকের
যে-কোন সন্তান হোক না কেন,—
সে ঐ পিতৃকুলের মর্য্যাদাতেই
সেই থাকে বা স্তরে
স্থান লাভ ক'রে থাকে ;
অর্থাৎ, কেউ যদি বিশুদ্ধ-কুলসমন্বিত
কুলীন হয়,
তা'র অনুলোমক্রমিক সন্তান-সন্ততি

মাতৃ-বর্ণানুপাতিক
ঐ বর্ণের বিভিন্ন থাকে সংস্থ হ'লেও
সেই থাকেই
তা'র পিতৃকৌলিন্য ও কুলবিশুদ্ধতার মর্য্যাদায়
স্বস্থ হ'য়ে চলে ;
বিভিন্ন স্তর হ'লেও
সেই কুলেরই বিশুদ্ধ মর্য্যাদা
হয় তা'র প্রাপ্য। ২২০।

উৎকৃষ্ট-বংশোদ্ভূত জাতক
যদি দীর্ঘ দিন ধ'রে নিম্নবংশীয়ের সহিত
তা'দের পরিবেশে বসবাস করে,
তাহ'লে উপযুক্ত পোষণের অভাবে
তা'দের গুণান্বয়ী বৈশিষ্ট্য-বিকাশে
খাঁকতি জন্মে থাকে ;
তা'রা উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের
শ্রেয়সন্দীপনাকে হারিয়ে ফেলে,
বিশেষতঃ মেয়েদের বেলায়
এটা বেশী দেখা যায় ;
তাই, অনুলোম-অসবর্ণ-বিবাহিতা মেয়েদের
হামেশা পিতৃকুলের সংসর্গ, অন্নপান-গ্রহণ
ও তা'দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আচার-ব্যবহার
অবিধেয়,
তা'দের সন্তান-সন্ততির পক্ষেও
মাতুলালয়ের সঙ্গে সংস্রব সম্পর্কেও
ঐ কথা প্রযোজ্য। ২২১।

মনে যেন থাকে—
অনুলোম-অসবর্ণ-বিবাহ
যেমনতরই হোক না কেন,—
তৎপ্রসূত সন্তান-সন্ততির নামের পিছনে
বর্ণানুগ বর্গের দ্যোতক
পরিচিত-চিহ্ন বা বাক্য
যেন থাকেই থাকে,
যা'র ফলে, ব্যতিক্রমগুলি
বীভৎস হ'য়ে না দাঁড়ায়,—
যা' মানুষকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত ক'রে
তোলেই কি তোলে। ২২২।

যে-কোন বিবাহ্যা কন্যা হ'তে শ্রেয়পুরুষ
শিষ্ট সুনিষ্ঠা কোন মেয়েকে
বিবাহ করতে পারে—
ঐ কন্যা যদি স্বামিসুনিষ্ঠা ধর্ম্মদীপ্তা
একনিষ্ঠা নিয়ন্ত্রিত-প্রবৃত্তিযুক্তা হয়,
আর, যদি ঐ কন্যা জলচল না হয়,—
তাহ'লে জল বা খাদ্য যা' অনুচিত
তা' গ্রহণ না ক'রেই
শিষ্ট সন্দীপনায়
তা'কে গ্রহণ করা যেতে পারে—
তা' যে
যেমন জাতীয়াই হোক না কেন,—
যদিও তা'রা

সবর্ণা স্ত্রী হ'তে নিকৃষ্টা,

স্মার্ত্তগণের
ভাব ও ভাষা হ'তে
আমরা অতদূর নিয়মনায়
নিবেশদীপ্ত হ'য়ে চলতে পারি ;

আর, ঐ কন্যার
গর্ভজাত সন্তান-সন্ততিও
ঐ শ্রেয়ানুগ তাৎপর্য্যে
তদনুগ পর্য্যায়মাফিক
জাতি ও বর্ণে বিভক্ত হ'য়ে
বিহিত বিনায়নে
কৃতিদীপ্ত তৎপরতায়
তদনুগ জাতীয় তাৎপর্য্য নিয়ে
চলৎশীল হ'তে পারে। ২২৩।

শ্রেয়ঘরের মেয়ে
অশ্রেয় ঘরে যখন
বিবাহিতা হ'য়ে থাকে,—
তা'র অন্তঃস্থ ব্যক্তিত্বই সেখানে
বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে,
তাই, তা'র পক্ষে
কোন শ্রেয়কর্ম্ম করাই—
অশুদ্ধিরই আবাহন ;
সেমনি যদি
সমীচীন ঘরে
অশ্রেয়দের মেয়েও পড়ে—
অর্থাৎ বিবাহিতা হয়,—

সেও সমীচীনভাবে
সার্থকতার দিকেই এগিয়ে যায়—
যদি স্বামীনিবিষ্টা হয়,
কারণ, শ্রেয়ব্যক্তিত্বই হ'চ্ছে তা'র
রাগ-উর্জ্জনা
ও আত্মবিনায়নার
দীপদীপ্ত আশীর্ব্বাদ। ২২৪।

যে-সমাজ
আর্য্যীকৃত যা'রা তা'দিগকে
কৌলিক ও ব্যক্তিগত অন্বিত
গুণব্যঞ্জনা দেখে
সংস্কৃতিপ্রবুদ্ধ সদাচার-নিয়ন্ত্রণে
সমাজের উপযুক্ত স্থানে স্থান দিয়ে
বিহিতভাবে আচরণীয় ক'রে
অনুলোমক্রমিক পরিণয়-সংস্কারে
সামাজিক সম্বন্ধে
আত্মীকৃত ক'রে না নেয়—
দিন-দিনই তা'রা শীর্ণ হ'তে থাকে,
আর, নূতন উদ্গময়নী সারীভূত রজঃ
না পেয়ে
প্রজননও ক্রমশঃই দুর্ব্বল হ'তে থাকে,
তা' থেকে সংহতি,
শক্তিসৌষ্ঠব ও বোধি-উপাদান
যা' দিয়ে
জৈবী-সংস্থিতি বীর্য্যবান্ হ'য়ে ওঠে—
ক্রমশঃই তা'রও অপলাপ ঘটতে থাকে,

ফলে, রাষ্ট্র, সমাজ ও সম্প্রদায়
একটা ক্ষয়িষ্ণু চলনে
ক্রমপদক্ষেপে অবনতির পথেই
বিচরণ ক'রে চলে। ২২৫।

কোল, ভীল, সাঁওতাল,
এমন-কি, অরণ্য বা পর্ব্বত-নিবাসী যা'রা,
তা'রাও যদি আর্য্যীকৃত হয়,
পঞ্চবর্হিকে বিহিতভাবে প্রতিপালন ক'রে
শুচি ও সদাচার-সম্পন্ন হয়—
বংশানুক্রমিকতায়
সংস্কৃতিতপা হ'য়ে,
এবং তা'রা যদি অমনতর সংস্কৃতিসম্পন্ন
কোন পরিবারের সংস্পর্শে থাকে
বা তা'দের সহিত
বান্ধব-অনুচর্য্যাসূত্রে নিবদ্ধ হয়,
বিহিত ক্ষেত্রে অনুলোমক্রমে
তা'দের কন্যাগণও
আর্য্যদের বিবাহযোগ্যা,
অবশ্য নজর রাখতে হবে—
বর্ণদূরত্ব যথাসম্ভব
একান্তর পর্য্যায়কে অতিক্রম না করে;
ঐ-ঐ পরিবারের পক্ষে
ক্ষেত্রবিশেষে
বিশেষতঃ আপৎকালে
তা'দের অন্নপানীয়-গ্রহণও দূষ্য নহে—
সেই-সেই পরিবারের সহিত তা'দের

অচ্যুতনিষ্ঠ, সশ্রদ্ধতৎপর
আত্মনিবেদনমুখর সদ্ভাব যদি থাকে,—
বিশেষতঃ তা'রা যদি
অশ্রেয় পান ও ভোজন বর্জ্জন করে;
ওরাই শূচীকৃত শূদ্র,
প্রাচীন যুগেও অনেক বিশিষ্ট মহৎ
এদের কন্যাদিগের পাণিগ্রহণ করেছেন। ২২৬।

প্রতিলোম ও সঙ্কর-পরিণয়ে—
অর্থাৎ, বিপরীত কৌলিক সংস্কৃতি
ও অসমঞ্জস বিরুদ্ধ চরিত্র ও প্রকৃতিসম্পন্ন
স্ত্রী-পুরুষের বর্ণ-বিপর্য্যয়ী পরিণয়ে
জৈবী-সংস্থিতির বিকারবশতঃ
জাতকের মেধা, বুদ্ধি ও ধী
বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়,
আবার, এমনি ক'রেই
ঐ জাতকদের
আত্মসমর্থনী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তৎসংক্রমণে
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিতরে
ক্রমশঃ বিকৃতি জেগে উঠে
ধী, মেধা ও বুদ্ধির অপকৃষ্টতায়
দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ে
সমগ্র জনপদ
বিচ্ছিন্নতা ও বিভ্রান্তিতে
বিনাশের দিকে ছুটতে থাকে;
তাই, এখনও সাবধান!—

তোমার আচারে
তোমার পরিচর্য্যায়
তোমার নিয়মনে
সম্বর্দ্ধনাকে আবাহন করতে
নিরস্ত হ'য়ো না কখনও। ২২৭।

পুরুষ যদি নিজের কুল বা বংশ অপেক্ষা
বরেণ্য উচ্চকুল-সম্ভূত
কন্যাকে গ্রহণ করে,
তা'র জৈবী-ভিত্তি
যেমনতর ছিদ্রল হ'য়ে ওঠে,—
নারী যদি তেমনি পিতৃকুল অপেক্ষা
নিম্নকুলজাত পুরুষকে গ্রহণ করে,
তা'র জীবনভিত্তিও অমনতরই
ছিদ্রল হ'য়ে উঠে
জাতক-জীবনকেও অমনতরই ক'রে তোলে,
তা'র ফলে, বোধায়নী সংস্থিতিও
স্নেহল-সূত্র হারিয়ে
অপকৃষ্টতায়
অদম্য, অব্যবস্থ, আদর্শহারা হ'য়ে
অসার্থক প্রবৃত্তির পূজারী হ'য়ে জীবন কাটায়,
সঙ্গে-সঙ্গে গণজীবনকেও
প্রবৃত্তিসঞ্জাত লুব্ধ সংবেদনে
সংক্রামিত ক'রে
নিম্নাকর্ষণে
বিমূঢ় ক'রে ফেলতে ত্রুটি করে না। ২২৮।

বরং অবৈধ-বিক্ষেপবিহীন
নিকৃষ্ট-কুলসম্ভবা কন্যার পাণিগ্রহণ কর—
তা'ও ভাল,
কিন্তু তোমা হ'তে
উচ্চ বর্ণ বা কুলসম্ভবা কন্যার
পাণিগ্রহণ করতে যেও না কিছুতেই,
তা'তে তোমার
ও তোমার ঔরসজাত সন্তান-সন্ততির
ধী ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু,
তা'দের জৈবী-সংস্থিতি
ব্যতিক্রম-বিধ্বস্ত হবে,
তা'দের বৈধানিক বিন্যাসও
বিকারগ্রস্ত হ'য়ে
তোমার বংশ, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের
অশেষ অকল্যাণকে আবাহন করবে—
সংক্রমণের বিকৃত সংঘাতে;
ঈশ্বর বিধি-বিনায়িত বৈধী নিয়মনী
বিবর্ত্তন-সম্বেগ,
বিধান ও ব্যক্তিত্বের
অনুস্যূত জীবন-জ্যোতিঃ। ২২৯।

স্মরণ যেন থাকে—
মেয়েরা উচ্চ বৈশিষ্ট্যশীল বর্গে
যেন পরিণীতা হয়,
আর, পুরুষ যেন
সমান কিংবা উপযুক্ত কৃষ্টি-সমন্বিত
সদ্বংশে অনুলোমক্রমে

বিবাহ করে,
যদিও সমান পরিবারে বিবাহই শ্রেয়,
কারণ, মাটির ভালমন্দে কিন্তু
উত্তম বীজেরও উৎকর্ষ-অপকর্ষ হয় ;
বৈধী-তৎপরতায়
সুবিনায়িত সঙ্গতি নিয়ে
পুরুষের বংশের সার্থকতা দেখে
উপযুক্ত বিবাহে
সাধারণতঃ সন্তান-সন্ততি
শুভ-সম্বুদ্ধ ও সম্বর্দ্ধনশীলই হ'য়ে থাকে,
তাই, তোমরা এর ব্যতিক্রম ক'রে
এর ব্যত্যয়ী গোঁড়া চলনে চ'লে
নিজের, পরিবারের ও সমাজের
সম্বর্দ্ধনার ক্ষতি করতে যেও না,
শ্রেয় যা' তা'ই সমীচীন। ২৩০।

শ্রেয়বংশের মেয়ে
কখনই অশ্রেয়র ঘরে দিতে নেই,—
তা'র ফলে—
শ্রেয় যা'রা
ভঙ্গুর ব্যতিক্রমে
অশ্রেয় তাৎপর্য্যই লাভ ক'রে থাকে ;
আবার, অশ্রেয় ঘরের
এমনতর ভঙ্গুর ব্যতিক্রমে
তা'র সন্তান-সন্ততিও
তেমনতর অপাঙক্তেয় হ'য়ে থাকে ;
ব্যতিক্রমদুষ্ট যা'রা—

তা'দের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির বিক্ষোভে
অশিষ্টই হ'য়ে থাকে,
সংশোধন হওয়া তো দুষ্করই,
তা' ছাড়া
বংশ ও সন্তান-সন্ততিও
ব্যতিক্রমদুষ্ট হবেই কি হবে,
কারণ, ব্যতিক্রমী অনুদীপনা
তা'র অন্তরে অন্তঃশায়িত,
জাতিকে ধ্বংস ক'রে
নষ্টে নিবিষ্ট করার
এই-ই অব্যর্থ অভিদীপনা ;
তাই, হজরত রসুল
সমঘরে বান্ধবতা করার
উপদেশই দিয়ে গিয়েছেন,
আর, প্রত্যেক প্রেরিতেরই অন্তস্তলে
এই সুক্রমিক লেখা ;
ব্যতিক্রম যেখানে—
তা' প্রেরিত-পুরুষের
ঈপ্সিত নয়। ২৩১।

কোন পুরুষ যদি স্ববর্ণের মধ্যে
অবিমিশ্র অথচ ঈষৎ অপকৃষ্ট-কুলসঞ্জাত
সমকৃষ্টি ও অনুপোষণী চরিত্রসম্পন্ন
কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করে,—
তা' সাধারণতঃ সুফলপ্রসূই হ'য়ে থাকে,
এবং ঐ কন্যার সন্তান-সন্ততির ভিতরও
তা'র স্বামিকুলের অন্তর্নিহিত গুণাবলী

ও বৈধানিক সংস্থিতি
দৃঢ় ও শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে—
বোধায়নী প্রাখর্য্য নিয়ে ;
আর, ঐ কন্যার গর্ভজাত পুরুষ-সন্তান বা কন্যা
ঐ পিতৃকুলের তুল্য কুলে
যদি বিবাহিত হয়—
তা'ও সুফলপ্রসূই হ'য়ে থাকে ;
আর, অনুলোম-অসবর্ণ-বিবাহসঞ্জাত সন্তান
যদিও সর্ব্বাংশে শ্রেয়ই হয়—
তবু মাতৃবর্ণের পার্থক্যানুপাতিক
বিভিন্ন থাকের হ'য়ে থাকে,
তাই, অমনতর পুরুষ-সন্তান
মাতৃবর্ণের চেয়ে উচ্চতর বর্ণোদ্ভূত কন্যার
পাণিগ্রহণ করতে পারে না,
শুধু ঐ কন্যাই উচ্চতর বর্ণ বা কুলে
বা পিতৃতুল্য কুলে
সর্ব্বথাই গ্রহণীয়—
এবং তা'র ফলও
সুফলপ্রসূ হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ২৩২।

যে-পুরুষেরা নিজ হ'তে
উচ্চ জাতি, বর্ণ, বংশ ও সহজাত সংস্কৃতির
মেয়ে বিবাহ করে,—
তা'রা যে বর্ণ বা জাতির অন্তর্গত
তা' হ'তে আরো নীচু হ'য়ে যায়,
তা'রা এবং তা'দের সন্তান-সন্ততিরা
ক্রম-বিকৃতিই লাভ করে ;
তাই, পুরুষের উচ্চতর বংশে বা বর্ণে
কখনই বিবাহ করতে নেই,
বংশবিকৃতির জড় বা মূল
ওখান থেকেই আরম্ভ হয় ;
আর, বর্ণ মানেই হ'চ্ছে—
বংশানুক্রমিক সম-সঙ্গতিশীল
চারিত্রিক গুচ্ছ ;
তা'দের সমান বা সদ্বংশীয়
অধস্তন কুলে বিবাহ করাই শ্রেয়,
আবার, অতি নিম্নকুলে বিবাহও
পুরুষের পক্ষে
সব সময় সর্ব্বতোভাবে
সমীচীন হয় না,
সহজাত সংস্কার ও আচার
সংক্ষুব্ধ হয় তা'তে ;
কিন্তু মেয়েদের পক্ষে এর উল্টো,
তা'দের অধস্তন কুলে বিবাহ—
পরিবার, সমাজ ও জাতি-বিধ্বংসী। ২৩৩।

প্রতিলোম-প্রসূত মেয়ে যা'রা—
সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়—
অপকৃষ্টের দিকে তা'দের ঝোঁক সহজ,
প্রবৃত্তি-প্রবণতাও ঐ অপকৃষ্ট-ঝোঁকা,
উৎকৃষ্ট অনুচর্য্যায় আত্মবিনায়ন ক'রে
আত্মপ্রসাদ উপভোগ করা
তা'দের পক্ষে একটা বিড়ম্বনা ছাড়া
আর কিছুই না ;

অপকর্ষী যা',
অস্তিবৃদ্ধির বিক্ষোভী যা'
তা'ই তা'দের নারকীয় উপভোগ্য,

তা'রা
উৎকৃষ্টকে উপভোগ করতে পারে না,
তা'দের ধারণারঙ্গিল দোষদৃষ্টির কুহকজাল
তা'দিগকে ও-হ'তে বঞ্চিত ক'রে তোলে,
তাই, তা'রা তা'দিগকে সমর্থন না ক'রে
বরং বিদ্রূপাত্মক বিকৃত কটাক্ষে
ব্যঙ্গই ক'রে থাকে ;
আর, প্রতিলোমজ পুরুষদের তেমনি থাকে—
উৎকৃষ্ট কুলসম্ভব মেয়েদের প্রতি
একটা লুব্ধ আকর্ষণ,
তা'রা মনে করে—
তা'দিগকে আয়ত্তে না আনতে পারা
নিজেদের জীবনের পক্ষে
একটা আক্রুষ্ট সংঘাত,
এমনি ক'রেই তা'রা
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
শাতনী লুব্ধ ছলনায়
ক্রম-পদক্ষেপে
উৎসাদনের দিকেই নিয়ে যেতে চায় ;
একে যদি মূলেই নিরোধ না করা যায়,
জাতি
অভিশপ্তের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের
বিষাক্ত দীক্ষায়
আত্মবিলয় করতে বাধ্য হ'য়ে ওঠে ;

আর, এ জন্তু-জগতেও যেমন,
উদ্ভিদ্-জগতেও তেমনি। ২৩৪।

প্রতিলোম-সম্বন্ধকে
এখনই নিরোধ কর,
প্রতিলোমজ সন্তান যা'রা
তা'দের মধ্যে মেয়েদের
সহজ ঝোঁক বা প্রবণতাই হয়—
অপকৃষ্ট পুরুষের সহিত
সম্বন্ধান্বিত হওয়া,
আর, পুরুষগুলির ঝোঁক হয়—
উৎকর্ষী বা উৎকৃষ্ট কুলের
মেয়েদিগেতে সম্বন্ধ-সংশ্রয়ী হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করা ;
এটা তা'দের জন্মগত জৈবী যোগলিপ্সু ঝোঁক,
উৎকৃষ্টকে অবৈধভাবে
আক্রুষ্ট সম্বেগ নিয়ে
সত্য, মিথ্যা বা স্বকপোলকল্পিত কল্পনার
আশ্রয় নিয়ে
অপকৃষ্ট দলের সামিল ক'রে তুলতে পারাই
তা'দের
হীনম্মন্য লোলুপ আত্মপ্রসাদী অনুবেদনা ;
প্রতিলোমজ কন্যা যা'রা,
তা'রা উৎকৃষ্ট কুলের উৎকৃষ্ট যা'রা
তা'দিগকে শ্রদ্ধা ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ করতেই পারে না,
তা'দের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ এমনই বিকৃত যে,

প্রবৃত্তিগুলিকে
যমন-তান্ত্রিকতার ভিতর-দিয়ে নিয়মিত ক'রে
ঐ উৎকৃষ্ট-কুলজ উৎকৃষ্ট পুরুষের সংশ্রয়ে
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে তোলা
একটা বিকট বিড়ম্বনা-স্বরূপ হ'য়ে ওঠে
তা'দের পক্ষে ;
ঐ ব্যতিক্রান্ত প্রতিলোমজ সংস্থিতির
অন্তরাবেগই হ'চ্ছে—
উৎকৃষ্টকে দুষ্ট ক'রে
চাহিদানুপাতিক রং ফলিয়ে
অশ্রদ্ধাপূর্ণ ভ্রূকুটির সহিত
বা লুব্ধ লোলুপ রঞ্জনায়
তা'দিগকে অবষ্টব্ধ ক'রে
শ্রেয় সমর্থন-সম্বেগহীন
ক্রূর কলুষ হাতানিতে
তা'দিগকে নিজের উপভোগ্য ক'রে নিয়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করা,
—ঐ-ই তা'দের
উদ্ধত গর্ব্বেপ্সার কৃতি-দীপনা ;
সে যা'ই হোক,
সুষ্ঠু সন্ধিৎসা নিয়ে
তা'দিগকে এমনতরভাবে
নিয়ন্ত্রণ করতে হবে,—
যা'র ফলে, ঐ প্রতিলোম যৌন-সংস্রব
কোনপ্রকারেই সংঘটিত না হয়
বা ঐ জাতীয় অনুপ্রেরণা
কাউকে অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে না পারে,

তা'র পর বিশিষ্ট-বিশিষ্ট
বিশুদ্ধ উন্নত কুলসঞ্জাত
সুসংস্থ কতকগুলি গুচ্ছ
জায়গায়-জায়গায় ছিটিয়ে
তা'দিগকে অনুপ্রেরিত ক'রে
তা'রা ঐ প্রতিলোমজ মেয়েদিগকে
যা'তে গ্রহণ করে
তা'র ব্যবস্থা করতে হবে—
বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ রকমে—
ঐ পুরুষদের সবর্ণ-বিবাহকে অব্যাহত রেখে,
এই-এই সম্বন্ধের ভিতর-দিয়ে
যে-কন্যা সৃষ্টি হবে—
তা'কে আবার অমনতর ক'রে
সম্বন্ধান্বিত করতে হবে,
এমনি ক'রে ক্রমাগতভাবে
অমনতরই চালাতে হবে—
যতদিন তা'রা ঐ বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনায়
উপনীত না হয় ;
কিন্তু বংশানুক্রমে বিভিন্ন নিম্নবর্ণের সহিত
বার-বার বিকৃত প্রতিলোম
যেখানে যত বেশী হয়,—
সেখানে ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ক'রে
এই প্রক্রিয়া খাটানো
একটু কঠিনই হ'য়ে ওঠে,
তাই অতি সাবধানে
দক্ষতার সহিত
নিপুণ সৌকর্য্যে

এগুলিকে নিরূপণ করা উচিত
বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে,
এই পথে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
প্রত্যাবর্ত্তনী প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে যদি বিশুদ্ধ স্থায়িত্বে
উপনীত করতে পারা যায়,—
তা' খুবই ভাল,
এবং আশাপ্রদ অনেকখানি,
তাই, এটা সর্ব্বতোভাবে প্রচেষ্টনীয় ;
মেয়েরা চরপ্রবল ব'লে
তা'দের প্রত্যাবর্ত্তন অনেকটা সহজ,
কিন্তু পুরুষরা স্থয়ী-প্রবল ব'লে
প্রত্যাবর্ত্তনী প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
তা'দের নিয়মন অত্যন্ত সুকঠিন,
প্রত্যাবর্ত্তনী সম্ভাব্যতা যেখানে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ
বা সুকঠিন,
সেখানে জনন-বর্ত্তনা
স্তব্ধ ক'রে রাখাই সমীচীন,
উদ্ভিদ্-জগৎ, জীব-জগৎ,
এমন-কি, মনুষ্যজগতেও
সাংঘাতিক ব্যতিক্রম-ক্ষেত্রে
প্রকৃতিরই এমনতর বৈধী-অনুশাসন ;
গোড়ায় যেন মনে থাকে—
সব সময় ঐ প্রতিলোমজ সন্তানদিগকে
ইষ্ট-ধর্ম্ম-কৃষ্টির
সুসঙ্গত অনুপ্রেরণায়
অনুপ্রেরিত ক'রে

তৎকর্ম্মান্বিত ক'রে তোলার
দোলন-দীপনায় নিয়োজিত রাখতে হবে,
যা'তে সুকেন্দ্রিক অনুবেদনা
তা'দের প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে,
বোধিমর্ম্মকে
অমনতরভাবেই অঙ্কিত ক'রে তোলে—
শ্রদ্ধোষিত আবেগোচ্ছল অনুদীপনায় ;
সঙ্গে-সঙ্গে
এটা যদি না করতে পারা যায়,
তা'হলে ঐ প্রত্যাবর্ত্তনী প্রক্রিয়া
বিন্যাস-বিভূতিতে
সুসজ্জিত হ'য়ে উঠতে চাইবে না,
বৈধানিক কোষের ঔপাদানিক বিকার
সুব্যবস্থ বিনায়নায়
সুসজ্জিত হ'য়ে
স্থায়িভাবে
সুসঙ্গত স্বস্থ হ'য়ে উঠতে চাইবে না ;
ঈশ্বর যা'-কিছুরই জীবন-সম্বেগ,
নিয়ন্ত্রণ-সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়েই
বিনায়নী বৈশিষ্ট্যে আধৃত হ'য়ে
তিনিই যা'-কিছুতে ধাতারূপে
অবস্থিত হ'য়ে থাকেন,
বিন্যাস যেমন,
বিধৃতি যেমন,—
বিভূতিও তেমনি,
ধরণ যেমন,

করণ যেমন,—
হওন ও প্রাপণও তেমনি,
তাই, ঈশ্বর বিধাতা,
আর, তিনিই বিভু। ২৩৫।

ম্লেচ্ছ যা'রা,
যা'রা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে,
ঈশ্বরীয় শাসন-বিধিকে অগ্রাহ্য করে,
পূর্ব্বতন পূরয়মাণ ঋষি, অবতার-পুরুষ
ও বর্ত্তমান পূরয়মাণ যিনি বা যাঁ'রা
তাঁ'দিগকে গ্রহণ ও অনুবর্ত্তন করে না—
অবজ্ঞা করে,
একনিষ্ঠ, সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-সংস্কৃতিহীন
এমনতর দুষ্টপ্রকৃতিসম্পন্ন যা'রা,—
তৎকুলোদ্ভূত কন্যা
তা' যে-কোন সম্প্রদায়ভুক্ত বা বর্জ্জিতই
হোক না কেন—
যদি অনুলোমক্রমিক পরিণয় সম্ভব
এমনতর ঈশ্বর-বিশ্বাসী
পূরয়মাণ ঋষি ও পূর্ব্বতন
ও বর্ত্তমান প্রেরিতে বিশ্বাসী
সুসংস্কৃত কুলসম্পন্ন পুরুষকে
বিবাহার্থ মনোনীত করে—
সশ্রদ্ধ অনুবর্ত্তন-আগ্রহে—
এবং সে যদি তা'কে গ্রহণ ও পরিণয়ে
সংস্কৃত ও শুদ্ধ ক'রে
শ্রেয়কেন্দ্রিকতায় উচ্ছল

ও উন্নত ক'রে তোলে—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের অধিকারী হয় সে;
আর, তা'র পরিবার ও সমাজস্থ যে-নারীগণ
শ্রেয়কেন্দ্রিক পরিবেষ্ণায়
ঐ নবপরিণীতাকে
আপ্তীকৃত ক'রে নিয়ে থাকে—
তাঁ'র করুণা বর্ষিত হয়
তা'দের উপরও,
সমাজ, সংস্কৃতি ও সংহতির
পুষ্টিসাধনই করে তা'রা সকলে,
সুনিষ্ঠ শ্রেয়কেন্দ্রিকতায়
শ্রেয়-প্রস্রবণে অন্তর অভিষিক্ত হয় তা'দের;
তাই, ভগবান মনু ব'লেছেন—
'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'। ২৩৬।

উন্নত পর্য্যায়ে অবজ্ঞা,
সপর্য্যায়ে অবহেলা
ও অপপর্য্যায়ে আনতিবশতঃ
ধন-সম্পদ্ ও জলুস চলন দেখেই
অপপর্য্যায়ী পুরুষের সঙ্গে
ভগ্নী, কন্যা ইত্যাদির
বিবাহ-সম্বন্ধ যা'রা করে—
সমাজে অকল্যাণী
পাপবিধায়ক তা'রাই,
পাতিত্য যদি কিছু থাকে গূঢ়তম ব'লে
সেই পাতিত্যের আশ্রয়স্থল তা'রাই,
জৈবী-সংস্থিতির ব্যাহতি বা বিকৃতির

উদীয়মান হোতাই তা'রা,
তা'রা সম্প্রদায়কে নষ্ট করে,
সমাজকে নষ্ট করে,
রাষ্ট্র ও দেশকে তা'রা
বিপর্য্যয়ী আপোগণ্ডের
আবাসস্থল ক'রে
পরিধ্বংসের স্রষ্টা হ'য়ে
সর্ব্বনাশে সবকে সাবাড় ক'রে দিতে চলে ;
নিজেকে বাঁচাতে চাও যদি—
সম্প্রদায় ও সমাজকেই যদি বাঁচাতে চাও—
রাষ্ট্র ও দেশকেই যদি
রক্ষা করতে চাও—
হতভাগ্য, অপোগণ্ড
ও আশ্রয় থেকেও নিরাশ্রয়দিগের
আমদানী রহিত করতে চাও—
সাবধানে নিরোধ কর
ঐ অজ্ঞান আত্মঘাতী অবজ্ঞাকে। ২৩৭।

যা'দের ভিতর বর্ণ-বিভাগ নেই—
অনুধ্যায়িনী সুদর্শন-সিদ্ধ বর্ণবিভাগ
হ'য়ে ওঠেনি যা'দের ভিতর—
তা'দের সুপ্রতিষ্ঠিত সদ্বংশে
অর্থাৎ যা'দের ভিতর
ক্রমান্বয়ী চলনে
আচার-ব্যবহার,
কৃষ্টি-অনুধ্যায়িনী তৎপরতা,
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী সঙ্গতিশীল অনুচলন,

বিনয় ও বিদ্যার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি-সহ
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে—
সুপ্রজনন-প্রতিভা-সন্দীপ্ত হ'য়ে,—
এমনতর বংশে কন্যাদানই শ্রেয়,
কিংবা নিজের সমান বংশে
কন্যাদান করা—
অশুভপ্রদ নাও হ'তে পারে,
কিন্তু নিজ বংশ হ'তে
অপকৃষ্ট বংশে
কন্যাদানের ফল
কখনই শ্রেয়প্রসূ হ'তে দেখা যায় না,
অন্য কথায়, নিজের কুল হ'তে
উৎকৃষ্ট কুলের কন্যা-গ্রহণ
কখনও শুভপ্রসূ নয়,
বরং, তা'তে কুলের উৎকর্ষ
বিকৃতই হ'য়ে চলে,
তাই তা'রা যদি
অন্ততঃ এতটুকুও
সন্ধিৎসু সুবিবেচনার সহিত
বিবাহাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করে,—
আশা করা যায়
তা'রা অনেকখানিই সুফল পেতে পারে। ২৩৮।

শ্রেয় বর্ণ মানেই হ'চ্ছে—
শ্রেষ্ঠ বর্ণ,
বিবাহ্য উত্তম বর্ণানুগ গুণ ও কর্ম্ম ইত্যাদি,
যা'র ফলে, মানুষ

ধীমান, জ্ঞানী ও দূরদর্শী হয়,
আর, জন্মগত গুণ ও কর্ম্মের সংহতি নিয়েই
বর্ণ সৃষ্টি হয় ;
আমি শ্রেয় মানেই শ্রেষ্ঠ বুঝি,

শ্রেষ্ঠ কুল,
শ্রেষ্ঠ বর্ণ,
শ্রেষ্ঠ স্বভাব, বিদ্যা ও ধীসম্পন্ন যে
তা'কেই সাধারণতঃ আমি
শ্রেয় ব'লে থাকি,
সবর্ণ হ'লেও শ্রেয় হ'তে পারে—
কিন্তু বিবাহ্য,—
যদি সগোত্র না হয়,
বিবাহ-ব্যাপারে
শ্রেয়কেই আমার ইঙ্গিত করা আছে
শ্রেষ্ঠ ব'লে,
আবার, শ্রেষ্ঠ—এই অর্থেও
শ্রেয়-শব্দ প্রযুক্ত আছে,
অর্থাৎ, গুণ ও কর্ম্মাদির
বিন্যাস-অভিদীপ্ত
উৎকৃষ্ট বর্ণসম্ভূত যে বা যিনি,—
এবং সমজাতীয় বর্ণের ভিতর
যিনি শ্রেয়—
শ্রেষ্ঠ ;
অনুলোমক্রমে বা সবর্ণের ভিতর
পরিপূরণী-প্রতিভাসম্পন্ন
ঐ অমনতর শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ পাত্রই
নারীর বরণীয়,

আর, ঐ বিধিসিদ্ধ বিবাহে
মানুষ বিকারগ্রস্ত হয় কমই। ২৩৯।

মেয়েদের শুধু
শ্রেয়ে পরিণীতা হ'লেই যে
সব সমস্যা ফুরিয়ে গেল—
তা' নয়কো,
শ্রেয় বলতেই বুঝতে হবে—
আভিজাত্য ও তদনুগ ঐতিহ্যগুলি
তা'তে কেমন জাগ্রত,
বা তা'র বোধি
কতখানি বিন্যাস লাভ করেছে—
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে,
আবার, ঐ জাগৃতি
তা'তে কেমন ক্রিয়াশীল—বাস্তবে,
এবং তা' নিয়ে সে কতখানি
কুলতপা হ'য়ে উঠেছে ;
আবার, মেয়েদের বেলায়ও অমনতর—
মেয়ে কেমনতর বংশসম্ভূতা,
বংশে কোনরকম বিপরীত সংশ্রয়
ঘটেছে কিনা,
যদি ঘ'টে থাকে,
তবে সে-সংশ্রয় কতখানি
তা'র চরিত্রে ক্রীয়াশীল হ'য়ে উঠেছে,
শ্রেয়-শ্রদ্ধ ও শ্রেয়-চর্য্যী অনুবেদনা
তা'র চরিত্রে কতখানি সক্রিয়ভাবে
সজাগ ও চলন্ত হ'য়ে চলেছে,

শ্রেয়-অনুরাগ কতখানি গাঢ় ও নিয়ত,
ঐ শ্রদ্ধা তা'র ব্যক্তিত্বকে
কেমনতর ক্রিয়াশীল ক'রে তুলেছে,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সার্থক চলন
তা'র বোধিকে কতখানি
সজাগ ক'রে রেখেছে,
আভিজাত্য, কুলমর্য্যাদা ও ঐতিহ্যে
তা'র অনুরাগ কেমনতর,
আর, তদনুগ বাহ্যিক-গঠন ও চলন-সন্দীপনা
বাস্তব শুভদ-সুন্দরে
কেমনতর বিনায়িত হ'য়ে চলেছে,
অনুবেদনী ধী,
শুভ-সংশ্রয়িতা
ও সৌন্দর্য্য-বিনায়নী নিষ্পন্নতা,
হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহার,
যমন-শক্তি ও ধী-শক্তি
কতখানি কেমনতর তা'র অধিগত,
সঙ্গে—সঙ্গে
সুস্থি ও ব্যাধি-প্রসারণা কেমনতর,
বল, বর্ণ, আয়ু ও বর্দ্ধনী-সম্বেগ
কতখানি কেমনতর প্রস্ফুটিত—
নিষ্ঠা ও আচরণের উপর দাঁড়িয়ে,—
স্ত্রী-পুরুষের এই সব লক্ষণগুলির
পারস্পরিক সুসঙ্গতি বিবেচনা ক'রে
যেখানে পরিণয় সংঘটিত হয়েছে,—
সেখানে শুভ ফলের প্রত্যাশা সমধিক ;

ঐ লক্ষণগুলি দেখে আঁচ করা যায়—
তা'দের জনি-সম্পদ্ কেমনতর,
এবং তা'দের সন্তান-সন্ততিও বা কেমন হবে ;
স্ত্রী বা পুরুষে
ঐ গুণগুলি আবার নির্ভর করে—
তা'দের পিতামাতার স্নেহানুচর্য্যী
আলিঙ্গন-নিবদ্ধতার উপর—
যে পারস্পরিক একায়তনী
রাগানুবন্ধের ভিতর-দিয়ে
জৈবী-সংস্থিতির সাত্ত্বিক অনুদীপনা
ও অন্তর্নিহিত গুণাবলী
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
এবং বীজকোষ ঐ অনুক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
বীজ-বিশেষত্বগুলি
বিন্যস্ত হ'তে সংস্থিতি লাভ করে,
এবং ডিম্বকোষেরও
অমনতর পরিণতি সংসাধিত হয়। ২৪০।

বিহিত সবর্ণ ও অনুলোম-পরিণয়েও
নারী ও পুরুষের কুলসংস্কৃতি
এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি
যেমনতর পরিপূরণী ও পরিপোষণী—
পারস্পরিকতায়,
—ঐ পূর্য্যমাণতা ও পরিপোষকতার
নৈকট্য ও দূরত্ব হিসাবে
সন্তানের বোধিবৃত্তিরও
বিকাশ হ'তে থাকে ক্রম-তাৎপর্য্যে,

তাই, অনুলোম-বিবাহেও
দ্ব্যন্তর বর্ণ প্রশংসনীয় নয়কো ;
আর, এই কুলসংস্কৃতি,
বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির সঙ্গতি-ব্যাপারে
ব্যতিক্রম যেখানে যত—
সন্তানের বোধিবৃত্তিতেও
বিশৃঙ্খল ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়
তেমনতরই প্রায়শঃ ;
আবার, এমন ক'রেই
পারম্পর্য্যানুপাতিক
বীজকোষের অন্তর্নিহিত জনিগ্রথিত বৃত্তিগুলি
বয়সের এক-এক অনুচ্ছেদে
ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে,
বয়সের সেই-সেই অংশে
যে-সমস্ত সন্তান-সন্ততি জন্মে—
তা'দেরও সেই-সেই বৃত্তিগুলি
প্রাধান্য লাভ ক'রে থাকে
ঐ তা'কেই মূল ভিত্তি ক'রে—
স্ত্রী-পুরুষের যোগসঙ্গতি-অনুপাতিক
রজোবীজে অনুস্যূত হ'য়ে ;
কিন্তু যা'রা সুনিষ্ঠ, কেন্দ্রায়িত—
তা'দের সমস্ত বৃত্তিগুলির
সুসঙ্গত সংহতি নিয়ে
ভাব ও কর্ম্মে
জীবনের যে-অবস্থায়
যে-প্রবৃত্তি প্রাধান্য লাভ করুক না কেন,
তা' ঐ শ্রেয়কেন্দ্রিকতায় বিন্যস্ত হ'য়ে চলে

ঐ স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে,
তা'দের সন্তান-সন্ততিও পারম্পর্য্যানুপাতিক
যে-কোন বৃত্তিকেই মূল ভিত্তি ক'রে
জন্মগ্রহণ করুক না কেন,
ঐ সুকেন্দ্রিক প্রবণতা নিয়েই জ'ন্মে থাকে—
শ্রেয়কেন্দ্রিক একসূত্রসঙ্গতির সার্থকতায় ;
যা'র যে-কোন দৃষ্টিভঙ্গী থাকুক না কেন—
তা'র ঐ প্রবণতা-অনুপাতিকই হ'য়ে থাকে
প্রায়শঃ। ২৪১।

বিশুদ্ধ-কুলসঞ্জাত সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়ী
যোগ্যপুরুষ
যদি উপযুক্ত-কুলসম্ভূতা
অর্থাৎ, যে-কুল ঐ-পুরুষের কুলের প্রতি
শ্রদ্ধোষিত সম্ভ্রমাত্মক আনতি-সম্পন্ন—
এমনতর কুলসঞ্জাতা
অসূয়াবিহীনা,
ঐ পুরুষের স্বভাবের অনুপোষণী,
শ্রদ্ধানিরতা,
আত্মবিনায়নী অনুচর্য্যাপ্রবণা—
এমনতর বহু কন্যারও পাণিগ্রহণ করে—
বৈধী-অনুক্রমণায়,
সবর্ণ ও অনুলোমক্রমে—
তা' যেমনই হোক না কেন—
তা' সমাজ-সংস্থিতির পক্ষে
শুভফলপ্রসূ ;
কেন না, তা'র ফলে

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র
স্বভাবতঃই
সুযোগ্য জাতক-সম্পদের অধিকারী হয়,
যা'র আবির্ভাব ও উপচয়ী অবদানে
জন-সমাজ
যোগ্যতার অভিদীপনায়
বিবর্ত্তনপন্থী হ'য়ে চলতে পারে—
সুজীবন, আয়ু, শক্তি, সাফল্য,
মেধা, পরাক্রম ও সম্বর্দ্ধনার
বিপুল আশীর্ব্বাদে ;
কিন্তু মনে রেখো—
তুল্য বিবাহই
সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ,
কারণ, সমীচীনভাবে
সংগ্রহকরণ-সন্দীপনা
তা'তে অনেকটাই বেশী থাকে—
অন্য অপকৃষ্ট কুল বা বংশ হ'তে
যে-মেয়েকে আনা হয়
তা'দের চাইতে,
আবার, এমনতর
বর্ণের যত দূরত্ব হয়—
ডিম্ব ও রেতের সংগ্রাহী-দীপনাও
তত অনেকটাই কম হ'য়ে থাকে । ২৪২ ।

ধী—
রেতঃবৈশিষ্ট্যে যা' জন্মায়
ডিম্বকোষের

বিন্যাস-বিলেপনের ভিতর-দিয়ে,
তা'র
বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্বের চরিত্রও
তেমনি উদ্ঘাটিত হ'য়ে থাকে প্রায়ই—
যোজ্যতা-অনুপাতিক । ২৪৩ ।

পিতৃপুরুষের
নিষ্ঠা-অন্বিত গুণ ও আচার
যেমনতরভাবে
সন্তান-সন্ততিতে ব'র্ত্তে ওঠে,
তা' কিন্তু
রেতঃগতিরই বিভূতি—
যে রেতঃনিহিত জনি
মাতৃডিম্বকোষস্থিত
পিতৃজনি-সহযোগে
বিধায়িত বিধানকে
উৎসর্জ্জিত ক'রে তোলে ;
তাই,
কুলাচারসন্দীপ্ত অভিদীপনা নিয়ে
সদৃশ ঘরে বিবাহ যদি হয়,
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতির
শ্রমপ্রিয় উর্জ্জনায়
সার্থক সঙ্গতিশীল
শিষ্ট মিলন যদি হয়,—
ছেলেমেয়েও
ঐ পিতৃকুলের বৈশিষ্ট্যতেও
উজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে,

তাই, সন্তান
পূর্ব্বপুরুষেরই রেতঃধারা । ২৪৪ ।

রেতঃসত্তাই হ'চ্ছে—
জন্মের জনক,
রেতঃসত্তা
সাত্বত সন্দীপনায়
যেমনতর সংগর্ভ লাভ করে—
তা'র ঐ উৎসৃজনা-অনুপাতিক,
বোধ ও প্রকৃতিও
তা'র তেমনিই হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ,
কারণ, সে
সেই জাতীয় শিক্ষাই ধরে ;

পূর্ব্বপুরুষের স্রোত-সন্দীপনাই
ঐ বৈধী রেতঃসত্তা,
আর, ঋষিদের উক্তিই হ'চ্ছে—
অর্থাৎ, দ্রষ্টাপুরুষের উক্তিই হ'চ্ছে—
জন্মকর্ম্ম যা'র যেমন,
ধৃতি ও কৃতিবর্ণও
তা'র তেমনি হ'য়ে থাকে—
শিক্ষার আওতায় সুনিষ্ঠ হ'লে ;
তাই, বিবাহে
শিষ্ট-সবর্ণা স্ত্রীই বিধেয় ;
বিহিত শিষ্ট
অনুলোমবিবাহও ধর্ম্মানুসারী,
কিন্তু প্রতিলোমবিবাহ বিকৃতিপ্রসূ ;

কারণ, অনুলোমসঞ্জাত ঐ ডিম্বকোষ
অনুলোম-তাৎপর্য্যেই
ঐ রেতঃসত্তাতে আহুত হ'য়ে
প্রায় তৎসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে অনেকটা ;
কিন্তু প্রতিলোম-সংযোজনা
ঐ রেতঃসত্তার বিকৃতিরই
দীপন-তাৎপর্য্য । ২৪৫ ।

ডিম্বকোষ যদি
রেতঃসত্তার সঙ্গতিশীল হয়,
সন্তান-সন্ততির
শারীর সঙ্গতির সাথে
সাত্বিক সন্দীপনাও
তেমনতরই বিকশিত হ'য়ে থাকে,—
যদি তা'দের ভিতর
ব্যতিক্রমদুষ্টি
ও অসাদৃশ্য না থাকে,
—তা' যে-কোন কারণেই হোক ;
অসাদৃশ্য হ'লে
ঐ ব্যতিক্রমগুলি
সন্ততির শরীর, মন
বা আত্মিক সঙ্গতিতে
মাথাতোলা দিয়ে থাকে,
তাই, ঋষিরা
সদৃশ বিবাহই
শিষ্ট ব'লে গ্রহণ করেছেন,

অসদৃশ হ'লে
ব্যতিক্রমী উৎক্ষেপ কিংবা বিক্ষেপ
—এ দু'টোর কোন একটার
প্রাবল্য হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ২৪৬।

বীজের অন্তরে
উপাদান-বিন্যস্ত যে—যে শক্তি
বিনায়িত হ'য়ে র'য়েছে,
সেগুলিকে নিরন্তর একজাতীয়
রজঃ-পোষণার ভিতর-দিয়ে
রূপ ও গুণে স্ফুরিত করতে থাকলে
তা' ক্রমশঃ ঘনায়িত হ'য়ে
ভঙ্গপ্রবণই হ'য়ে থাকে,
কিন্তু ঐ বীজের অনুপোষণী
অনুলোমক্রমে
বিভিন্ন রজোবিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
তা'কে যদি পরিস্ফুরিত ক'রে তোলা হয়,—
সেগুলি যেমনতর তেজাল হ'য়ে ওঠে,
সংস্থিতি-পরায়ণও হ'য়ে ওঠে তেমনি;
আর, এই অন্বিত স্ফুরণা
যেমনতর তেজবীর্য্যশালী হ'য়ে ওঠে,
অসৎ-নিরোধ-তৎপর হ'য়ে ওঠে,—
বিক্রম ও ধী-বিভাও তেমনি
প্রতিভান্বিত হ'য়ে ওঠে,—
আবার, তা'র আয়ুষ্কালও
সংগঠিত হ'য়ে ওঠে তেমনি,
বৈধী রজঃ-সংশ্রয়ের ভিতর-দিয়ে

জাতকও পরাবর্ত্তিত হ'য়ে উঠতে থাকে
তেমনি করে;
স্থির ও চরের
বিশুদ্ধ মিলন-সঙ্গতি যেমন,
অভিব্যক্তিও হয় তেমনি—
শ্রদ্ধোষিত অনুধ্যায়িনী ধৃতি-ধারণে,
অধ্যবসায়ী অধ্যয়নায়;
চরের আলিঙ্গন-আবেগ-সন্দীপ্ত
আগ্রহদীপনায় অভিনিবিষ্ট থেকে
স্থির স্থয়ী-সম্বেগে
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে উপনীত হ'য়ে থাকে,
ঐ স্থিরই
চর-রথের স্থির-সম্বেগ—
বৈশিষ্ট্য-অধ্যুষিত বিশেষ অভিব্যক্তি;
ঈশ্বরই সার্থক স্থির দীপনা,
ঈশ্বরই স্থির-সম্বেগ,
ঈশ্বরই চর-আলিঙ্গন-অনুস্যূত
জীবন প্রভা। ২৪৭।

পুরুষের পৌরুষ-সত্তা বা পৌরুষ-বীর্য্য
স্থাণু,—স্থির-প্রকৃতিসম্পন্ন,
নারীর রজস্-দীপনা বা রজঃপ্রকৃতি
চরিষ্ণু,
চলন-সম্বেগী অর্থাৎ চলৎপ্রকৃতিসম্পন্ন,
আবার, যে-পুরুষের স্থয়ী-ভরণ
যত শক্তিসম্পন্ন—
বিশেষ বিন্যাসে অবস্থিত,—

সে তত উন্নত সত্তা,
ব্যক্তিত্বও তা'র উন্নত-বিন্যাসী,
কুলের মর্য্যাদা সেই-ই ;
আবার, নারীর রজস্‌দীপনা বা রজস্‌-সম্বেগ
চরভরণ-সম্পন্ন,
সে যেমনতর পুরুষে অনুরক্ত ও সংশ্লিষ্ট হয়,
সেই অনুযায়ী
তৎপোষণী চর-বিন্যাসী হ'য়ে ওঠে,
এই যোগারূঢ় রজস্‌-দীপনা যা'র যত বেশী—
তা'র ব্যক্তিত্বও তেমনতর উন্নত-বিন্যাসী ;
আবার, কোন পুরুষের স্থয়ী-ভরণ
যদি দুর্ব্বল হয়,
আর, তা'র স্ত্রীর চরভরণ
যদি শক্তিসম্পন্ন হয়,—
তাহ'লে ঐ স্থয়ী-ভরণকে বিক্ষুব্ধ ক'রে
চরভরণ শক্তিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
ফলে, তদনুসৃষ্ট জাতকও তেমনি
অস্থির, বিকৃতিসম্পন্ন হয়—
যেমন প্রতিলোম-সংস্রবে হ'য়ে থাকে ;
তাই, নারী যদি পুরুষ-বৈশিষ্ট্যের
অনুপোষণী না হয়—
তা'র প্রকৃতিতে,
বর্ণ-বৈশিষ্ট্যে
ও আত্ম-বিনায়নায়,
তাহ'লে ঐ অন্বিত সত্তা
ও তদনুসৃষ্ট জাতকও
অপকৃষ্টই হ'য়ে থাকে,

আর, তদন্বিত অনুপোষণী হ'লে
শ্রেয়-সৃজী হ'য়ে ওঠে,
তাই, নারীর অশ্রেয়-সঙ্গতি
পরিধ্বংসেরই সৃজন-আরতি ;
ঈশ্বরই শ্রেয়,
ঈশ্বরই প্রেয়,
ঈশ্বরই অন্তর্নিহিত
যোগাবেগ-সন্দীপ্ত জীবন-প্রবাহ—
সর্ব্বর্দ্ধনা-সন্দীপী ব্যক্তিত্বের
উৎসৃজী সম্বেগ। ২৪৮।

তোমার পিতৃপুরুষের উর্জ্জনাদীপ্ত ওজঃ
সঙ্গতিশীল ডিম্বকোষে অবশায়িত হ'য়ে
কোষের ক্রম-বিভাজিত বর্দ্ধনায়
যে-বিধান সৃষ্টি ক'রে দিল—
একটা সমীচীন সুসঙ্গতি নিয়ে
যা'তে তোমার
সাত্ত্বিক দ্যুতি
বিধৃত হ'য়ে
সংরক্ষিত হ'য়ে
সমৃদ্ধ হ'তে-হ'তে চলেছে,
তা' যে-সংস্কৃতির অভিশায়নায়
যে সহজ অভিনিবেশ সৃষ্টি করল—
ভাববৃত্তির দ্যোতনদীপ্তির ভিতর-দিয়ে,
স্ফুরণ-তাৎপর্য্যে,—
তা'ই কিন্তু তোমার সংস্কার
বা যা'কে সহজাত সংস্কার (instinct) বল—

তা'ই,

যে-দ্যোতনা

কৃতি-উন্মুখ হ'য়ে চলতে থাকে ;

তাই, ভিন্ন-গোত্রীয়

সমকৃষ্টিসম্পন্ন সদৃশ কুলে

বিবাহই সমীচীন,

আর, ঐ সংস্কৃত গর্ভকোষ

যা' ঐ ওজদীপনাকে

অন্তঃস্থ ক'রে

সংবর্দ্ধিত হ'য়ে চলতে লাগল,

তা'ই কিন্তু তা'র ধৃতিশক্তি

বা ধারণাশক্তি,

বোধবিদীপ্ত মেধায়িত স্মৃতি-সৌষ্ঠব,

অর্থাৎ ধারণাবতী বোধ-সৌষ্ঠব—

শারীর-সংস্থিতি ;

এই হ'ল সংস্কার ও স্মৃতির

বোধায়িত ধৃতি-কথা—

আমি যেমন ক'রে বুঝি,

যেখানেই অসাদৃশ্য

বা ব্যতিক্রমদোষ—

ব্যক্তিত্বের ব্যতিক্রমও সেখানে

অতি নিশ্চিত,

আর, বিশেষতঃ প্রতিলোম যেখানে,—

ঐ উর্জ্জনাদীপ্ত ওজঃ

যে সংস্কারসম্বদ্ধ হয়ে

ঐ ডিম্বকোষকে সংবিদ্ধ করে—

তা' তা'র অন্তর্নিহিত

বীজকোষব্যাপ্তির ভিতর-দিয়ে

অন্তঃশায়িত ছিলই,

এবং তা' ঐ ডিম্বকোষকে

অবসৃজী ব্যতিক্রমে

সংবিদ্ধ ক'রে

জাতকের ব্যক্তিত্বে

ঐ-জাতীয় ব্যতিক্রম সৃষ্টি তো ক'রেই থাকে,

এবং নিজেও রেহাই পায় কমই,

তা' ছাড়া, ঐ ডিম্বকোষের উপর

নিজের প্রাধান্য দ্বারা

নারীর পিতৃকুলপ্রবাহিত সংস্কারগুলিতে

অবসৃজনী অভিভূতির

উন্মাদনা সৃষ্টি ক'রে চলতে থাকে ;

বুঝে-সুঝে—

যা' ভাল হ'য়, তা'ই করো। ২৪৯।

আবার বলি—

মনে রেখো—

রেতঃসত্তা

চিরদিনই প্রধান

ও সক্রিয় গতিশীল,

আর, কুলসংস্কৃতি ও স্বভাবকে

ঐ রেতঃই বহন ক'রে থাকে—

ক্ষেত্র অর্থাৎ মায়ের

বিহিত পোষণ-পরিচর্য্যায়,

আর তদনুপাতিকই

জীবের জন্ম

ও চারিত্রিক স্বভাবের
উদ্ভব হ'য়ে থাকে—

সংস্কারের উদ্ভাবনী তাৎপর্য্যে—
উপযুক্ত ডিম্বকোষের সাথে
মিলিত হ'য়ে
শারীর বিধান সৃষ্টি ক'রে ;

তাই, পরিণয়-ব্যাপারে
যদি ঐ রেতঃ-অনুপাতিক
ডিম্বকোষের মিশ্রণ না হয়—
অর্থাৎ, সদৃশ ও শ্রেয়-পরিণয়ের
ব্যতিক্রম হয়—
তা' কুল, সংস্কৃতি ও স্বভাবে
ব্যতিক্রম সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
বংশে যদি কোথাও
ব্যতিক্রম-সংস্রব থাকে,—
স্পষ্টই দেখা যায়—
তা'তে সন্তান-সন্ততি
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে,
প্রত্যেক প্রত্যক্ষদর্শী যদি
বিশেষ বিনায়নে
এগুলি অবলোকন করেন,
খানিকটা মোটামুটি বুঝতেও পারেন ;
পরিণয়-ব্যাপারে
রেতঃসম্মিলন যদি
সঙ্গতিশীল না হয়—
তা' জাতিই বল,
বর্ণই বল,

গুণই বল,
আর কর্ম্মই বল,
তা'র সন্দীপনী সম্বর্দ্ধনা হয় কিনা
তা' জানি না,
দেখিনি বা শুনিনি ;
তাই, সাবধান হও,
সদৃশ বা শ্রেয়-ঘরে
সুসঙ্গতিশীল সম্মিলনী পরিণয় যা'তে হয়—
সেদিকে নজর রেখো,
তা' ক'রোই ;
সার্থকতা ক্রমসন্দীপনায়
সজাগ হ'য়ে উঠবে,
বিক্ষিপ্ত ব্যাসের
সৃষ্টি করতে যেও না। ২৫০।

আরে পাগল !
এটাও কি জান না—
রেতঃসত্তা—
স্বতঃ-সক্রিয়,
গতিশীল,
জনন-ব্যাপারে
প্রাধান্য কিন্তু তা'র,
তা'র যেমনতর সংস্থিতি
তেমনতর ক'রেই
ডিম্বকোষকে
বিভাজন ও বিনায়ন ক'রে
সমস্ত বিধানকে

সৃষ্টি ক'রে থাকে,
এই সক্রিয়তা
যা'র যেখানে যেমনতর উন্নত,
তা' হ'তে যা' জন্মে—
সে-ও তেমনি উন্নত হ'য়ে ওঠে,

বর্ণ
অর্থাৎ গুণ ও ক্রিয়াও
তেমনতর হ'য়ে ওঠে,
আর, এটা অকাট্য সত্য ;
আর, ঐ রেতঃ-সন্দীপনাই হ'চ্ছে—
বৈধানিক কোষগুলির
বিনায়ক ও পরিবেশক,
তাই, রেতঃ-সন্দীপনা যেমন হয়,
মানুষের আপাদমস্তক
ঐ বিনায়নে বা পরিবেষণে
তেমনতর বিধায়িত হ'য়ে থাকে,
তাহ'লেই দেখ,—
মেয়েকে যদি
অপকৃষ্ট রেতঃ-এর দ্বারা
সংগর্ভিত করা হয়,—
তা'র ফল সুকৃষ্ট হয় না
বা উৎকৃষ্ট হ'য়ে ওঠে না,
পুরুষের
জন্ম, বর্ণ, গুণ ও ক্রিয়ার ধাতু যেমনতর
তা'র সাথে
অনুগ-সদৃশ স্ত্রী-ডিম্বকোষের
যদি সম্মিলন হ'য়ে ওঠে,

সাধারণতঃ
সেখানে উত্তমই দেখা যায়—
যদি পুরুষ বা স্ত্রীর বংশে
বা জীবনে
কোন ব্যতিক্রম না হ'য়ে থাকে ;
তাই, সদৃশ যোগ্য ঘরে বিবাহ
উৎকর্ষ-উদ্যমী হ'য়ে থাকে,
আর, অপকর্ষের উদ্যমে
অপকৃষ্টই হ'য়ে থাকে ;
বোঝ,
বুঝে যা' ভাল হয়
তা'ই কর। ২৫১।

কোন অনার্য্যজাতীয়া কন্যাকে
আর্য্যসমাজে
অনুলোমক্রমে গ্রহণ করার রীতি
পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল,
ভগবান মনু, বৌধায়ন, দেবল প্রভৃতি
এ-কথা বলেছেন,
সামবেদের ব্রাহ্মণ-অংশে
ব্রাত্যস্তোম-যজ্ঞের উল্লেখ আছে—
যা'র দ্বারা
আর্য্যসমাজবহির্ভূতদিগকে
আর্য্যীকৃত করার বিধি আছে,
এই গ্রহণবিধি
তাঁ'রা তো দোষাবহ মনে করেননিই,—
বরং সমাজ-সংহতিতে

অনার্য্যদের গ্রহণ করার জন্যই
এর প্রয়োজন বোধ করেছেন,

কারণ,
তিলমাত্র দোষবহও যদি হ'ত—
তাহ'লে ঐ বিধিকে
তাঁ'রা সমর্থনই করতেন না,
এই ব'লেই মনে হয়। ২৫২।

তুমি হিন্দুই হও,
মুসলমান-খ্রীষ্টানই হও,
বৌদ্ধই হও,
আর যে-ই হও,—
অন্তঃকরণের স্বতঃ-উৎসারণা নিয়ে বলছি—
কেউই প্রতিলোম-বিবাহ ক'রো না;
কোন প্রেরিত-পুরুষেরই
এর স্বাপক্ষ-সমর্থন নেই;
রক্ত-সংস্রব যে-কুলের সঙ্গে নেই—
এমনতর সদৃশ বা উচ্চ কুলে
মেয়েদের বিবাহ দিও,
এর অন্যথা ক'রো না;
এমন-কি, অনুলোম-বিবাহেও
কৌলিক পবিত্রতা
বজায় যা'তে থাকে
দেখে-শুনে-বুঝে তা'ই ক'রো,
ব্যতিক্রমী সাঙ্কর্য্যকে
সযত্নে পরিহার ক'রো,

মনে রেখো—
ধন-দৌলত কিন্তু
কুল-কৃষ্টির মানদণ্ড নয়কো;
বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থন ক'রো না—
কথায়ও নয়,
কাজেও নয়,—
যেখানে বিবাহটাই বৈধী-অনুজ্ঞায়
অসিদ্ধ হয়,—
—এমন ক্ষেত্র ছাড়া;
এগুলির অনুপালনে
সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও বৈধানিক বোধবিন্যাস
যথাসম্ভব স্বস্তিপ্রসূ হ'য়েই চলবে,
জাতি
ব্যতিক্রমে বিভ্রান্ত হবে কমই;
মনে রেখো—
কুল-প্রবাহিত সহজাত সুসংস্কারই
মানুষের জীবন-বিভব,
এবং সুজননই জাতির অমৃত-সম্পদ্,
সুজাত যা'রা—
সাত্বত যা'-কিছুর প্রতি
তা'দের থাকে সহজ অনুরাগ,
তা'র ব্যতিক্রম হ'লে
অন্তঃকরণের বোধ-কেন্দ্রে
তা'রা হুল ফোটার মত বোধ করে,
এই বোধ যা'র যত বেশী—
সহজাত সংস্কারও
তা'র তত সজাগ ও সক্রিয়। ২৫৩।

আবার বলি—
অশ্রেয় কুলে কন্যাদান অসিদ্ধ,
তা'তে পুরুষের স্বামিত্ব
বা মেয়ের বধূত্বই অর্শে না,
তাই, তেমনতর ব্যাপার সংঘটিত হ'লেও
উক্ত বিবাহকে অসিদ্ধ জ্ঞানে
ঐ কন্যাকে যদি শ্রেয়বরে সমর্পণ করা যায়—
তা' বৈধ ও বিধেয় ব'লেই গণ্য ;
অশ্রেয় বর মানেই হ'চ্ছে—
বর্ণে, বংশে অথবা কুলমর্য্যাদায়,
বিদ্যায়, যোগ্যতায়,
যে কন্যা অপেক্ষা নিকৃষ্ট,
অর্থাৎ, যে-পুরুষে বিদ্যা ও যোগ্যতা
জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠেনি—
তা'র বর্ণ ও বংশানুগ ভিত্তিতে,
তা'র ভিতর সর্ব্বতোভাবে গণ্য হ'চ্ছে
বর্ণ ও বংশ,
বর
বর্ণ ও বংশে অন্ততঃ সমান হওয়া চাই,
আর, শ্রেষ্ঠ হ'লে তা' তো গৌরবেরই,
মেয়ের সমকুলে বিবাহ
গৌরবেরও নয়
অপযশেরও নয়,
উচ্চ কুল বা বর্ণ-সহ
বর যদি বিদ্যা ও যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ হয়,
তাহ'লে তো আরো ভাল হয়,
তা' ছাড়া, কুলব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা

স্বাস্থ্য, আয়ু, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা,
নিষ্ঠা, তপানুচর্য্যা, দান ও আবৃত্তিতে
স্বস্তি-সমন্বিত কিনা
মোটামুটি এইগুলির হিসাব ক'রে
মেয়ের কুল ও স্বামীর কুলের
সমঞ্জসা সঙ্গতি যেখানে পাওয়া যায়,—
সেই স্থানেই কন্যাদান বিধেয়,
আর, তা'তে প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীও সুখী হয়,
এবং তৎ-নিঃসৃত জাতকও
জীবনে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে,
রজস-দীপনায় প্রদীপ্ত হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
তাই, জনননীতির নিয়মকে সার্থক ক'রে
বিবাহনুবন্ধন অর্থাৎ পরিণয়-সংঘটন
একান্তই উচিত,
নয়তো, পরিবার, পরিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র
অপজাতকের আবির্ভাবে
নিয়ত খিন্নই হ'য়ে চলে,
গৌরব-দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না ;
তা' ছাড়া, বিবাহ-বিচ্ছেদ
বা বিবাহ-বর্জ্জনকে যদি উৎসাহিত কর,—
তবে তা'ও সমাজকে বিশৃঙ্খল ক'রে তুলবে
এবং জাতক-জীবনও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
তাই, তা' সর্ব্বথা গর্হিত ;
ঈশ্বর চির-গরীয়ান্,
উদ্গাতি-অভিযাগে তিনি অধিভূত,
শ্রেয়-সন্দীপনায়
প্রীণন-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে

সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়মনী তৎপরতায়
তিনি জাগ্রত হ'য়ে ওঠেন,
তিনিই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। ২৫৪।

হ্যাঁ, তুমি যদি তোমার
বৃহত্তর সুযুক্ত
স্বজাতীয় সঙ্কলনের ভিতর—
তোমার স্তরের অনুগ অর্থাৎ তত্তুল্য
বৈধী আচার, আচরণ ও কুলাচার
এবং বিহিত কৃতি-সন্দীপনা—
তা' অন্তরেরই হোক
আর বাইরেরই হোক—
এমনকি,
তাদৃশ তাৎপর্য্যেরও যদি কেউ থাকে—
তা'র সঙ্গে
যদি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে চাও,
তবে, সে-স্থলে তা'র কন্যা তোমার
বিবাহ্যা ব'লে ধ'রে নিতে পার—
অনুলোমক্রমে—
অবশ্য সবর্ণাবিবাহের পরে,—
যদি সে মেয়ে
অক্ষতযোনি হ'য়ে থাকে,
ধর্ম্মনিষ্ঠ কৃতী হয় ;—
তা' সে-দেশেরই হোক না কেন ;
বংশ, রেতঃ ও ডিম্বকোষের
শিষ্ট সঙ্গতি
যেখানে যত ভাল—

জননদীপনাও সেখানে তত উৎকৃষ্ট ;
সেখানেই তেমনতর
সমীচীন সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য বিদ্যমান থাকে—
সদৃশ শারীর—সঙ্গতি নিয়ে,—
রক্ত ও রেতের
সমঞ্জসা সন্দীপনায়,
কোন বিবাহ-বিচ্ছেদ
বা অন্যপ্রকার অবৈধ ব্যতিক্রম—
যা' সঙ্গতিকে ব্যাহত করে—
তা' যে-রকমেই হোক না কেন—
সে-সব যদি
কোনপ্রকারেরই কিছু না থাকে,—
বিধি-বিধায়নী বংশানুক্রমিক
আচার-আচরণ যা'-কিছুর
শিষ্ট উৎসর্জ্জনশীল তাৎপর্য্যে,
তবে সেখানেও বিবাহ চলতে পারে,
যদিও তা'র মিলন অতি কঠিন ;
তত্ত্বদর্শী মহীয়ান্ যাঁ'রা—
তাঁ'রাই তো তা'র নিয়ামক,
ব্যবস্থা-বিধায়ক তাঁ'রাই ;
টেনে-হিঁচড়ে
আমার যা' মনে হ'ল
তা'ই বললাম কিছু। ২৫৫।

আর্য্যরা
সাধারণতঃ
স্ত্রীকে

স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী ব'লেই
গ্রহণ করতে অভ্যস্ত,

আর, এতে
পরস্পরের ভিতর পরস্পরের
একটা সার্থক সঙ্গতি
ও বাড়বার শিষ্ট সহিতা
অনেক সময়েই হ'য়ে থাকে,—

যা'তে স্বামীকে
স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে
সর্ব্বতোভাবে,
বা স্ত্রীকেও,
স্বামী গ্রহণ করতে পারে,
তাই, সাধারণতঃ
এক বিবাহই ভাল ;
আর, সে-মেয়ে হওয়া চাই
বৈধী সদৃশ ঘরের,—
যা'র ফলে,
তা'র অন্তঃস্থ আচার-নিয়ম,
চালচলন ইত্যাদি
প্রায় সার্থক-সন্দীপনায়
স্বামিকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে,
স্বামীর আত্মীয়-স্বজন যা'-কিছু
সবই তার আত্মীয়-স্বজন হ'য়ে ওঠে,
এমন-কি,
সার্থক এবং সৎ-অনুশীলনী যা-কিছু
তা'ও সে
স্বতঃসন্দীপনায়ই গ্রহণ ক'রে থাকে—

কৃতিদীপ্ত অনুবেদনা নিয়ে
সার্থকতার সুপ্রভ সৌন্দর্য্যে ;
তাই, আমি ভাবি—
সাধারণতঃ এক স্ত্রীই ভাল,
বিহিত ও বিশেষ কারণে
যদি প্রয়োজন হয়—
আর, সবগুলির সাথে তা'
সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠে—
এমনতর অনেক সময়
বহু-বিবাহও নিরর্থক হয় না,
কিন্তু একজনের বহু স্ত্রী হ'লে পরে—
বিশ্লিষ্ট স্বার্থানুগ তাৎপর্য্যের ভিতর দিয়ে
প্রকৃতির বিক্ষুব্ধ বিন্যাসের আবির্ভাবও
কম দেখা যায় না,
কিন্তু ঐ বিক্ষোভ যেখানে
যত বেশী না হয়—
সার্থকতা সেখানেই
তত বেশী উচ্ছল হ'য়ে থাকে ;
তাই, আমি বলি—
এক বিবাহই ভাল,
বিহিত অনিবার্য্য কারণে কর যদি—
বহু স্ত্রী, এমন-কি,
তিন-চার স্ত্রীও যদি হয়—
তা'ও হওয়া সম্ভব ;
আপৎকালের কথা বাদ,
আপৎকালে
কোথায়, কেমন করে কী করতে হয়—

আপদের অবস্থা ও প্রকৃতিই
তা' মানুষকে ইঙ্গিত ক'রে থাকে ;
যা' হোক,
সাধারণতঃ সকলের পক্ষেই
শিষ্ট ও সদৃশ ঘরেই—
প্রকৃতির তাৎপর্য্যে সঙ্গতিশীলা
যেমনতর মেয়ে হওয়া উচিত—
সেই মেয়েকেই বিবাহ করা উচিত ;
এক স্ত্রীর সার্থকতা
প্রায় স্থলে
সুন্দর, তৃপ্তিপ্রদ ও শিষ্ট নিষ্ঠায়
সম্বৃদ্ধই হ'য়ে থাকে ;
বোঝ,
অবস্থাকে বিবেচনা কর,
ক'রে
যেখানে যেমন মিলনে
সুন্দর, সার্থক ও সতেজ হয়—
তেমনতর মেয়েকেই বিবাহ ক'রো ;
তৃপ্তিও পাবে,
সুখীও হবে প্রায়শঃ। ২৫৬।

যা'দের জীবনে যৌন-সম্বন্ধ
যত বিধিসঙ্গত,
সংযত-সংহত ও জোরালো,
তা'দের জীবন-দীপনাও তত প্রখর—
উর্জ্জী অনুরাগ-সম্বুদ্ধ। ২৫৭।

পুং-শুক্রাণু পুরুষেই থাকে,
আবার, স্ত্রী-শুক্রাণুও পুরুষেই থাকে,
কিন্তু পুরুষ বা নারীর জন্ম হয়
স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে,
পুরুষের পুং বা স্ত্রী-বীজই হ'চ্ছে আধেয়,
আর, আধার হ'চ্ছে স্ত্রী-ডিম্ব বা রজঃ,
এই আধেয়ের অনুপাতিক
আপূরণী বা আপোষণী যদি আধার না হয়,
তদনুসৃত সংস্থিতিও বিকৃতই হ'য়ে থাকে ;
তাই, স্ত্রী-পুরুষ যদি
শ্রেয়ানুধ্যায়ী সার্থক একার্থপরায়ণ হ'য়ে
পারস্পরিক আপূরণ-পোষণী না হয়
সর্ব্বতোভাবে—
সুসঙ্গতি নিয়ে,
অচ্যুত একাত্ম-অনুশ্রয়িতায়,—
তবে জননক্রিয়া
বিকৃতিই লাভ ক'রে থাকে ;
তাই, সতীত্ব বা সাধ্বীত্ব চিরপুণ্য ও পবিত্র। ২৫৮।

সুকেন্দ্রিক বীর্য্যবান্ বোধায়নী ব্যক্তিত্বের
যতই আবির্ভাব হয়,—
জন্ম-প্রাদুর্ভাবও ততই ক'মে আসে ;
আর, ব্যক্তিত্ব যতই কমতে থাকে—
জনন-সংখ্যাও ততই বেড়ে চলে,
এটা প্রকৃতির আপূরণী তৌল নিয়ন্ত্রণ। ২৫৯।

আবার বলি—
১। পুরুষানুক্রমে যা'রা যত উৎকর্ষতপা—
যা' নাকি মানুষের কথায়, কর্ম্মে,

আচার-ব্যবহারে
শ্রমদীপনার ভিতর-দিয়ে
বোধায়নী তাৎপর্য্যে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে থাকে,
সে-বংশ বা সেই ধারা
ততই উৎকর্ষিত বা শ্রেয় ;
আবার, কোন বংশ
বিভিন্ন পরিবেশের ভিতর-দিয়ে
কেমন ক'রে
নিজের তপোদ্দীপ্ত উৎকর্ষী জীবন
সংরক্ষণ ক'রে এসেছে—
তা'ই-ই হচ্ছে সেই বংশের
স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের পরখ।

২। কোন বৈশিষ্ট্য
দৃঢ় বা কায়েম করতে হ'লেই
পুরুষানুক্রমে
সুচিন্তিত বিচারণার সহিত
অনুপোষণী উপযুক্ত
যৌন সঙ্গতির ভিতর দিয়ে
অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত যদি তা' না কর,—
তা' বিশ্লিষ্ট হ'য়ে বিপর্য্যয়েরই কারণ হয়।

৩। ক্রমান্বয়ী কৌলিক তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তৎকুলসঞ্জাত জাতকদের জৈবী-সংস্থিতি
উৎকর্ষে অবস্থান লাভ করে,
আবার, ঐ কুলের প্রতি যে-কুল সশ্রদ্ধ—
তেমনতর পরিপোষণী কুলের
কোন মেয়ের চরিত্র

যদি ঐ শ্রেয়-কুলের কোন পুরুষের চরিত্রের
অনুপোষক হয়—
আয়ু, স্বাস্থ্য, বোধি, গুণ
ও শ্রম-তৎপরতায় শুভ-সঙ্গতি নিয়ে,
তবে তেমনতর বিবাহই সুফলপ্রসূ হয়,
আর, তাই-ই বৈধী এবং শ্রেয়,
সবর্ণ ও অনুলোম উভয়বিধ বিবাহেই
এটা বিচার্য্য।

৪। অবৈধ অশ্রেয় যৌন-সম্মিলনে
অর্থাৎ পুরুষ এবং নারীর কুল-সংস্কৃতি
ও ব্যক্তিগত চরিত্র
যেখানে পরিপোষণী
ও পরিপূরণী-সঙ্গতিসম্পন্ন নয়কো—
বরং বিরুদ্ধ ও অসঙ্গত,
সেখানে ডিম্ব ও বীজকোষের প্রতিক্রিয়া
বীজকোষের বৈধানিক তাৎপর্য্য
নষ্ট ক'রে
অন্তর্নিহিত বংশানুক্রমিক গুণসম্পদ্‌কে
নষ্ট তো করেই,
তা' ছাড়া,
মানসিক ও দৈহিক বিকার সংঘটিত ক'রে
জাতকের জীবনকে দুর্ব্বহ ক'রে তোলে,
এইজাতীয় সংযোগ পরিধ্বংসেরই স্রষ্টা।

৫। পারম্পর্য্যে বহু-পুরুষানুক্রমিক তপশ্চর্য্যা
ও উপযুক্ত বৈধী-যৌনসঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
জৈব-সংস্কৃতি তদুপযোগী বিধান
ও গুণ-সংহতি পেয়ে

উৎকর্ষী ও সুপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে।
৬। তপশ্চর্য্যা ও যৌনসঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
যতই বৈধানিক বিন্যাস
ও গুণসংহতির উৎকর্ষ
লাভ হোক না কেন,
উৎকৃষ্টা নারী ও অপকৃষ্ট পুরুষের
যৌনসংস্রব
ঐ বৈধানিক বিন্যাস ও গুণসংহতিকে
ভেঙ্গে ফেলে,
এমন-কি, উৎকর্ষ দীর্ঘকাল ধ'রে
বংশানুক্রমিকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত যেখানে,
সেখানেও যদি
অমনতর অশ্রেয় যৌনসঙ্গতি ঘটে,
তবে বৈধানিক বিপর্য্যয়ে
গুণসংহতি
স্থৈর্য্যহারা, নিকৃষ্ট ও বিকৃত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'কে নিরোধ করবার
এমনতর কিছুই থাকে না--
যা' দিয়ে ঐ মৌলিক স্বস্থ-সংহতি
বজায় থাকতে পারে,
আর, এটা উদ্ভিদ্-জীবনেও যেমন,
বস্তু-জগতেও তেমনি,
মনুষ্য-জগতেও তেমনি,—
ঐ একই বিধি বিভিন্ন ভূমিতে
তদনুপাতিক হ'য়ে চলে। ২৬০।

ঈশ্বর, যিনি যা'-কিছুর ধারণ-পালন-সম্বেগ—
তন্নিঃসৃত স্থির-চরের আবর্ত্তনী প্রবাহ

সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
যেখানে যেমনতর বিনায়িত
ও বিবর্ত্তিত,—
সৃষ্টিও সেখানে তেমনতরই,
আর, বিসদৃশ ও বিরুদ্ধ সংযোগই
বিকৃতির কারণ;
ঈশ্বরের সৃষ্টি-সংস্থা দ্বৈত,
কারণ, স্ত্রী-পুরুষের শুভ-বিন্যাসই
সৃজন-উৎকর্ষের শুভ ধৃতি ও ধারা;
আবার, এই স্থির ও চর
এই নিরপেক্ষ বিশেষের মাধ্যমে
আলিঙ্গিত হ'য়েও
যেমনতর সংস্থিতি লাভ করে—
ঐ নিরপেক্ষ যা'
তা'কে অতিক্রম ক'রে,—
যতক্ষণ বা যত সংঘাতে
তা'র ঐ ধৃতি বিশ্লিষ্ট না হয়,
তা'র সংস্থিতি বা জীবনস্রোতও
স্থায়িত্ব লাভ ক'রে থাকে তেমনই—
ঐ গতিসম্পন্ন হ'য়ে;
আবার, যে-কোন ডিম্বকোষকে
যা'র দ্বারাই হোক
উপযুক্তভাবে উত্তেজিত করলে—
যে-জন্তুর ডিম্বকোষকে
উত্তেজনবিদ্ধ করলে
সেই জাতীয়েই রূপায়িত হ'য়ে উঠতে পারে,
কিন্তু তা'

জীবন-সম্পদে
সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না,
শীঘ্রই নষ্ট হ'য়ে যায় ;

তা' হয় কেন ?
তা'র মানেই হচ্ছে—
ঐ ডিম্বকোষের অন্তঃস্যূত
পিতৃপুরুষের যে শুক্রকীট ছিল সুপ্ত হ'য়ে
তা'রই সন্দীপনায়
যেটুকু হ'তে পারে,
তাই-ই হয় ;
তাই, স্ত্রীর ডিম্বকোষ
উপযুক্ত সদৃশ ও পরিপূরণী-সঙ্গতিসম্পন্ন
শুক্রকীট-সম্বিদ্ধ হ'লে
তখন সে
জীবন-সম্পদে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে ;
ব্যতিক্রমে বিপর্য্যয় ছাড়া
আর কী হ'তে পারে ?
আর, তা'রই ফলে
বিহিত সবর্ণ বা অনুলোমসম্মিলন-সঞ্জাত
জাতকের ভিতর যেমন
পিতৃপুরুষের গুণাবলীর
প্রাখর্য্য ও প্রাধান্য
এবং অবগুণের স্তিমিতি
পরিলক্ষিত হয়,—
তেমনি বিসদৃশ প্রতিলোম-সংযোগ-জাত
জাতকের ভিতর
পিতৃপুরুষের গুণাবলীর অপম্রিয়মাণতা
ও অস্তিত্ব-অপলাপী অবগুণসমূহের
প্রাখর্য্য ও প্রাধান্যই
দেখতে পাওয়া যায় ;—
এই তো আমি যা' দেখি,
আর, দেখে-শুনে যা' মনে হয়। ২৬১।

পরম পুরুষ—
তিনি পরম দয়াল—
ধারণ-পালন-পোষণার পরম উৎস,
তাই, তিনি পরম পাতা—
রক্ষয়িতা ;
আর, তাঁর ঐ বিকিরণী পরিধিকেও
অনেকে দয়ালদেশ ব'লে থাকেন ;
তাঁর দুটি কেন্দ্র—
একটি স্থাস্নু,
একটি চরিষ্ণু,
স্থাস্নু স্থির,
চরিষ্ণু স্বতঃ-চলৎশীল,
ঐ স্থাস্নু ও চরিষ্ণু কেন্দ্র হ'তে
বিচ্ছুরিত শক্তি
আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও বিরমণের ভিতর-দিয়ে
সংঘাত-পরিক্রমায়
ভাঙ্গাগড়ার আবর্ত্তন
সৃষ্টি করতে-করতে
যেখানে-যেখানে সংহত হ'য়ে
স্থির ও চরে

যোগনিবদ্ধ হ'য়ে
যে-সব সত্তা বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠলো—
ক্রম-পর্য্যায়ে,—
সেইগুলি বহু-পুরুষ,
তাই, বহুপুরুষ বলতে
শুধু মানুষকেই বোঝায় না;
সৃষ্টির আদিকণা বা অনুকোষ
বিভিন্ন আবহাওয়ার ভিতর-দিয়ে
বিভিন্ন পর্য্যায়ে
বিভিন্ন রকমে
গুচ্ছীকৃত হ'য়ে
যে-সংগঠনের গঠিত হ'য়ে চলতে লাগল—
অবচেতন চেতনা নিয়ে,
গুচ্ছক্রমান্বয়ে
নানারকমে
নানা রকমারির ভিতর-দিয়ে,
ক্রমে-ক্রমে
তা' থেকেই হ'য়ে উঠল
জগতে
জীবনের বা সত্তার আবির্ভাব ;
তা'র আদি উদ্বোধনাই হ'চ্ছে
সত্যলোক,
সত্তা-লোক
বা সৎ-লোক ;
এই ক্রমের ভিতর-দিয়ে
ক্রমে-ক্রমে তা'তে
আত্মবোধনার সৃষ্টি হ'তে থাকল,

অহংবোধের উদ্বোধন হ'তে লাগল—
ক্রম-স্ফুরণায় ;
—তাকে সোঽহংপুরুষ বলতে পারা যায়,
অহং-পুরুষও বলতে পারা যায় ;
তাহ'লে এই জীব ও জগতে
যতরকম গুচ্ছের সৃষ্টি হয়েছে—
সবতা'র আদিতেই আছে
ঐ সত্তা-সংস্থিতি ;
এমনি ক'রেই নানারকমে
পরিস্ফুরিত হ'তে লাগল
ভরদুনিয়ায় যত রকমের যা'-কিছু আছে—
বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে ;
যাঁর উৎসৃজনী প্রবর্ত্তনায়
এই মূর্ত্তনা সংঘটিত হ'য়ে চলে—
তিনিই ব্রহ্মা ;
আবার, এই ক্রমগতি,
সংঘাত ও সংক্রমণ
তা'দের প্রত্যেকের ভিতরে
সৃষ্টি করতে লাগল—
সংস্কার,
এই সংস্কারে সংন্যস্ত ও সংবুদ্ধ হ'য়ে যা'রা
যেমনতরভাবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে লাগল—
সেগুলি সেই-সেই গুচ্ছেই
বিন্যস্ত হ'য়ে চলতে থাকল,
আর, এই গুচ্ছগুলিকে
বর্ণও বলা যেতে পারে ;
আবার, এই গুচ্ছ-সংযোজনায়

ব্যতিক্রম যেখানে হয়েছে—
সেখানেই হ'য়েছে সঙ্কর,—
সঙ্কর মানেই ব্যতিক্রম-রঞ্জিত,
তা'র ভিতর বর্ণানুগ সংস্কারের
বিশুদ্ধ রূপরেখার
ন্যূনতাই দেখতে পাওয়া যায়,
দেখা যায় ব্যতিক্রম-অনুযায়ী
অনুক্রমণ,
তা' ভালও হ'তে পারে,
মন্দও হ'তে পারে—
মিশ্রণ-তাৎপর্য্যানুপাতিক ;
যে যা'র আপূরয়মাণ
তা'কে যদি সে
ঐ ব্যতিক্রম-সংক্রামিত ক'রে তোলে,—
ঐ আপূরয়মাণ সংহতি বা সংবর্দ্ধনা
ক্রমশঃ লোপ পেয়েই চলে—
পুরুষ ও নারীর
বিসদৃশ জনিসংযোগ-সম্ভূত
রক্তদুষ্টির ভিতর-দিয়ে ;
তাই, তাকে বলে প্রতিলোম,
শাস্ত্রে তাই আছে—
'প্রতিলোমাস্ত্বার্য্যবিগর্হিতা',
আর্য্যবিগর্হিতা মানেই
কৃষ্টিবিগর্হিতা ;
এই গুচ্ছকে অমনি ক'রে যতই
ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে,—
ব্যতিক্রমও তেমনি

নারকীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে
তোমাকে,
তোমার বর্দ্ধনাকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
ক্রমশঃ ক্ষীণ ক'রে তুলতে
থাকবেই কি থাকবে ;
সঙ্কর—
যে আপূরয়মাণ যা'-কিছুকে
সংক্রামিত ক'রে
তা'কে ক্ষীণবীর্য্য ক'রে তুলেছে,—
সে
দুনিয়ার বুকে
কৃষ্টিহারা, ব্যতিক্রমদুষ্ট
বিষাক্ত অনুচলনে
বিষিয়ে-বিষিয়ে
নিজেকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে
বা নিয়ে যেতেই থাকে ;
তাই, বিজ্ঞানই বল—
আর, শাস্ত্রই বল—
সব দিক্-দিয়েই
সদৃশ বংশে বিবাহই
শুভ ও সংবর্দ্ধনীয় ;
সদৃশ বংশ মানেই হ'চ্ছে
সমজাতীয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কারসম্পন্ন
বিভিন্ন সবর্ণ গোত্রধারা,—
যে-ধারার ভিতর-দিয়ে
ক্রম-পর্য্যায়ে

সেই-সেই বংশীয়েরা
সপরিবেশ নিজেদের উৎসর্জ্জিত ক'রে
ক্রম-বর্দ্ধনায়
অমনতর শিক্ষাদীক্ষায়
দক্ষ ক'রে তুলে
আপূরয়মাণ ক'রে তুলেছে
ও তুলছে ;

আর, এই সদৃশ সংযোজনার ফলে
সন্তান-সন্ততিও
ঐ আপূরয়মাণ সংবর্দ্ধনার ভিতর-দিয়েই
আচরণ ও চরিত্রকে
অক্ষুণ্ণভাবে কর্ষণ ক'রে
জীবনে, বর্দ্ধনে
সব দিক্-দিয়ে
সমুন্নত হ'য়ে
অমৃত পন্থায়
অমৃততপা হ'য়ে
নিজেরা অমৃত উপভোগ ক'রে
পরিবেশকেও
অমৃতপায়ী ক'রে তুলে থাকে ;
তাই বলি—
যদি বাঁচতেই চাই—
বাড়তেই চাই—
সাত্বত পন্থাই সবারই পন্থা—
সদৃশ সংযোজনার ভিতর-দিয়ে ;
এমন-কি, অনুলোম-বিবাহের বেলাতেও
ব্যতিক্রমদুষ্ট নয়, এমনতর বংশ,

সংস্কৃতি, কৃষ্টি
ও আচরণ-পদ্ধতি ইত্যাদির
সঙ্গতিশীল সমীচীন সমাবেশ দেখে
ঐ সদৃশ সংযোজনার
মূল উদ্দেশ্যকে
অব্যাহত রেখেই চলতে হবে,
অর্থাৎ, উৎকৃষ্ট কুলের ছেলের সাথে
তদপেক্ষা ন্যূনকৃষ্টিসম্পন্ন ঘরেরর মেয়েকে
বিবাহ দিতে হবে,
যদি তাদের ভিতর সুষ্ঠু সঙ্গতি
সুপ্রকট হ'য়ে থাকে ;
মনে রাখতে হবে, সদৃশ মানে কিন্তু
অবিকল এক বা সমান নয়কো ;
এই আমি যা' বুঝি,
যা' দেখেছি,
যা' হ'য়ে থাকে—
তদ্বিষয়ে আমার যা' ধারণা ;
সৃজন-প্রকরণ খামখেয়ালী নয়কো,
প্রকৃতির বিধি-বিনায়িত
নিয়ন্ত্রণ-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
যা'-কিছু সংঘটিত হ'য়ে থাকে—
প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানবিৎ দ্রষ্টাপুরুষের
দর্শনের ভিতর-দিয়ে
যা' আমরা জানতে পারি ;
সত্তার সাংগঠনিক সংস্থিতি ও প্রকৃতিকে
যা' বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে—
এমনতর মিশ্রণ

ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'তেই দেখা যায় ;
তাই বলি—
সৃষ্টিটা অনাসৃষ্টি নয় কিন্তু,
অনাসৃষ্টি যা'-কিছু—
আমাদেরই বেকুব বুদ্ধির
দুর্ব্বিনীত গর্ব্বী প্রবৃত্তির
অসাত্বত অভিযান-সম্ভূতই হ'য়ে থাকে—
সাধারণতঃ,
এই যা' বুঝি। ২৬২।

বিবাহকে বাস্তব বৈধী-বিনায়নায়
বর্ণানুগ শ্রেয়-সঙ্গতিতে
সুসংস্কৃত ক'রে তোল,
কারণ, বিবাহকে যদি
বাস্তব-শ্রেয়সঙ্গতিসম্পন্ন
না ক'রে তোল,—
জাতকের জৈবী-সংস্থিতি
সুপুষ্ট হ'য়ে উঠবে না,
আর, তা' হ'তে গেলেই চাই—
বৈশিষ্ট্য-অনুসৃত বিনায়িত বৈজী-প্রভাব,
যা'র ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্য-অনুশ্রয়ী জাতকের উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
ঐ বীজ-অনুশ্রয়ী স্থায়ী সার্থক সুবিনায়িত
গুণ-অনুগ সংস্কারের
সুপুষ্ট উদ্গতির ভিতর-দিয়েই
সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় হ'য়ে থাকে,
তাই, বিবাহকে

শ্রেয়-সংশ্রয়ী না ক'রে তুললে
তোমার পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রকে
যোগ্য-সন্ততিতে
সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে না ;
অশ্রেয় বিবাহকে কঠোর শাসনে
নিরুদ্ধ ক'রে তোল,
তা' যদি না কর—
অশিষ্ট সন্ততির প্রাদুর্ভাবে
সুজাতক যা'রা,
তা'রা এমনই ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠবে,
যা'র ফলে, জাতীয় সম্বর্দ্ধনাই
একরকম অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াবে,
কোন শাসন-সংস্থাই
যোগ্য-জীবনের অর্জ্জনপটু উপার্জ্জন ছাড়া
অযোগ্যকে প্রতিপালন করতে পারবে না,
তাই, যোগ্য যা'রা,
তা'রা অগণিত অযোগ্যের
দুর্ব্বহ ভার বহন ক'রে
ক্রমশঃই খিন্ন হ'য়ে উঠবে,
ফলে, শাসন-সংস্থাই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে,
আর, শুধু শাসন-সংস্থাই নয়,
তোমার পরিবার, সমাজ এবং দেশও
সেই দশায় উপনীত হবে ;
যত চেষ্টা কর,
যোগ্যতার অনুশীলনকে যতই উস্কানি দাও,
অর্থনীতির পরিকল্পনা যতই কর না কেন,
শিল্প, শিক্ষা বা নৈতিক অনুশাসন-ব্যবস্থা

যতই কর না কেন,
তা' প্রতিষ্ঠিত হবে না কিছুতেই ;
যোগ্যতার জৈবী-সম্ভাব্যতা যা'দের আছে,
তা'রাই যোগ্যতার অধিকারী হ'তে পারে,
তাই, অযোগ্য জাতকের প্রাদুর্ভাব
যা'তে না হ'য়ে ওঠে—
যোগ্য জননের বৈধী-সংশ্রয়েই
তা'র ব্যবস্থা করতে হবে ;
এ যদি না কর,
তোমার অশুভ অদৃষ্ট
তোমাকে পরিহাস করতে
কিছুতেই রেহাই দেবে না,
তাই, বিবাহকে উপযুক্তভাবে
শ্রেয়ানুগ ক'রে
নিষ্পন্ন করতে চেষ্টা কর—
অনভীপ্সিতকে পরিহার ক'রে,
প্রতিলোমকে বিহিতভাবে নিরোধ ক'রে,
সবর্ণ-পরিণয়কে স্বস্তি-সমৃদ্ধ ক'রে,
উপযুক্ত অনুলোম-বিবাহকে সুব্যবস্থ ক'রে,
বিহিত বৈধী বহু-বিবাহকে
নিরোধ না ক'রে ;
এর উপর নির্ভর করে জাতীয় সংহতি,
এর উপর নির্ভর করে জাতীয় সম্বর্দ্ধনা,
এর উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক সুকেন্দ্রিক
বর্দ্ধনপ্লাবিতা,
এর অভাবেই
জাতি অপটু বিচ্ছিন্নগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে ;

বিধির ব্যভিচার যতই করবে,—
প্রাকৃতিক শাস্তি
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর
তেমনভাবেই নেমে আসতে থাকবে,
তাই, প্রবৃত্তি-প্ররোচিত আহাম্মকী ঔদার্য্যের
লোলুপ নর্ত্তনে নেচে চ'লো না,
সু-ছন্দকে স্বচ্ছন্দ ক'রে তোল ;
ঈশ্বরই বর্দ্ধনার সার্থক কেন্দ্র,
ঈশ্বরই বিন্যাস-বিভূতির পরম বিভব,
ঈশ্বরই সুনিষ্ঠ তপ-সংশ্রয়ী স্বস্তি-সম্ভূতি,
বৈধী-সম্ভাব্যতা ঈশ্বরেই নিহিত,
ঈশ্বরই কৃতিত্বের কৃতী তীর্থ। ২৬৩।

আত্মনঃ জায়তে পুত্রঃ
ব্যতিক্রমে ব্যত্যয়িতঃ ।

বাণী-সংখ্যা ও সূচী

১। সমীচীন বিবাহেই শিক্ষার সার্থকতা। ২। সুপ্রজননে বিবাহ ও সতীত্ব। ৩। সন্তানে পিতা ও মাতার অবদান। ৪। বিবাহে কুল না মানলে— ৫। বিবাহে "ঘর" নির্ণয়। ৬। সুষ্ঠু সন্ততিলাভে সদৃশ বিবাহ। ৭। মানের বর্দ্ধনায় বিবাহের স্থান। ৮। পরিণয় ও প্রজননে ক্ষেত্র বিবেচনা। ৯। পুরুষ নারীকর্ত্তৃক যেমন প্রেরণা-দীপ্ত, সন্তানও তেমন প্রকৃতি-সম্পন্ন। ১০। চারিত্রিক লেখাই কুলকৃষ্টির বিকৃতি ও সামঞ্জস্য সূচিত করে। ১১। সুফল প্রাপ্তিতে মাটি ও বীজ। ১২। স্বগোত্রীয় বিবাহে সুজাতকের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ১৩। বিবাহ যেন সত্তাসংরক্ষণী হয়। ১৪। পৈশাচিক ও শুভপ্রসূ বিবাহ। ১৫। বিবাহে তুল্য সংযোজনার প্রয়োজনীয়তা। ১৬। অসিদ্ধ বিবাহ। ১৭। ব্যতিক্রমী বিবাহের ভয়াবহ পরিণাম। ১৮। যা'রা বর্ণাশ্রম অনুসরণ করেনি, তা'দের কন্যার পাণিগ্রহণে। ১৯। অশ্রেয় পাত্রে কন্যাদানের পরিণাম। ২০। বিবাহে পাত্রপাত্রী নির্ণয়ে লক্ষণীয়। ২১। বিবাহে কুলপরিচয় সংরক্ষণ। ২২। পরিণয়ে বৈশিষ্ট্যের স্থান। ২৩। অবকৃষ্ট সমাজেরও বৈধী পরিণয়ের সন্ততি শুভপ্রসূই হ'য়ে থাকে। ২৪। বিশাসিত ঘরে যা'রা জন্ম নেয়নি। ২৫। বিবাহের মর্য্যাদা। ২৬। শ্রেয় বিবাহ। ২৭। বিবাহ-ব্যাপারে সরাসরি পাত্রদের কন্যা দেখানর কুফল। ২৮। চুক্তি-নিষ্পন্ন বনাম শুভ অনুসৃত বিবাহ। ২৯। জাতিগঠনে সুষ্ঠু বিবাহ ও প্রজননের প্রয়োজনীয়তা। ৩০। সুকেন্দ্রিক তপশ্চর্য্যা ও বৈধী-বিবাহের ক্রিয়া। ৩১। শুভ সঙ্গতিশালী বিবাহের আশীর্ব্বাদ। ৩২। জন্মে ব্যত্যয় থাকলে মানুষের দাঁড়া ঠিক থাকে না। ৩৩। সদ্বংশ-অনুপাতিক আগ্রহ-উদ্যম হ'য়ে থাকে। ৩৪। বিবাহে বর্ণ, বংশ ও কুলসংস্কৃতি। ৩৫। কেমন কামলিপ্সা শরীর, মন ও বোধবিধানকে সুস্থ ও সতেজ ক'রে তোলে। ৩৬। মেয়েদের সৎপাত্রে পাত্রস্থ না হওয়ার ভয়াল পরিণাম। ৩৭। বিবাহ সাফল্যমণ্ডিত ক'রতে গেলে পাত্র ও পাত্রীর কী কী লক্ষণীয় ? ৩৮। সুসন্ততির সম্ভাবনা কোথায় ? ৩৯। বিবাহে সার্থকতা ও সাফল্যের প্রাণ। ৪০। বিবাহে বর ও কনের শুভদৃষ্টির সার্থকতা। ৪১। বিবাহে বংশ-বিচার। ৪২। ঘটক। ৪৩। বিবাহে পণপ্রথা। ৪৪। বিবাহে পণের দাবী করে যা'রা। ৪৫। রক্ত-সংস্রব-বিহীন অনুপূরক রক্তে বিবাহ মঙ্গলপ্রসূ। ৪৬। বৈধী জৈবী-সংস্থিতির অভিগমন। ৪৭। বৈশিষ্ট্যবান্ বিশেষ ও

ব্যতিক্রান্ত বিশেষ। ৪৮। স্বয়েরই অভিব্যক্তিতে জৈবী-সংস্থিতি। ৪৯। বিপরীত, বিষম ও প্রতিলোম-সংশ্রয় ভয়াল ও অপকর্ষী। ৫০। বিবাহ-ব্যাপারে কুলসংস্কৃতি বিচার্য্য কেন ? ৫১। জৈব-সংস্থিতি সুসঙ্গত নয় যা'দের। ৫২। অবিধি-পরিণয়ী সংস্রবের জাতক। ৫৩। বিবাহে কন্যা-নির্ণয়। ৫৪। যে-বাদ নিয়েই মাথা ঘামাও না কেন, সুপ্রজনন-নীতিকে অস্বীকার ক'রলে আত্মবিলোপে খাবি খেতে হবে। ৫৫। জীবের অন্তর্নিহিত জনি-বিন্যাস-অনুযায়ী প্রবণতা হ'য়ে থাকে। ৫৬। সাম্য ও বিড়ম্বিত কুলকৃষ্টির ফলাফল। ৫৭। নারীর শ্রেয়শ্চরণী আবেগ যত বিশুদ্ধ, তা'র জাতকও তত শোধনমুখর। ৫৮। জাতকের বৈশিষ্ট্যানুগ প্রকৃতির খাঁকতি কোথায়, কেমন ? ৫৯। ব্যত্যয়ী-সংশ্রয়সম্পন্ন সন্তানের আবির্ভাবের কারণ। ৬০। রক্ত বা রজের ব্যত্যয়ী মিলনের পরিণাম। ৬১। সন্তান পুরুষের বর্ণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বহন ক'রে থাকে। ৬২। প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী আকস্মিক জনন ও বিধিনিয়ন্ত্রিত পুণ্য-জন্মের তারতম্য। ৬৩। সুপ্রজননে নারীর সুকেন্দ্রিকতার প্রয়োজনীয়তা। ৬৪। স্বামীতে শ্রদ্ধাশীলা না হ'লে সন্তানের জননী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ৬৫। অনুপূরক নূতন রক্তে বিবাহিত হওয়ার উপযোগিতা। ৬৬। বিবাহে নিকটতম ও দূরতম সংস্রব নিষিদ্ধ কেন। ৬৭। বিবাহের হংসদূত। ৬৮। জন্মনিয়ন্ত্রণের শুভপন্থা। ৬৯। সুপ্রজননেই যোগ্যতালাভের সম্ভাবনা বেশী। ৭০। সুজাতকসম্পন্ন হ'য়ে ওঠবার উপায়। ৭১। পরিমিত বৈধী যৌন চর্য্যা। ৭২। শ্রেয়নিষ্ঠ যৌনপবিত্রতাই পবিত্র জৈবী-সংস্থিতির পুত বোধনা। ৭৩। আদরণীয় কাম-অভিব্যক্তি। ৭৪। বিবাহ কৃতার্থ কোথায় ? ৭৫। বৈধী বিবাহিত জীবনের পবিত্রতার ফল। ৭৬। জননাচার যেমন সাধু, জীবনও তেমনি ফুটন্ত। ৭৭। অগম্যা নারী। ৭৮। যৌন-সংস্রব ও বর্ণাশ্রম। ৭৯। স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ অসম্মিলনী মিলনের ফল। ৮০। স্বর্গ-অভিজাত দাম্পত্য-মিলন। ৮১। প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণে বিহিত পরিণয়ের স্থান। ৮২। নিবাহের বিধি। ৮৩। পরিণীত জীবনের মধুময় উপভোগ। ৮৪। স্বামী-স্ত্রীর স্বস্তিতে খুঁত থাকলে তা' সন্তানে বর্ত্তায়। ৮৫। উপভোগ ও সুজননের ঊর্দ্ধতনী বর্ত্ম। ৮৬। দিব্যজীবনলাভে সুপ্রজননের স্থান। ৮৭। জন্মনিরোধ ভাল নয়, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ভাল। ৮৮। বহু-পুরুষ-আনতি-জনিত বিপর্য্যয় নারী তা'র ডিম্বকোষে বহন ক'রে থাকে। ৮৯। কামপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও উপযুক্ততা। ৯০। জাতীয় জীবনে যৌনশৃঙ্খলা বজায় রাখ। ৯১। কুলবিচারে উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট। ৯২। জাতির কল্যাণে বৈধী-বিবাহের স্থান। ৯৩। স্বামী-স্ত্রীর মিলন-যোজনার আকূত উদ্দীপনা যেমনতর, সন্তানও জন্মায় তেমনতর। ৯৪। সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণতায় পিতামাতার দান। ৯৫। শুধু মানুষ কেন, তোমার প্রয়োজনীয় সব কিছুকেই সুজনন-সম্বৃদ্ধ ক'রে

তোল। ৯৬। বীজ যেমন, উৎপত্তিও সেই জাতীয়। ৯৭। বিহিত জনন ও যৌন-সংস্রব। ৯৮। সুপ্রজননে স্ত্রী-পুরুষের বৈধী মিলনের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য। ৯৯। প্রকৃতির বাহক—'জনি'। ১০০। প্রসূতির প্রকৃতি-অনুপাতিক জাতকের প্রকৃতি। ১০১। ব্যভিচার ও জনন। ১০২। জৈবী-সংস্থিতি ও মরণাভিনিবেশ। ১০৩। অব্যবস্থিত বোধকেন্দ্রের অবস্থান। ১০৪। জন্ম-অনুপাতিক মন। ১০৫। সুপ্রজননই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলভিত্তি। ১০৬। প্রজনন-ক্ষেত্রে বিপর্য্যয়ই জাতি ধ্বংসের কারণ। ১০৭। সুষ্ঠু সঙ্গতিপূর্ণ জৈবী-সংস্থিতির উপরেই মানুষের পরমায়ু নির্ভর করে। ১০৮। আভিজাত্য ও ক্রমবিবর্ত্তন। ১০৯। তোমার অনাচার সন্ততির ভিতরেও প্রবেশ করে। ১১০। স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃতিগত বৈষম্য যেখানে যেমনতর, সন্তানের আবির্ভাবও সেখানে তেমনতর। ১১১। দেববীর্য্যী সন্ততিতে পরিবার পরিভূষিত হ'য়ে উঠবে কখন ? ১১২। শিক্ষা, যোগ্যতা ও জীবনের মান বাড়াতে হ'লে সুপ্রজননের মান বাড়াও। ১১৩। বংশ ও বিবাহে ব্যতিক্রম থাকলে সন্ততিরাও ঐ ব্যতিক্রম-ঝোঁকা হয়। ১১৪। প্রজনন-নীতিকে অবজ্ঞা ক'রে প্রবর্দ্ধনার উপাসনা ক'রলে। ১১৫। জৈবী-সংস্থিতি সুষ্ঠু ও সমুন্নত না হ'লে। ১১৬। অপকৃষ্ট গণবৃদ্ধি জাতির সম্পদ্ নয়, বরং তা' ভয়ালই। ১১৭। পিতা-মাতার ব্যতিক্রম সন্তানে সঞ্চারিত হয়। ১১৮। অনিয়ন্ত্রিত পিতা-মাতা অবাঞ্ছিত জাতকের জন্মক্ষেত্র। ১১৯। সুপ্রজনন ও দাম্পত্য-জীবন। ১২০। সুর-সন্দীপনা। ১২১। একানুধ্যায়ী তাপসচলনের ক্রিয়া। ১২২। যেখানেই জন্ম হোক, তুমি সত্তারই সন্ততি। ১২৩। অপকৃষ্ট জননে ভয়াবহ ফল। ১২৪। সুজননে শিষ্ট সদৃশত্বের উপযোগিতা। ১২৫। সুপ্রজননে স্বামীর ইষ্টনিষ্ঠা। ১২৬। গণসমাজ সুজনন-অধ্যুষিত না হ'লে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ১২৭। জনন-শাসন দুর্ব্বল হ'লে। ১২৮। অবিধিপূর্ব্বক জাত সন্তানের চারিত্রিক লক্ষণ। ১২৯। জন ও জাতিকে সম্বৃদ্ধিশালী ক'রতে হ'লে সুজননের সম্ভাব্যতাকে বাড়িয়ে তোল। ১৩০। বৈশিষ্ট্যপালী বৈধী জনন-বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা ক'রলে। ১৩১। সুজনন সংহতির সহায়ক। ১৩২। লাখ বিদ্যা ও অজচ্ছল বুদ্ধিও বিফল হ'তে পারে। ১৩৩। উৎকর্ষী জনন-সংবিধানহারা সভ্যতা ও কৃষ্টি অপঘাতী। ১৩৪। সন্তান-সন্ততির সংখ্যার তারতম্য। ১৩৫। সুসংশ্রয়ী সুজননের প্রয়োজনীয়তা। ১৩৬। বৈধী-পরিণয়ের প্রয়োজনীয়তা। ১৩৭। শুভ চেতন-সমুত্থানে সুপ্রজননের স্থান। ১৩৮। গুণাগুণের সংক্রমণ। ১৩৯। সদ্গুণ থাকলেই যে তা' সন্তানে সঞ্চারিত হয় তা' নয়। ১৪০। অপকৃষ্টের মধ্যেও যে সদ্গুণ থাকে, তা'কে পুষ্ট করার উপায়। ১৪১। জননে মাতৃপিতৃধারার ক্রমাগতি। ১৪২। জাতীয় জীবনের জয়যাত্রায় সুজনন। ১৪৩। জন্ম যদি

জন্মদানে দাতা ও ধাত্রী। ১৪৫। জাতিগঠনে জন্মধারা।
সুবিধি-নিয়ন্ত্রিত না হয়। ১৪৪। জন্মদানে দাতা ও ধাত্রী। ১৪৫। জাতিগঠনে জন্মধারা।
১৪৬। জীবনের মূলধন। ১৪৭। স্বৈরিণী-নারী ও প্রজনন। ১৪৮। বিবাহে ব্যভিচার।
১৪৯। আপদ্ধর্ম্মের সময়ও জনন-শাসনকে অবজ্ঞা ক'রো না। ১৫০। জঘন্য ব্যভিচার।
১৫১। প্রতিলোম ব্যভিচারমুক্ত না হ'লে সুজনন অসম্ভব।
১৫২। লোক-প্রজনন-উৎসকে কখনও ব্যতিক্রান্ত ক'রো না। ১৫৩। প্রতিলোম-জাতক
ও ভ্রষ্টা-নারী সমাজে বিষক্রিয়াই সৃষ্টি ক'রে থাকে। ১৫৪। অন্ততঃ প্রজনন-ক্ষমতা থাকা
পর্য্যন্ত পুরুষ ও নারীর অবাঞ্ছিত মেলা-মেশা ভাল নয়। ১৫৫। বিবাহে প্রশস্তা-নারী।
১৫৬। ব্যভিচারও কখন মন্দের ভাল ? ১৫৭। ব্যভিচারদুষ্ট জাতকের বিবাহ যথাবিহিত
হওয়া প্রয়োজন। ১৫৮। পরিত্যক্তা স্ত্রী। ১৫৯। অশ্রেয় বা বহুপুরুষে বাগ্‌দান মেয়েদের
পক্ষে পাপের। ১৬০। বিহিত বিবেচনা না ক'রে বাগ্‌দান নারীর পক্ষে অবিধেয় ও গর্হিত।
১৬১। প্রতিলোম-বিবাহ সংঘটিত হ'লে করণীয়। ১৬২। অন্ততঃ বাগ্‌দানের পূর্ব্বে
কাউকে স্বামী বা স্ত্রী ভাবা অশুভ। ১৬৩। ভ্রষ্টা বা ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ পতির
অনুমতি-সাপেক্ষ। ১৬৪। বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথার পরিণাম। ১৬৫। দুর্ব্বল
জনন-সংস্কৃতির সম্ভাবনা। ১৬৬। স্বামী-স্ত্রীর স্বতন্ত্রীকরণ। ১৬৭। শয়তানের তহবিলের
সর্পিলতম পাপ। ১৬৮। দ্বিজাধিকরণভুক্ত বিবাহিত বা অবিবাহিত নারীর স্বামী বা
বিবাহ-সম্বন্ধে কর্ত্তব্য। ১৬৯। স্ত্রী-বর্জ্জন। ১৭০। স্ত্রী পরিত্যাগ ও পরিত্যক্তা স্ত্রী
গ্রহণ—নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান নারকীয়। ১৭১। বিবাহ-বর্জ্জন ও
পুনর্ব্বিবাহে অপরাধ। ১৭২। বিবাহবন্ধন ছেদ্য—এই ধারণাই নারকীয়।
১৭৩। স্ত্রী-পরিহার। ১৭৪। স্বামী-স্ত্রীর স্বতন্ত্র-অবস্থান অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠলে
লক্ষণীয়। ১৭৫। বিবাহ-বিচ্ছেদ পাপের। ১৭৬। আর্য্যদের বিধানে বিহিত বিবাহ,
অপরিহার্য্য ব্যত্যয়ী কারণ ব্যতীত অচ্ছেদ্য। ১৭৭। সসন্ততি ত্যক্তা-স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ।
১৭৮। নারীর পত্যন্তর-গ্রহণে। ১৭৯। বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষাক্ত ফল।
১৮০। দাম্পত্য-জীবনে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসের সম্ভাব্যতা। ১৮১। বিবাহ-বিচ্ছেদের
চিন্তাও উদয় হয় না কোথায় ? ১৮২। বিবাহ-বিচ্ছেদ। ১৮৩। বৈধী বহু-বিবাহকে
বিক্ষুব্ধ ক'রলে। ১৮৪। বহু-বিবাহ ও এক-বিবাহ। ১৮৫। সুষ্ঠু বহু-বিবাহের
আশীর্ব্বাদ। ১৮৬। সবর্ণা বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত অসবর্ণা বিবাহ অসিদ্ধ। ১৮৭। বৈধী
বহু-বিবাহকে যদি নিরোধ কর। ১৮৮। বহু-বিবাহে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী ও অন্যান্য স্ত্রীদের মধ্যে
সম্বন্ধ। ১৮৯। চরম ব্যভিচার—প্রতিলোম। ১৯০। সাম্য প্রজা। ১৯১। উঁচুর মেয়ে
নেয়নি যা'রা, তা'দের বরাত ভাল। ১৯২। প্রতিলোম-জাতকের চিহ্ন। ১৯৩। ঐতিহ্য,
সংস্কার ও বৈশিষ্ট্যের বিপরীত চলন প্রতিলোমদের প্রকৃতিগত। ১৯৪। বিবাহে উঁচুর

মেয়ে। ১৯৫। প্রতিলোম-সংস্রবের ক্রিয়া। ১৯৬। অভিশপ্ত বিবাহ।
১৯৭। প্রতিলোম-জাতকরা আত্মকৃষ্টিকে অবজ্ঞা ক'রবেই।
১৯৮। প্রতিলোম-জাতকদের একটা বৈশিষ্ট্য। ১৯৯। প্রতিলোম-সংমিশ্রণে জাতকের
জৈবী-সংস্থিতি বিপর্য্যস্তই হ'য়ে থাকে। ২০০। অন্যথা যোগ্য হ'লেও অশ্রেয়-কুলজাত
পাত্রে কন্যাদান অসিদ্ধ ও অহিতকর। ২০১। রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সম্বর্দ্ধনায় সবর্ণ
বিবাহ। ২০২। প্রতিলোম-সংস্রব বৃক্ষের কোটরগত বহ্নির মত।
২০৩। প্রতিলোম-সংযোগে নারীর ক্ষতি। ২০৪। বিবাহে পিতৃকুল। ২০৫। বিহিত
অনুলোম-ক্রমিক বিবাহ ২০৬। প্রতিলোমীদের কখনও বিশ্বাস ক'রো না। ২০৭। বিবাহে
বংশ-তাৎপর্য্য। ২০৮। প্রতিলোম-জাতকের লক্ষণ।২০৯। অনুলোম, অসবর্ণ ও দ্ব্যন্তর
বিবাহ। ২১০। সন্তান-সন্ততির সব যা'-কিছুকে সামঞ্জস্যে ক্রমবৃদ্ধিপর ক'রে তুলতে
হ'লে। ২১১। প্রতিলোম-সম্বন্ধ দণ্ডার্হ। ২১২। প্রতিলোম-আসঙ্গ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের
জীবনকেই শীর্ণ ও খিন্ন ক'রে তোলে। ২১৩। প্রতিলোম-বিবাহকে প্রশ্রয় দিলে সর্ব্বনাশ
অবশ্যম্ভাবী। ২১৪। প্রতিলোম-পরিণয়ের বিষময় পরিণামের সাবধান বাণী।
২১৫। প্রতিলোম-সংস্রবের পরিণাম। ২১৬। প্রতিলোম-সংশ্রয় যেখানে।
২১৭। বৈশিষ্ট্যহারা অবৈধ-পরিণয় জাতির উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করে।
২১৮। প্রতিলোমের এতটুকু সংস্রব যেখানে। ২১৯। ব্যতিক্রম-দুষ্ট জাতকের চরিত্র।
২২০। অনুলোম জাতকের কুল-মর্য্যাদা। ২২১। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহিত মেয়েদের
হামেশা পিতৃকুলের সংসর্গে থাকা অবিধেয়। ২২২। অনুলোম অসবর্ণ জাতকের পদবী।
২২৩। বিবাহে শ্রেয়পুরুষ ও শিষ্ট-সুনিষ্ঠা মেয়ে। ২২৪। বিবাহে শ্রেয়-অশ্রেয় ঘর।
২২৫। বিহিত অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের অভাবে সমাজের পরিণতি।
২২৬। অনার্য্য-কন্যা গ্রহণ। ২২৭। প্রতিলোম ও সঙ্কর-পরিণয়ে।
২২৮। প্রতিলোম-সংশ্রয়ে পুরুষ, স্ত্রী ও জাতকের জীবনভিত্তি ছিদ্রলই হ'য়ে থাকে।
২২৯। বরং নিকৃষ্ট কুলসম্ভবা কন্যাকে বিবাহ কর। ২৩০। বিবাহে বর্ণ-বিবেচনাকে
কিছুতেই ত্যাগ ক'রো না। ২৩১। বিবাহে ব্যতিক্রম পরমপুরুষের ঈঙ্গিত নয়।
২৩২। অনুলোমজাত পুত্র ও কন্যার বিবাহের ক্ষেত্র। ২৩৩। পুরুষের উচ্চবর্ণে ও নারীর
নিম্নবর্ণে বিবাহ পরিবার, সমাজ ও জাতি বিধ্বংসী। ২৩৪। প্রতিলোম-প্রসূত পুরুষ ও
নারীর প্রকৃতি। ২৩৫। প্রতিলোম-জাতকের উদ্ধারের পথ। ২৩৬। "স্ত্রীরত্নং
দুষ্কুলাদপি"। ২৩৭। প্রতিলোম-পরিণয়ের উদ্যোক্তা যা'রা, তা'রা দেশ ও জাতির
মরণ-আমন্ত্রক। ২৩৮। বর্ণবিভাগ নেই যা'দের, সেই সমাজে কন্যাদানে—।
২৩৯। বিবাহে শ্রেয়ত্ব। ২৪০। কোন্ লক্ষণগুলির মিলনে পরিণয় সমধিক শুভপ্রসূ

ইষ্টানুরক্তি। ২৪২। বহুবিবাহ হয়? ২৪১। সুপ্রজননে বিহিত পরিণয় ও স্ত্রী-পুরুষের ইষ্টানুরক্তি। ২৪২। বহুবিবাহ কোথায় প্রশংসনীয়? ২৪৩। ধী-য়ের উদ্ঘাটন। ২৪৪। সন্তান পূর্ব্বপুরুষের রেতঃধারা। ২৪৫। বিবাহে রেতঃসত্তার মূল্য। ২৪৬। ডিম্বকোষ ও রেতঃসত্তার সঙ্গতিতে। ২৪৭। বীজ ও রজের মিলন-সঙ্গতি যেমন, জাতকের অভিব্যক্তিও তেমনি। ২৪৮। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রতিলোম-সংস্রব। ২৪৯। সংস্কার ও স্মৃতির বোধায়িত ধৃতিকথা। ২৫০। কুলসংস্কৃতির সুষ্ঠুতারক্ষার্থে সদৃশ ঘরে বিবাহের প্রয়োজন। ২৫১। উৎকৃষ্ট সন্তানলাভের সূত্র। ২৫২। অনার্য্যজাতীয়া কন্যাগ্রহণে আর্য্যঋষিগণের সমর্থন। ২৫৩। সাত্বত বিবাহ। ২৫৪। পাত্র-নির্ব্বাচনে লক্ষণীয়। ২৫৫। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে। ২৫৬। বিবাহে এক স্ত্রী ও বহু স্ত্রী। ২৫৭। যৌন-সম্বন্ধ ও জীবন-দীপনা। ২৫৮। সতীত্ব বা সাধ্বীত্ব চিরপুণ্য ও পবিত্র। ২৫৯। ব্যক্তিত্ব বনাম জননসংখ্যা। ২৬০। বৈধী ও শ্রেয়ানুগ যৌন-সংশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা। ২৬১। জীবন-মূর্ত্তনায় শুক্রকীট ও ডিম্বকোষ। ২৬২। সৃজন-প্রগতিতে বিবাহের স্থান। ২৬৩। বৈধী বিবাহ-নীতির অপরিপালনে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থা।

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

সূচী

বাণী সংখ্যা

সূচী

বাণী সংখ্যা

সূচী — বাণী সংখ্যা

সূচী — বাণী সংখ্যা

সূচী

সূচী

সূচী

বাণী সংখ্যা

সূচী

বাণী সংখ্যা

শব্দার্থ সূচী

ক্রমিক-সংখ্যা, শব্দ, বাণীসংখ্যা ও শব্দার্থ

১। অতিশায়িত—৯৭=ঝোঁকসম্পন্ন ।
২। অধিভূত—২৫৪=অধিকার ক'রে (ধারণ ক'রে) হ'য়ে আছেন যিনি ।
৩। অনুধায়িনী—৬৪=অবিরল অনুধাবনশীল (ধাবন=ধায়ন, ব্রজবুলি) ।
৪। অনুনয়ন—৬৯=কোন-কিছুর দিকে নিয়ে চলা ।
৫। অনুপ্রাণন-অনুচর্য্যা—৬৩=(কেন্দ্র) অনুসারী প্রাণময় সেবা ।
৬। অনুবেদনী—২৯=অনু-বিদ্+অনট্ ঈপ্ । অনুসরণ পূর্ব্বক জ্ঞান হয় যাতে ।
৭। অনুভাবিতা—৬৩=অনু-ভূ+ঘঞ্(ভাবে)=অনুভাব, অনুসরণ ক'রে হ'য়ে ওঠা ; অনুভাব+ইন্ (সংসর্গ অর্থে)=অনুভাবিন্ ; অনুভাবিন্+তল্ (ভাবার্থে)=অনুভাবিতা ।—অনুসরণ ক'রে হ'য়ে ওঠার ভাব ।
৮। অনুশায়িত—৯৮=অনুসরণ পূর্ব্বক ঝুঁকে থাকা ।
৯। অনুশায়িনী-প্রবণতা—৬৪=তন্মুখী ঝোঁক ।
১০। অনুশ্রয়ী—১৮=আশ্রয়যুক্ত ।
১১। অনুসৃতি—১৭৭=অনুসরণ ।
১২। অনুসৃজী—৯০=অনুসরণ পূর্ব্বক সৃষ্টি ক'রে তোলে যা' ।
১৩। অন্তঃক্ষেপিত—৫৩=Interpolated, গুপ্ত-ব্যতিক্রমদুষ্ট ।
১৪। অন্তঃশায়িত—২৩১=অন্তরে স্থিত ।
১৫। অন্তরাস—১৮১=Interest, আগ্রহ । অন্তর=inter, আস্-ধাতু (স্থিতি) =esse (Latin)+অ (ভাবে) ।
১৬। অন্বয়ী তাৎপর্য্য—২৬=বিন্যাসকারী তৎপরতা ।
১৭। অন্বিতি—৪৭=অন্বয়, যোগ ।
১৮। অপাহত—৯২=অপঘাতপ্রাপ্ত ।
১৯। অবশায়িত—২৪৯=অবস্থিত ।
২০। অবষ্টব্ধ—২৩৫=অব-স্তব্ধ । অবাঞ্ছিতভাবে স্তব্ধীকৃত ।
২১। অবসৃজী-ব্যতিক্রম—২৪৯=অপকৃষ্টকে সৃষ্টি করে যে-ব্যতিক্রম ।
২২। অর্বিদ—৯২=অজ্ঞ ।
২৩। অভিশায়না—২৪৯=এক-অভিমুখে ঝুঁকে থাকা ।
২৪। অভিসারণা—২৫=(তদ্) অভিমুখে নিয়ে চলা ।
২৫। অভিস্রোতা—১৮২=সেই অভিমুখে গতিসম্পন্ন ।
২৬। অর্থনা—৫৬=Meaningful go, অর্থসমন্বিত চলন ।
২৭। অলল—৪৯=অনির্দ্দিষ্ট, বাঁধনহারা ।
২৮। আকৃত—৯৩=আকৃতিসম্পন্ন, আগ্রহশীল ।
২৯। আচর্য্যা—৪৬=সম্যক সেবাপরায়ণতা ।
৩০। আধানকোষ—৫৭=ডিম্বকোষ ।
৩১। আপালিনী—৪০=সম্যক পালনকারিণী ।
৩২। আপ্তীকৃত—৪৯=আপন ক'রে তোলা হ'য়েছে যা' ।
৩৩। আবর্ত্তনী প্রবাহ—২৬১=আবর্ত্তিত হ'য়ে চ'লেছে যে-স্রোত ।

৩৪। আয়োজিত—৪৬=সম্যক যোজিত।
৩৫। আরাধী-অনুচর্য্যা—৫৫=আরাধনার অনুচর্য্যা (সেবা)।
৩৬। উচ্চল—১৩২=উৎ (উর্দ্ধমুখী) চল (গমন), উর্দ্ধগতিশীল।
৩৭। উচ্চেতনী—৩৫=উর্দ্ধমুখী চেতনা-সৃষ্টিকারী।
৩৮। উজ্জৃম্ভী—৩৫=উন্নতির দিকে বিকশিত ক'রে তোলে যা, (জৃম্ভধাতু=বিকাশ, বর্দ্ধন)।
৩৯। উৎসরণ—১৪৫=চলন।
৪০। উৎসর্জ্জনী—৯৬=উন্নতিকে সৃষ্টি করে যা'।
৪১। উদ্‌গতি-অভিযাগ—২৫৪=উন্নতি-অভিমুখী যে তপস্যা।
৪২। উদ্‌গময়ক—৯৭=উদ্‌গত ক'রে তোলে যা'।
৪৩। উদ্যমী-সম্বেগ—৯৮=Driving force.
৪৪। উপপত্তি—৩৭=সমাধান, সঙ্গতি।
৪৫। উর্জ্জনা—৮৭=পরাক্রমী জীবনসম্বেগ।
৪৬। উর্জ্জী-আহব—৮৭=পরাক্রমী অভিযান।
৪৭। ঋজী-সম্বেগ—৫০=Positive urge. ঋজ্-ধাতু=স্থিতি, অর্জ্জন ; ঋজ্+ক্বিপ্+ইন্=ঋজী।
৪৮। একায়তনী—২৪০=ঐক্যবিধায়ক।
৪৯। ওজোদীপনা—১৩৬=বীর্য্যদীপনা।
৫০। ওজঃ-সম্বেগ—১২৯=বীর্য্যসম্বেগ।
৫১। ওজঃ-সংস্থিতি—২০৩=অন্তর্নিহিত শক্তির সমাবেশ।
৫২। কলস্পর্শী—১২৯=গতিসম্পন্ন।
৫৩। কৌষিক-উপাদানবিন্যাস—৯৭=বিভিন্ন কোষ (cell)-এর উপাদানের বিন্যাস।
৫৪। ক্রমজন—৯৩=Chromosome.
৫৫। ক্রম-বিভাজিত—২৪৯=ক্রমান্বয়ে বিভাজিত।
৫৬। চর—২৬১=Opposite to স্থয়ী, Negative.
৫৭। চরপ্রকৃতির প্রজায়নী কৃতি—৫৭=Negative-এর প্রকৃষ্ট জন্মদান-কর্ম্ম।
৫৮। চরভরণ—২৪৮=Negative charge.
৫৯। ছান্দিক-অভিদীপনা—৯১=ছন্দ (নিয়ম)-অভিমুখে প্রদীপ্ত ক'রে তোলে যা'।
৬০। ছান্দোগ্য চলন—৪০=ছন্দায়িত চলন।
৬১। জনি—৫৫=Gene. (জন্+ক্বিপ্=জন্+ই=জনি)। জন্-ধাতু (সংস্কৃত)= genus (Latin) ; cf, Indo-Germanic √Gen.
৬২। জৈবী-প্রবর্ত্তনা—৫০=জীবনময় অস্তিত্ব।
৬৩। জৈবী-সংস্থিতি—৪৬=Biological make-up ; জীবদেহের গঠন।
৬৪। তৌলনিয়ন্ত্রণ—২৫৯=সমতারক্ষাকারী নিয়ন্ত্রণ।
৬৫। দীপন-তাৎপর্য্য—২৪৫=দীপ্ত ক'রে তোলাই যে-ক্রিয়ায় প্রধান।
৬৬। দোষণ-বিক্ষেপ—১৫৪=দুষ্ট ক'রে তোলে যে-বিক্ষেপ।
৬৭। দ্বন্দ্বীবৃত্তি—৫১=Go-between, দায়িত্ব নিয়ে বা কথা দিয়ে তা' যথাযথভাবে পালন না করা।
৬৮। দ্বয়ীরাগধৃক্ষিত—৩৫=দুইদিকে অনুরাগ থাকার জন্য পীড়িত, ক্লিষ্ট।
৬৯। দ্বিজাধিকরণ—১৬৮=সম্প্রদায় বা ধর্ম্মসংস্থা অর্থে ব্যবহৃত। (শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ প্রয়োগ)।

৭০। নয়ন বা নিয়মন-সম্বেগ—৯৮=Steering force, goading urge.
৭১। নিবাহ—১৭৪=নিকৃষ্ট বিবাহ, 'নিকা' অর্থে (শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ প্রয়োগ)।
৭২। নিবেশ-সন্দীপনা—১৪৬=নিবিষ্ট হওয়ার সমীচীন করণ ও চলন।
৭৩। পরাবর্ত্তিত—২৪৭=পরবর্ত্তীতে আবর্ত্তিত, (পর-আবর্ত্তিত)।
৭৪। পরিবেদনী—৪০=যা' সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত করায়।
৭৫। পশু-পরিস্রবা—৯২=পশুত্ব উদ্ভূত হয় যা'তে বা যেখান থেকে।
৭৬। পরিষেবিত—৪৮=সম্যক সেবাপ্রাপ্ত।
৭৭। পরিস্রুতি—১৮=পরিষ্কারকরণ।
৭৮। পারিজাত—৯০=পার্-ধাতু=শক্তি, কর্ম্মসমাপ্তি। পার্+ক্বিপ্=পার, পার+ইন=পারিন্—পারগতা, তা' থেকে জাত। That which comes out of ability.
৭৯। পৌরুষ-প্রবণতা—৫৮=পূরণ, বর্দ্ধন ও প্রীণন-ক্রিয়ার ঝোঁক। (পুর্-ধাতু= পূরণ, বর্দ্ধন, প্রীণন)।
৮০। প্রত্যাবর্ত্তনী প্রক্রিয়া—৯১=Back cross.
৮১। প্রজা—১৯০=সন্তান।
৮২। বর্গ—২৩০=স্তর, থাক।
৮৩। বারচারিবৎ—১৬=বারনারীর আচারের মত আচারশীল।
৮৪। বিচ্ছিন্ন-অনুচারী—৮৯=বিচ্ছিন্নতা-অনুগ আচারপরায়ণ।
৮৫। বিদারী—১০৬=বিদারণকারী।
৮৬। বিনায়নী বেদনা—৯৮=নিয়ন্ত্রণী বোধ বা জ্ঞান।
৮৭। বিন্যাস-বিলেপন—২৪৩=সুবিন্যস্তভাবে অনুলিপ্ত ও অনুষিক্তকরণ।
৮৮। বৈজিক—২০৩=বীজ-সম্বন্ধীয়।
৮৯। বৈজী-প্রভাব—২৬৩=বীজগত প্রভাব।
৯০। বোধায়না—৩০=বোধের পথে চলন।
৯১। ব্যত্যস্থ—১১৪=ব্যতিক্রমে স্থিত।
৯২। ব্যাস—২৫০=বিস্তার।
৯৩। ব্যাহতি—১৬৭=ব্যাঘাত।
৯৪। ভরণপ্রদীপ্তি—৪০=ভরণ, পোষণ ও পূরণের প্রকৃষ্ট দীপ্তি।
৯৫। ভাবদীপনী—৯৪=হওয়াকে দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।
৯৬। ভাববৃত্তি—২১৯=হ'তে থাকার সম্বেগ, Volitional urge to be.
৯৭। ভাবানুকম্পিতা—৯৯=Sentiment ; হওন বা বোধনের অনুরণন।
৯৮। ভৃতি-পরিচর্য্যা—১৪৬=ভরণপোষণমূলক সেবা।
৯৯। মুদ্রণ-অভিঘাত—৫৭=মুদ্রিত করার চাপ।
১০০। মুদ্রায়ণ-তৎপরতা—৬১=Imprinting activity, মুদ্রিত করার তৎপরতা।
১০১। মূর্ত্তনা—৫৭=বাস্তবায়িত করা বা মূর্ত্তি দেওয়ার ভাব।
১০২। মেধায়িত—২৪৯=মেধায় পরিণত।
১০৩। যমন ও দীপন তৎপরতা—৩৫=নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত ক'রে তোলার ক্রিয়া।
১০৪। যমন-তান্ত্রিকতা—২৩৫=সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করার নীতি।
১০৫। যমন শক্তি—২৪০=সংযম ও নিয়ন্ত্রণের শক্তি।
১০৬। যোগবাহী—৪০=যুক্ত অবস্থাকে বহন করে যা'।
১০৭। যোগ-বিনায়না—৬৪=যুক্ত হওয়ার পথে বিশেষভাবে নিয়ে যায় যা'।
১০৮। যোগাযোগ—৪০=যোগের, যুক্ত হওয়ার আবেগ ; Affinity.

১০৯। যোজ্যতা-অনুপাতিক—২৪৩=যোজিত হওয়ার যোগ্যতা অনুযায়ী।
১১০। রজস্-শৌর্য্য—৬১=রঞ্জনকারী শক্তি।
১১১। রজোবিন্যাস—৫৮=রঞ্জনী-শক্তির বিন্যাস।
১১২। রিচী-সম্বেগ—৫০=Negative urge. (রিচ্-ধাতু শূন্যীকরণ, বিয়োজন)। রিচ্+ক্বিপ্+ইন্=রিচী।
১১৩। রেতঃ-সন্দীপনা—২৫১=রেতঃধারার দীপনক্রিয়া।
১১৪। শাতন—১২৬=বিশীর্ণ, ছিন্ন বা পতিত ক'রে তোলে যা', Satan. (শদ্-ধাতু=ছেদন, পাতন, বিশীর্ণকরণ)। শদ্+অনট্ (ভাবে)=শাতন।
১১৫। সংগর্ভিত—৩১=Impregnated.
১১৬। সংগ্রহকরণ-সন্দীপনা—২৪২=Receptive Capacity.
১১৭। সংগ্রাহী দীপনা—২৪২=পরস্পরকে সম্যকপ্রকারে গ্রহণ করার শক্তি।
১১৮। সংযোজনা—১৫=সংযোগকরণ।
১১৯। সংস্কার-সংহিতি—২৫=সংস্কারগুলির সংহত অবস্থা। সম্-ধা+ক্তিন্=সংহিতি,—সম্যক ধারণ।
১২০। সংস্থিতায়নী—৯৪=সংস্থিত করায় যা'।
১২১। সত্ত্ববতী—১৮৬=জীবন্ত।
১২২। সম্বুদ্ধ—১৬২=সম্যক জ্ঞানী।
১২৩। সম্বৃদ্ধ—৭=সম্যকপ্রকারে বেড়ে উঠেছে যা'।
১২৪। সম্বেদনী—৯৯=সম্যকরূপে জ্ঞান গজিয়ে তোলে যা'।
১২৫। সম্বোধনা—৩৮=সম্যক সক্রিয় বোধ বা জ্ঞান।
১২৬। সহিতা—২৫৬=একত্র গমনের ভাব।
১২৭। সাত্বত—১৭=অস্-ধাতু (অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা)+শতৃ=সৎ ; সৎ আছে যা'তে এই অর্থে সৎ+বৎ=সত্বৎ ; সত্বৎ+অন্(তৎসম্বন্ধীয় অর্থে)=সাত্বত।—সত্তা-সম্বন্ধীয়, জীবন-সম্বন্ধীয়, existential.
১২৮। সানুধ্যায়ী—৯৮=পারস্পরিক অনুধ্যান বা অনুচিন্তন-সমন্বিত।
১২৯। সানুবেক্ষী—১২৯=অনুসরণপূর্ব্বক (অনু) দেখা (বেক্ষ্-ধাতু) আছে যেখানে—অনুবেক্ষী ; তদ্ভাবসহ—সানুবেক্ষী।
১৩০। সুদর্শনসিদ্ধ—২৩৮=শুভদর্শনে সিদ্ধ।
১৩১। সুবপী—৪০=সুষ্ঠু বপনকারী। √বপ্ > বাপ > বাবা।
১৩২। সুবিনায়িত—২২=মঙ্গলের পথে নিয়ন্ত্রিত।
১৩৩। সুরতসন্দীপ্ত—১২০=সত্তার সম্বেগ (Libidoic urge)-এর দ্বারা সম্যক দীপ্ত।
১৩৪। সৌরত-সম্বেগ—৫১=সত্তাগত সম্বেগ।
১৩৫। স্তিমিতি—২৬১=স্তিমিত হওয়ার ভাব।
১৩৬। স্থয়ী—৬৪=Positive.
১৩৭। স্থয়ীভরণ—২৪৮=Positive charge.
১৩৮। স্থাস্নু—২৪৮=স্থিতিশীলতাই যা'র স্বভাব, positive (স্থা+স্নু কর্ত্তরি)।
১৩৯। স্থিতিপ্রবণ—৯২=স্থিরধর্ম্মী, Positive.
১৪০। স্থির—২৬১=Positive, opposed to চর (Negative).
১৪১। স্বস্তি-সম্ভূতি—২৬৩=স্বস্তির ঐশ্বর্য্য।
১৪২। হর্ম্মক—৩৫=Hormone-এর বাংলা। (শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ প্রয়োগ)।